



# ପାଞ୍ଚପତ

ପୌରାଣିକ ନାଟକ

ଶ୍ରୀଅତୁଳାନନ୍ଦ ରାୟ ବିଦ୍ୟାବିନୋଦ ସାହିତ୍ୟଭାରତୀ

প্রথম সংস্করণ, কাল্কিন, ১৩৫৭

## তিন টাকা

প্রকাশক...অরোরা টোল এণ্ড এভেনিস,...অলপাইণ্ডি  
কলিকাতার টিকানা... ১৪, হেরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১  
৭নং, ওয়েলিংটন কোয়ার, কলিকাতা, যতীর্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস  
ইহাতে শ্রীঅজিতকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্যানুরাগী...স্নেহময় দাদা

শ্রীনিবাস কবিরাজ

মাগুরায়

দাদা,

জীবনের এক সঙ্কটময় ক্ষণে  
আপনি স্নেহে আমাকে আশ্রয়  
দিয়েছেন...আপনার স্নেহের ঋণ  
অপরিশোধণীয়...আমার জীবনে  
সেদিনকার সেই 'সঙ্কট-বেদনাও  
অবিস্মরণীয়...অকুণ্ঠ মনে ইহাকেই  
চিরজীবন স্বীকার ও স্মরণ কবিতে  
আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি পাস্তপত,  
আশা করি, আপনি স্নেহে গ্রহণ  
করিবেন...

স্নেহমুগ্ধ

প্রবন্ধকার

## গ্রন্থকারের নিবেদন...

“পাণ্ডপত”এর কয়েকটি চরিত্র এবং যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। পূর্বাঙ্কেই তহুত্তরে এই নিবেদন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৩৪৪ সালে পাণ্ডপতের প্রথম পাণ্ডুলিপি শেষ করিয়া বঙ্গ রক্ষয়ঙ্কের জনৈক বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা ও পরিচালক মহাশয়কে শুনাইয়াছিলাম। তিনি সহাস্ত্রে বলিয়াছিলেন, “মহাভারতের বনপর্বে বিমান চড়ে যুদ্ধ, কামান দেগে ছুঁ দাম্, এসব লিখেছেন কি মশায়, পাবলিক্ নেবে কেন এসব আজগুবি?” ’৪৭ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাই হিমালয়ের পাদদেশে। নির্জনে দীর্ঘ দশ বৎসর বারংবার মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াও বুঝি নাই আজগুবি কোন্‌খানটায়...দশ বৎসর ধরিয়া বারংবার পাঠ করিয়াও “পাণ্ডপত”-এ আজগুবি অপসারণ করিতে পারি নাই।

’৫৬ সালের শারদীয়া সংখ্যা দেশ পত্রিকায় পড়িলাম প্রক্বেয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ, “পৌরাণিক ভারতে যুদ্ধ”। শাস্ত্রী মহাশয় অকর্ণ হস্তে লিখিয়াছেন, “বিমান বা বোম্বমানের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদিতে বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়...পুরাণের জীবন্ত বর্ণনা দেখিয়া ইহাদের কেবল কল্পনার বিজ্ঞপ্তি বলিয়া মনে হয় না...বৃহন্নালীকের বর্ণনা হইতেও উহা যে কামান ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পাণ্ডপত প্রভৃতি এমন কয়েকটি অস্ত্রের পৌরাণিক যুগে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বাহার নিকট কামান জাতীয় অস্ত্র নগণ্য। অর্জুন কর্তৃক পাণ্ডপত অস্ত্রের সাচাযো দানবদের হিরণ্যপুর ধ্বংসের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার দহিত একমাত্র আণবিক বোমা ব্যবহারে হিরোশিমায় ধ্বংসেরই তুলনা করা যায়। পাণ্ডপত অস্ত্র আণবিক বোমা জাতীয় বলিয়াই মনে হয়”...ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে নালীক ও বৃহন্নালীকের বর্ণনা শুক্রনীতি ও মহাভারত, বনপর্ব—৫২ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

প্রশ্নান্তর উর্বশী। মহাভারতকার অর্জুনোর্বশীর প্রেমোপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, পাণ্ডপতাস্ত্র লাভ পরীক্ষাতে দেব সভায় অর্জুনকে সফলতার পর। আমার মনে হয়, সুদীর্ঘ সাধনায় অটুট সংযমের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে অর্জুন সৃষ্টি-স্থিতি বিলম্বকর পাণ্ডপতাস্ত্র লাভ করিলেন তাহার

চরিত্রবল পরীক্ষা প্রসঙ্গেই উল্লসী প্রেম নিবেদন ও অর্জুন কণ্ঠক প্রত্যাখ্যান অধিকতর প্রাসঙ্গিক।

হিরণ্যপুরের স্থলে কৈলাসের পাদদেশে নিবাস্ত নিধন...“পাণ্ডপত” নাটকে যে স্থান ও কালে বিপ্লবের আর্ন্তনাদকাতর অর্জুন নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জন-কল্যাণে পাণ্ডপতাস্ত্রে নিবাস্ত বধ করিয়াছেন তাহাই স্বাভাবিক এবং অর্জুনের চরিত্রোপযোগী মনে করি। এই নিবাস্ত-নিধন পর্বকে হিরণ্যপুরে টানিয়া নিতে মহাভারতকার দেবরাজ ইন্দ্র ও পুষ্পক-সারথি মাতলি চরিত্রে যে নিবাস্ত-ভীতির সংযোগ করিয়াছেন, নিশ্চিন্ত হিরণ্যপুর আক্রমণ ও ধ্বংস বর্ণনায় অর্জুন চরিত্রে যে অমুদার সঙ্কীর্ণতার ইঙ্গিত দিয়াছেন উহার স্বপক্ষে যুক্তি বাহাই থাক না কেন, পার্থের আদর্শ চরিত্রকে অকারণ অবনমিত না করিলেই বা ক্ষতি কি !!

নাটক ইতিহাস নয়। তথাপি নাট্যোল্লিখিত চরিত্রাঙ্কনে চিরস্মরণীয় ও মাননীয় মহাভারতোক্ত স্থান ও কালের সামান্য পরিবর্তন করার জটীর জগু আমি ক্ষমা প্রার্থী...

“পাণ্ডপত” রচনায় পরমভক্ত শ্রদ্ধেয় শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বাঙলা ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী, এম. বি., এম. আর. সি. পি., টি. ডি. ডি., সাহিত্যিক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব, শ্রীকালীপদ সেন গুপ্ত, নাট্যরসিক শ্রীমনিষোহন বানার্জী প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে বিভিন্ন ইঙ্গিত ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং বর্তমান যুগের অগ্রতম নাট্যকার ও যশস্বী লেখক শচীন সেন গুপ্ত মহাশয় সানন্দে ইহার পরিচিতি লিখিয়াছেন। আবাল্য স্নহদ, শ্রীশচীন দাশগুপ্তের উৎসাহে “পাণ্ডপত” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরঞ্চনী রহিলাম।

১২৪, গ্রে ট্রাট, কলিকাতা,

২২শে, ফাল্গুন, মঙ্গলবার,

শিব-চতুর্দশী, ১৩৫৭

## পান্নিভিত্তি

শ্রীঅতুলানন্দ রায় রচিত ‘পাণ্ডপত’ নামক নাটকখানি পড়ে খ্রীত হলাম। মহাভারতের একটি বিশিষ্ট ঘটনা অবলম্বন করে নাটকখানি রচিত হয়েছে। পাণ্ডপত লাভ এক কালে জাতীয় মুক্তি সাধনায় ধ্যানের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সে পাণ্ডপত শুধু মাত্র অস্ত্র নয়; মানবের মানবোত্তর শক্তি। মানুষের এই মানবোত্তর শক্তি অর্জনেব প্রয়োজন অতীতের মহাভারতের যুগে যেমন ছিল, আজকার মহাভারত রচনার প্রয়াসের দিনে তার চেয়ে কিছু কম নেই। আজকার পৃথিবীর অবস্থা দেখে এ-কথা অবশ্যই বলা যায় যে মানুষ যখন তার চিত্তবৃত্তির সমন্বয় স্থাপন দ্বারা স্থায়ী শাস্তির কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে মানুষে মানুষে বিরোধ ক্রমশঃই বাড়িয়ে তুলে, তখন মানবোত্তর কোন ঐশী শক্তিকে বরণ করে নেবার প্রয়োজন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠে। মহাভারতকার যে রূপকের সাহায্যে সে-কালের মানুষকে মানুষেব অবশ্য প্রয়োজনীয় এই সাধনার গূঢ় মর্ম-বোঝাবার চেষ্টা করে গেছেন, আজ সে রূপকের সাহায্যে মানব মনকে উর্দ্ধমুখীন করা যাবে কি না, এমন প্রশ্নও অনেকে করে থাকেন। সে প্রশ্ন আমার মনে কোন সংশয় আনে না। এই কারণেই আনে না যে, আজও দেখতে পাই পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি এই জাতির জনগণের মনে অল্পবয়সের অভাব নেই। মহাভারতকার রূপকের মাধ্যমে লোক-শিক্ষার যে অল্পম পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিলেন, এই নিরক্ষর লোক-বহুল দেশে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মাধ্যম আজও অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না। আমার মনে হয় গণ-নাট্য যে স্বীকৃতির দাবী নিয়ে আমাদের কাছে আজ উপস্থিত হয়েছে, পৌরাণিক রূপকের মাধ্যমে রচিত একরূপ নাটক বহুলাংশে তা পূর্ণ করতে পারবে—বর্তমানের বাস্তবতা না থাকে সত্ত্বেও। অবশ্য বাস্তবতার দাবীকে এই বলে আমি অস্বীকার বা

অগ্রাহ্য করতে চাই না। পাশ্চপতের প্রয়োজন আছে মনে করেই এই 'পাশ্চপত' নাটকেও আমি কালোপযোগী বলতে দ্বিধা বোধ করি না।

নাটকখানিতে নাট্য-মুহূর্ত্ত সৃষ্টির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ভাষা শুধু সহজ ও সাবলীলই নয়, গতিবেগেরও অধিকারী। কাজেই নাট্যরস সৃষ্টির উপযোগী। কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র দৃশ্য, বিশেষ করে দ্বিতীয় অঙ্কে, নাটকের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়তা করলেও মঞ্চ-প্রয়োজনার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করবে বলে মনে হয়।

পৌরাণিক নাটকে 'বিমান,' 'কামান' প্রভৃতির স্থান থাকতে পারে কিনা এমন প্রশ্ন যে উঠেচে, তা নাট্যকারের মুখবন্ধে দেখতে পেলাম। বিমান শব্দটিই আধুনিক নয়, প্রাচীন। মহাভারত এবং রামায়ণের যুগে যে বিমানপোত অনাবিকৃত ও অব্যবহার্য ছিলনা তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। কামান ছিল কিনা জানি না। তবে পাশ্চপত প্রভৃতিতে কামানের প্রাক-সংস্করণ বলে ওদের গুরুত্ব অনেক খর্ব্ব করে দেওয়া হবে। প্রাচীন অগ্নিমুখ অস্ত্রগুলি, বিশেষ করে পাশ্চপত প্রভৃতি, আধুনিক কামানের চেয়ে অস্ত্র বকমের এবং অস্ত্র ধরণের নিশ্চিতই ছিল,—হয়ত বিশেষ কোন বাস্তব রূপই তাদের ছিল না। সে যা-ই হোক রূপক রূপক। নাটকে তার ক্ষুদ্র প্রয়োগ হলেই ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রশ্ন অবাস্তব হয়ে পড়ে। "পাশ্চপতে"র যত রূপক নাট্য সৃষ্টি এখনো আমরা আগ্রহের সঙ্গে দেখে থাকি এবং দেখবার সময় বাস্তবতার প্রশ্ন আমাদের মনকে নাটকের প্রতি বিরূপ করে তোলে না, রূপকের অন্তর্ভালে যে রস থাকে তা উপভোগ করি, সঞ্চয় করে রাখি।

কলিকাতা, }  
৭-৩-৫১

শচীন সেনগুপ্ত



## চন্ডিকা

দেবভাগণ ..

শিব,	ইন্দ্র,
<u>পার্বতী</u>	বিশ্বকৰ্ম্মা,
অম্বা,	<u>উৰ্বশী</u> ,
<u>বীণাপাণি</u> ,	চিত্রলেখা

দানবগণ...

দানব সম্রাট নিবাত কবচ,  
দানব সম্রাজ্ঞী হুতাচী,  
দানব যুবরাজ নয়ন,  
দানব মন্ত্রীদ্বয় উগ্রনাদ ও শঙ্খমুখ,  
দানব শিল্পী ময়,  
দানব মায়াবী জটাসুর ও পটাসুর,  
দানব রক্ষী, রক্ষিণী, নর্তকী ও প্রজাগণ

হানবগণ...

দ্বারকাপতি কৃষ্ণ,  
কৃষ্ণসখা পাণ্ডব ভীম ও অৰ্জুন,  
মহর্ষি ব্যাস,  
পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদী,  
দ্রৌপদীর সহচরী স্মৃতি,  
ভীমভনয় রাক্ষস ঘটোটকচ,

ব্রাহ্মণগণ, মজুরগণ, কিন্নাত কিন্নাতিগণ ইত্যাদি ।

কাল...মহাভারতোক্ত পাণ্ডবের বনবাস পর্ব ।

স্থান- দ্বৈতবন, কাম্যকারণ্য, হিমালয়, হিরণ্যপুর ।

# পাশ্চপত

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

তরঙ্গসঙ্কুল ভারত সমুদ্র মধ্যে নিবাত পুরী...হিরণ্যপুর। দানব  
সম্রাট নিবাত কবচের ফটিকগঠিত প্রাসাদে বিরাট নাট্যমন্দির।  
সূর্য্যাস্তের পূর্বকাল। দানব যুবক যুবতীগণের নৃত্যগীত।

বন্দে !

স্বর্গাদপি গরীয়সী অয়ি জনমভূমি মা, বন্দে !

দেশ জননী, বন্দে !

তব, চরণে সকল তীর্থ রেণুমা, মঙ্গল ঘট নীর।

আকাশে তোমার নয়ন নীলিমা, ইজিত প্রগতীর।

সঙ্গীতময়ী সমীরণে নাচে জীবন মিলনানন্দে !

দেশ জননী, বন্দে !

ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি না মানি না, জননীর বড় নাই।

স্বজাতির বড় আপনার জন, কেহ নাই, কেহ নাই

কণ্ঠে কণ্ঠে “জননীর জয়” বন্দনা গীত ছন্দে !

দেশ জননী, বন্দে !

নানাবিধ তারবজ্রের ঐক্যতান বিলয় পৰ্য্যায়ে মিলাইয়া বাইতেছিল। নৃত্যগীতরত দানব যুবক যুবতীগণ পটাস্থরের পরিচালনায় গীতান্তে অপরূপ ভাবোদ্দীপক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। সমুদ্রবক্ষে সূর্য্যাস্ত হইল। প্রদীপালোকে প্রাসাদ আলোকিত হইল। নৃত্যছন্দে পটাস্থর ও দানব যুবক যুবতীগণ প্রস্থান করিল। তারবজ্রের ঐক্যতান ছাপাইয়া রাজ আগমন সূচক দামামা ধ্বনিত হইল। দ্বিতলের সোপান শ্রেণীতে অবতরণ করিয়া বলিষ্ঠদেহ গর্কোন্নতশির তেজস্বী প্রৌঢ় দানব সম্রাট নিবাত কবচ ও অনিন্দ্যকাস্তি নম্রমুখাবা দানব সম্রাজ্ঞী দ্বুতাচী প্রবেশ করিলেন।

দ্বুতাচী। কুরুরাজ হৃষ্যোধন তোমার স্নহৃদ।

নিবাত। হৃষ্যোধন খল, পাণ্ডবের ভয়ে চঞ্চল।

দ্বুতাচী। পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ ..

নিবাত। দানব জাতির পরম শত্রু, কূটচক্রী কপট কৃষক।

অপরূপ মর্শ্বরাসনে উপবেশন করিয়া নিবাত দ্বুতাচীকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। দ্বুতাচী অপর বেদীতে বসিলেন।

দ্বুতাচী। ভারতবাসী কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করে অবতীর্ণ নারায়ণ জ্ঞানে।

নিবাত। (সহাস্ত্রে) অবতার। অসংখ্য অবতার। বন্থ বরাহ, কদম্ব কচ্ছপ, মীন পর্য্যন্ত ওদের অবতীর্ণ নারায়ণ। তুমি মানো? আমি মানি না এই অবতারবাদ।

দ্বুতাচী। অবতার না মানো...

নিবাত। স্বীকার করি আরকাপতি কৃষ্ণ কুটিল রাজনৈতিক।  
বায়বায় দানব জাতির ভারতভিযান ব্যর্থ হয়েছে কৃষ্ণেরই

চক্রান্তে । নগণ্য নম্বর নর তাই আজও আমার বশুতা স্বীকার করে নাই ।

৪  
রজুবন্ধ হস্ত স্থন্দরী যুবতী স্মৃতিকে লইয়া কঠোরাকৃতি বলবান  
জটাসুরের প্রবেশ ও অভিবাদন ।

জটাসুর । এইবার স্বীকার করবে মহারাজ । নরলোকের  
মধ্যমণিকে হরণ করে এনেছি । এই নারী পঞ্চ পাণ্ডব মহিষী  
জ্যোপদী ।

জটাসুর সবলে ঠেলিয়া দিতেই স্মৃতি নিবাতের পদতলে বাইয়া  
পড়িল । উত্তেজনায় নিবাত দাঁড়াইলেন । ব্যস্তভাবে ঘুতাচী স্মৃতির  
রজুবন্ধন মুক্ত করিয়া অবিলম্বে কেশ বেশাদি স্থবিলম্বে করিতে  
লাগিলেন ।

নিবাত । ( সোল্লাসে ) জ্যোপদী !

ঘুতাচী । ( উৎকণ্ঠিতভাবে ) জ্যোপদী !

নিবাত । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—প্রীত হ'লাম জটাসুর । যোগ্য  
পুরস্কার দিব । অদূর ভবিষ্যতে বিজিতা ভারতের শাসনকার্য্যে  
তোমাকেই নিযুক্ত করবো ।

জটাসুর । মহারাজের অসীম করুণা ।

অভিবাদন ও প্রস্থান ।

নিবাত । উগ্রনাদ ।

ঘুতাচী । মহারাজ, মুক্ত কর,

অবিলম্বে মুক্ত কর পাণ্ডব প্রিয়ারে...

জন্ত পদে বিকটদর্শন কুজ বৃদ্ধ দানব যদ্রী উগ্রনাদ প্রবেশ  
ও অভিবাদন করিয়া কহিল, “মহারাজ !”...নিবাত ইদিকে

উগ্রনাদকে নিকটে আহ্বান করিলেন। স্মৃতি উগ্রনাদের বিকটাকৃতি ও চলনভঙ্গী দেখিয়া অহুচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। কষ্ট উগ্রনাদ “হেঃ” বলিয়া স্মৃতির দিকে অগ্রসর হইতেই স্মৃতাচারীকে দেখিয়া সলজ্জভাবে “এঃ” বলিয়া নিবাতের নিকটে গেল। নিবাত গোপনে উগ্রনাদকে কি বলিলেন। উগ্রনাদ সোম্মাসে “হেঃ—” বলিয়া প্রস্থান করিল।

স্মৃতাচারী। প্রভু, আমাকে দাও এই বন্দিনীর ভার।

নিবাত। দিব। কার্য্যশেষে ডাকবো।

নিবাত ইচ্ছিতে স্মৃতাচারীকে স্থানান্তরে বাইতে বলিলে স্মৃতাচারী অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রস্থান করিলেন। উগ্রনাদ একখানি লিপি ও লেখনী হস্তে পুনঃ প্রবেশ করিয়া নিবাতের হস্তে লিপি প্রদান করিল। নিবাত লিপি পাঠ করিলেন।

নিবাত। চমৎকার। পাণ্ডব মহিষী!

স্মৃতি। তোমার মাথা...

উগ্রনাদ। হেঃ—

নিবাত। ( লিপি স্মৃতিকে দিয়া ) পড় লিপি।

লিপি পাঠান্তে স্মৃতি উহা অবজায় নিক্ষেপ করিল। উগ্রনাদ কষ্টভাবে “হেঃ—” বলিয়া লিপি উঠাইয়া স্মৃতির সম্মুখে ধরিল এবং অপর হস্তদ্বারা লেখনী বাড়াইয়া কহিল, “স্বাক্ষর...”

নিবাত। স্বাক্ষর কর নারী।

স্মৃতি নীরবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া মুহূহান্ত করিল।

নিবাত। এ কি উগ্রনাদ !!

উগ্রনাদ। অসম্ভব নয়। যে অত্যাচার করেছে কৌরব... খুব...

খুব। সবার সামনে সভার মাঝখানে ওকে টেনে এনে বসন খুলে—ওর বসন খুলে, অনাবৃত করে (স্মৃতির হাস্ত) হেঃ—  
(নিবাতের দিকে চাহিতেই সলজ্জ) এঃ—

নিবাত। স্বাক্ষর কর নারী...

স্মৃতি। ওতে আমার স্বাক্ষরের কোনই মূল্য নাই...

নিবাত। আমি বুঝবো।

উগ্রনাদ। এটা হস্তিনা নয়...নিবাত পুরী। সম্মুখে তোমার বিশ্ববিজয়ী দানব সম্রাট। (স্মৃতির দিকে লেখনী ও লিপি বাড়াইয়া) চট্ট পট...

স্মৃতি। (উগ্রনাদের অহুকরণে) হেঃ—

উগ্রনাদ। হেঃ—(রুষ্টভাবে লেখনী দ্বারা নিজ বাহুতে আঘাত ও আঘাত পাইয়া কাতর ভাবে) উঃ—

স্মৃতি। দানব সম্রাট পাণ্ডবকে বশীভূত করতে চান তাঁদের পরাস্ত করে তাঁর প্রাধাত্য বিস্তার করুন। আমি কেন কৃষ্ণসখা ধনঞ্জয়কে লিখবো এসে আমায় যুক্ত করে নিতে অথবা বশতা স্বীকার করতে। সাহস থাকে, দানব সম্রাট নিজেই ওই লিপি স্বাক্ষর করে প্রেরণ করুন।

নিবাত। শোন উগ্রাদিনি, সামান্য মানবকে জয় করতে আমি যুদ্ধ করবো না। কোশলেই জয় করবো

স্মৃতি। যুক্তি মন্দ নয়। সহজ পথ।

জোনাকীও ভাবে আপনারে জ্যোতিষ্ক সমান।

উগ্রনাদ। হেঃ—

নিবাত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

নিবাতের

।

স্মৃতি । হাসি নয় ।

এত মূৰ্খ নয় নর, দানবাধিপতি ।

ভুলিয়াছ হিরণ্যকশিপু বধ ?

ভুলিয়াছ বনবাসী রামের কাহিনী,

রাবন বিনাশ ?

ধাণ্ডব দাহনে নমুচী সংহার ?

শিশুপাল, বুধপৰ্ব্বা, শাশ্বেত নিধন ?

যুগে যুগে যতবার যত বৃথা আফালন

করিয়াছে তোমার স্বজন,

ভুলিয়াছ সেই সব অতীত কাহিনী ?

উগ্রনাদ । হে:—

নিবাত । (রুদ্ধ কণ্ঠে) স্বাক্ষর কর নারী—

স্মৃতি । (দৃঢ় কণ্ঠে) না । সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একজনও  
এই স্বর্ণ চক্রান্তের সহযোগীতা করবে না । দানবের প্রভু তে  
দূরের কথা, পাণ্ডব তাদের বন্ধুত্বকেও স্বর্ণ করেন ।

উগ্রনাদ । হে:—

নিবাত । প্রগলভা রমণী—(সরোবে) জটাসুর (জটাসুরের  
প্রবেশ)—কর প্রহার ।

উগ্রনাদ । (সোল্লাসে) এ:—

বেগে প্রহান ও চাবুক হস্তে পুনঃ প্রবেশ করিয়া জটাসুর স্মৃতির  
কুশাকর্ষণ করিয়া প্রহারোদ্ভূত হইল । নিবাত গবাক্ষ পথে দূর  
হইলে তাকাইয়া ছিলেন । উগ্রনাদ উল্লাসে আফালন  
বাক্য উচ্চারণ করিল । স্বতীর্ণা বেগে প্রবেশ করিয়া উদ্ভূত চাবুক নিজ

পৃষ্ঠে গ্রহণান্তর সবলে স্মৃতিকে জটাস্বরের কবলমুক্তা করিয়া স্বীয় বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। জটাস্বর অপ্রতিভ হইয়া মর্মান্তিক লঙ্কায় শির নত করিল। স্বভাটীর প্রহার গ্রহণ দর্শনে উগ্রনাদ সহসা জটাস্বরের হস্ত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল—“হেঃ”—পরে সহসা বক্র গ্রীবায়া নিবাতের দিকে দেখিয়াই “এঃ এঃ” বলিয়া বেগে প্রস্থান করিল। নিবাত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

স্বভাটী। মহারাজ, মুক্তি দাও।

পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীয়ে উৎপীড়ণ করি’

করিয়োনা আত্মনাশ।

যাজ্ঞসেনী লক্ষ্মীস্বরূপিণী,

হোমানলে যাঁহার জনম...

নিবাত। তাই তিনি বন্দিণী আমার।

লক্ষ্মীয়ে ফিরায়ে নিতে

চাহে যদি নর নারায়ণ

আমার বশ্যতা মানি’ সেবিবে চরণ। .

নতুবা,

অভেদ্য পাতালে বসি নরকুল রাণী

অশ্রু বিস্মু দিয়া গাঁথিবে জয়ের মালা

দানব জাতির।

নিরে যাও কারাগারে।

জটাস্বর ইতস্ততঃ করিতেছিল। বিচলিতা স্বভাটী নিবাতের পদতলে পড়িলেন। নিবাত সরিয়া দাঁড়াইলেন।



স্বতাচী । শাস্ত হও,  
 সর্বনাশ করিয়োনা দানব কুলের ।  
 ক্রান্ত হও জটাসুর,  
 রুদ্ধ কে করিবে ওরে অভভেদী অনল শিখায় ?  
 ক্ষমা কর,  
 অভিশাপ দিয়োনা জননী ।

স্মৃতি । শঙ্কা নাই মহারানী, আমি দ্রৌপদী নই ।

নিবাত ও স্বতাচী বিষয়ে হতবাক হইলেন, জটাসুর সভয়ে  
 পলায়ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল ।

নিবাত । ( কঠোর স্বরে ) জটাসুর !

স্মৃতি । দানবের ক্ষমতা নাই দেবী দ্রৌপদীকে অচেতন করে  
 অপহরণ করে ।

নিবাত । জটাসুর !

জটাসুর । ( নিবাতের পদতলে পড়িয়া ) প্রভু !

নিবাত । ( পদাঘাত করিয়া ) দাঁড়াও । উত্তর দাও । কি  
 কহে রমণী ?

জটাসুর । ক্ষমা করুন । এই নারী দ্রৌপদীর সহচরী ।  
 ভারতময় পাণ্ডবের বীরত্ব কাহিনী শুনে, স্বচক্ষে ভীমার্জুনের শক্তি  
 প্রত্যক্ষ করে আমি ভীত হয়েছিলাম...

নিবাত । আর এই উদ্যাদিনীকে হরণ করে এনে—দৌবারিক ।  
 ( দৌবারিকের প্রবেশ ) নিয়ে যাও ( জটাসুরকে দেখাইয়া ) তিলে  
 বারং গাত্র চর্শ্ব কর উৎপাটন ।

জটাসুর। (আর্জুনাদ করিয়া) এইবার, একবার ক্রমা করুন মহারাজ। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্যের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি পুনরায় যাবো। দ্রৌপদীকেই হরণ করে আনবো। না পারি, প্রাণপাত করবো।

নিবাত। পারবে?

জটাসুর। পারবো প্রভু।

নিবাত। উত্তম। এই উন্মাদিনীকেও নিয়ে যাও। নিরাপদে পৌঁছে দিবে। যাও নারী, তুমি মুক্ত।

স্মৃতি। দানবেশ্বর,

মুখ বুজে এতক্ষণ শুনিলাম, বুঝিলাম সব।

আমার মিনতি,

মানব বিদ্বেষ তুমি কর পরিহার।

শৃংগালের রঙ্গভূমি নয় নরলোক।

তুমি বীর, তুমি যোদ্ধা, তুমি খ্যাতিমান।

অযথাই আত্মক্ষয় করিবে কেবল।

মানব মরিতে ডরেনা।

দানব সমান জীবনেরে ক্ষুদ্র করে নাই।

নিবাত। উন্মাদিনী!

সহাস্তে প্রস্থান।

যুতাচী। কে তুমি মা—মহাজ্ঞানী?

স্মৃতি। আমি স্মৃতি, দেবী দ্রৌপদীর সহচরী।

জটাসুর। আমি প্রস্তুত...

স্মৃতি। আমিও...

স্বতাচী। সাবধান জটাসুর, বালিকার ক্লেশ না হয়।

জটাসুর। হবে না মা।

জটাসুরের প্রস্থান। স্মৃতি সহাস্ত্রে স্বতাচীকে অভিবাধন ও জটাসুরের পশ্চাদাহসরণ করিল। স্বতাচী কিছুক্ষণ তলভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। নিবাত পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

স্বতাচী। নির্ভীক বালিকা...

নিবাত। স্বতাচী।

স্বতাচী। মহারাজ।

নিবাত। তুমি আমার পত্নী, যুবরাজ নয়নের জননী।

স্বতাচী। স্বামী!

নিবাত। বিস্তীর্ণ জলধির উত্তাল তরঙ্গ-প্রাচীরবেষ্টিতা সুবর্ণ দ্বীপমালায়, দানবগৌরব পিতামহ হিরণ্যকশিপু এই বিরাট সাম্রাজ্যে, সিদ্ধু, কামরূপ, বিজ্যাচল, মৈনাক, সৌভপুর, মদ্র, মগধ, কাশ্মীর,...জীবত্রাস বাসুকীর পাতালপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত অধিকৃত দানব সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট নিবাত কবচ, আর তুমি নিবাতের মহারাণী...

স্বতাচী। (নতশিরে) তোমার গৌরবেই আমার গর্ব।

নিবাত। দানব বিদ্বেষী বিষু আর বৈষ্ণব নরের প্রশংসা তোমার মুখে—অশ্রায়।

আকঙ্ক তদ্রূপে অঞ্চ বজ্রিষ্ঠদেহ, ভাবপ্রবণ বৃদ্ধ শিল্পী ময় দানবের প্রবেশ ও অভিবাধন।

ময়। কি জ্ঞানেশ মহারাজ?

নিবাত । ময় দানব ! ( সকলকে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া উপবেশন ) ইন্দ্রপ্রস্থে দশ ক্রোশব্যাপী অপূর্ব সভাগৃহ, রাজশূর্য্য যজ্ঞ মণ্ডপ, তুমিই নির্মাণ করেছিলে, পাণ্ডবের তুষ্টি সাধন করতে...

ময় । করেছিলাম । খাণ্ডব দাহন কালে পার্থ আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন...

নিবাত । সৌভপুরের দানবাম্বিপতি বৃষপর্ব্বার ফটিকপ্রাসাদ ভেঙ্গে...

ময় । প্রাসাদ ভেঙ্গে নয় । দ্বাদশ সহস্র ফটিকস্তম্ভ...

নিবাত । দ্বাদশ সহস্র জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভ অপহরণ করে...

ময় । অপহরণ করে নয় । অপহরণ করি নাই ।

নিবাত । কর নাই ?

ময় । না না না । আমি শিল্পী । সৌভপুরীর মর্ম্মরপ্রাসাদ, জ্যোতির্ম্ময় ফটিকস্তম্ভ আমিই গড়েছিলাম । আবার গড়তে পারি । কৃষ্ণার্জুন বৃষপর্ব্বাকে বধ করে সৌভপুরী অধিকার করেছিলেন, তারপর আমি সেই দ্বাদশ সহস্র স্তম্ভ নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্মাণ করি ।

নিবাত । তারপর তুমিই বিন্দু সরোবরের গুণ্ড প্রকোষ্ঠ থেকে বৃষপর্ব্বার অপূর্ব গদা, দেবদত্ত শঙ্খ উদ্ধার করে নিয়ে ভীমার্জুনকে দিয়েছো ?

ময় । দিয়েছি । খাণ্ডব দাহন কালে অর্জুন...

নিবাত । হ্যাঁ, খাণ্ডব দাহন কালে যে অর্জুন তোমারই অগ্রজ দানবগৌরব মহারাজ নমুচীর প্রাণ সংহার করেছিল...

ময়। নমুচী যোদ্ধা, আমি শিল্পী। নমুচী মারতে চায়, মরতে পারে। আমি গড়তে চাই, মরলে গড়া যায় না।

নিবাত। তুমি—কেন ফিরে এলে ইন্দ্রপ্রস্থ হতে?

ময়। মন বিষিয়ে উঠলো। আমারই হাতে গড়া সেই সভাগৃহে দেখলাম মানবের অসীম গর্ব, অহংকার।

নিবাত। দেখলে?

ময়। দেখলাম দানব জাতির প্রতি নিদারুণ ঘৃণা।

নিবাত। শুনছো স্বতাচী?

ময়। দেখলাম, সভাগৃহে দ্বারকাপতির হস্তে নিমজ্জিত অতিথি শিশুপাল বধ।

নিবাত। আর নর সেই বর্বর কৃষ্ণের স্তাবক।

ময়। তারপর দেখলাম কি জঘন্য ভাতৃবিদ্বেষ...বীভৎস! কুরুরাজ দুর্যোধনের একান্ত অনুরোধে মায়াবী পাশার ছক গড়ে দিলাম...

স্বতাচী। তুমি !!!

ময়। পাণ্ডব হেরে গেল। জতুগৃহ নির্মাণ করলাম...

স্বতাচী। তুমিই?

ময়। পাণ্ডব পালিয়ে বাঁচলো।

নিবাত। পালিয়ে বাঁচলো:..

ময়। তারপর কৌরব সভায় দেখলাম পাণ্ডবের নির্ধ্যাতন, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবের বনবাস। মন বিষিয়ে উঠলো। ওরা স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ, পরজীলোলুপ।

নিবাত। শুনছো স্বতাচী?

ময়। সব নয়, পাণ্ডব নয়। ভীমার্জুন বীর। অপূর্ব ওদের ভাত্নেহ। কেশব, কূটচক্রী জটিল নির্ভর...

নিবাত। প্রবঞ্চক নয়?

ময়। বুঝা যায় না। এত মধুর, এত মিষ্টভাষী, বিচার করা যায় না। এত দয়া, মাথা ছুয়ে পড়ে।

নিবাত। ময় দানব!

ময়। হ্রতসর্বস্ব পাণ্ডবকে বলেছিলাম, মায়াবলে শত যোজন ব্যাপী বনানী জুড়ে' অপরূপ মায়াপুরী গড়ে দিতে পারি...

নিবাত। দিলে না?

ময়। অসম্মত হ'ল পাণ্ডব। বলে, “বাহুবলেই হ্রত রাজ্য জয় করবো।” মনে হ'ল উদ্ভাদ হয়েছে কোঁরবের নির্ধ্যাতনে... চলে এলাম।

নিবাত। পুনরায় যাও।

ময়। না। আমি বিনাশ দেখতে চাই না। ভারত ব্যেপে চলছে বিরাট বিনাশ, বিরাট ধ্বংসের আয়োজন। আমি মরতে চাই না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি ওরা মরতে ভয় পায় না, মারতে ক্রক্ষেপ করে না, পিতা মাতা ভ্রাতা গ্রোহণ করে না। পাণ্ডবেরা...

নিবাত। ময় দানব!

নিবাত ইঙ্গিত করিতে উদাসীন ময়ের গ্রন্থান।

হুতাচী মহারাজ!

নিবাত। শুনলে হুতাচী, দানবকে ঘৃণা করে অকৃতজ্ঞ নয়।

হুতাচী। তোমার অগ্নান বীর্য খ্যাতি একদিন অবশ্যই

মানবকে শ্রদ্ধাবনত করবে। লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে তুমি  
অবধ্য, তুমি ত্রিলোক বিজয়ী...

নিবাত। জানানো ঘৃতাচী,  
খল ব্রহ্মা বরচ্ছলে  
অভিশাপ দিয়াছেন মোরে।

ঘৃতাচী। অভিশাপ !!

নিবাত। ব্রহ্মার বরে—  
দেবের অবধ্য আমি,  
নর হস্তে আমার নিধন।

ঘৃতাচী শিহরিয়া উঠিলেন। নিবাত সম্মুখে তাঁহাকে বকে  
টানিয়া বাহবেষ্টনাবদ্ধা করিয়া আপন মনে কহিলেন—

বিজিত বাসব,  
দলিত দেবতা, গন্ধর্ষ, কিন্নর।  
অনবনমিত শির শুধু নর।  
অনবনমিত নর ধনঞ্জয়, পরম বৈষ্ণব।  
স্নেহে নয়, মোর প্রীতি রোষে,  
বরুণ দিয়াছে তারে দিব্যরথ কপিধ্বজ,  
অনল দিয়াছে দিব্যশর পূর্ণ তুণ,  
অজ্ঞেয় গাণ্ডীব।  
পার্শ্ব সখা চক্রী নারায়ণ,  
পার্শ্ব হস্তে হানিবে কি মোর মৃত্যুবাণ ?

## দ্বিতীয় দৃশ্য

বৈত বনে বনবাসী পাণ্ডবাপ্রমের অদূরে নদীতীর । কাল প্রভাত্য ।  
মহর্ষি ব্যাস প্রাতঃস্নানান্তে কৃষ্ণবন্দনা করিয়া ফিরিতেছিলেন ।

বন্দনা

ঈশ আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ  
স্তম্ অস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম ।  
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম  
তয়া ততং বিশ্বম অনন্ত রূপম্ ॥  
বায়ুর্ঘমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ  
প্রজাপতি স্তং প্রপিতামহশ্চঃ  
নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃৎস্বঃ  
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥

মহর্ষি ব্যাসের প্রস্থান । বিপরীত দিক হইতে সম্ভর্পণে দানব  
জটাসুর ও তদীয় সঙ্গী দানব পটাসুরের প্রবেশ ।

জটাসুর । খুব সাবধানে । পা ফেলতে শব্দ না হয়, কথা  
বলতে...

পটাসুর । শব্দ না বেরোয়—শুধু নীরব ছায়া, প্রেত-মূর্তি  
যথা...

জটাসুর । চুপ, চলে আয় ।

উভয়ের প্রস্থান । কথোপকথনরত দ্বারকাপতি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখা  
তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রবেশ । অর্জুনের পরিধানে বকল, পৃষ্ঠে  
সত্ৰুগাণ্ডীব ।



কৃষ্ণ । মহাভুল...

নহে তারা স্বজন, বান্ধব, স্বধর্ম বিরোধী যারা ।  
অচিরে বাধিবে রণ ।

অর্জুন । রণ !!!

কৃষ্ণ । বিশ্বনাশী রণ, কুরুক্ষেত্রে, অধর্ম নাশিতে ।

অর্জুন । আজ্ঞা দাও, করি রণ...

কৃষ্ণ । সম্পূর্ণ বিনাশ চাই সে সবার,  
স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে  
যেখানে যে বিদ্রোহী বিধাতার ।

অর্জুন । তোমারি অসীম স্নেহে করিয়াছি যে শক্তি অর্জন  
কপিধ্বজ, সতুণ গাণ্ডীব, দিব্য প্রহরণ—  
তারি বলে পারিব না ?

কৃষ্ণ । ( ঘাড় নাড়িয়া ) পারিবে না ।  
মর্ത്യ কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ কুরুকুলাশ্রয়ী,  
অজেয় সমরে ।  
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম পিতামহ ।  
বধযোগ্য নহে গুরু দ্রোণ ।  
সহজাত কবচ কুণ্ডলধারী বীর কর্ণ ।  
কুরু-সখা নিবাত কবচ,  
বাসব বিজয়ী দুর্ধ্ব দানব, বৈষ্ণব বিদ্রোহী ।  
প্রয়োজন অখণ্ড প্রলয় ।  
সাধনায় সমাহিত শিব হিমালয়ে ।

তাঁহায়ে জাগা'তে হ'বে ।

প্রলয়ের অধিকারী শিব, পাশুপত বলে ।

অর্জুন । অনুমতি দাও, যাই হিমালয়ে,

তপস্শায় তুষি পশুপতি,

আনি পাশুপত ।

দীক্ষা দাও ।

কৃষ্ণ । দৈতবনে সমাগত পিতামহ ব্যাস ।

বনবাসে লভিয়াছ তপের সুযোগ ।

দীক্ষা দান করিবেন দিব্যজ্ঞানী ঋষি দ্বৈপায়ন ।

প্রস্থান ।

অর্জুন । পাশুপত—

পাশুপতে কৌরব দানব বৈরী করিয়া বিনাশ,

শাসন করিব ধরা, ত্রিদিব, পাতাল ।

সাধারণ পীত বসনে ত্রিলোকবিশ্রুতা সুন্দরী পঞ্চপাণ্ডব মহিষী,  
ক্ষণদরাজকণ্ঠা দ্রৌপদীর প্রবেশ ।

দ্রৌপদী । আপনারে ভাবিয়া দুর্বল,

চাহ নাকি দেবতার বরে অরাতি বিনাশ ?

অর্জুন । দেবতার তুষি ভিন্ন কোথায় কল্যাণ ?

দ্রৌপদী । সব্যসাচী সন্দীহান আপন পুরুষকারে

এও এক অশ্রুত সংবাদ !

দূরদর্শি কুরুরাজ জানিতেন

প্রতিপক্ষ ভীক, দুর্বল ।

অৰ্জুন । তা' নয় পাঞ্চালী,  
সত্যবন্ধ ছিলেন অগ্রজ . .  
সত্যাত্মসরণ দুর্বলতা নয় !

দ্রোপদী । দুর্বলতা নয় !  
সহস্র স্বজন মাঝে  
আমাবে যে অপমান করিল কৌরব,  
অবগুষ্ঠিত রাখি' তাব প্রতিহিংসানল  
খাণ্ডব দাহনকারী বীর সব্যসাচী,  
আমারে বুঝা'তে কহ  
সত্যপণে রয়েছ নীরব ?

অৰ্জুন । নহেত কি প্রাণ ভয়ে আসিয়াছি বনে,  
পরেছি বন্ধল ?  
কৃষ্ণা, বুঝিয়াছ ভুল ।

দ্রোপদী । বুঝিয়াছি ভুল ?  
সত্যাগ্রহী তৃতীয় পাণ্ডব,  
মনে পড়ে অদূর অতীতে  
দ্রুপদের স্বয়ম্বরাগারে লক্ষ্যবেধ ?  
মনে পড়ে  
বৈরীবধ, একক সমর দ্রুপদ প্রাক্ষণে ?

অৰ্জুন । দ্রুপদ নন্দিনী ।...

দ্রোপদী । স্মরণীয় সেই সভাস্থলে  
সাক্ষ্য রাখি' ঋষি ও ব্রাহ্মণ,

সাক্ষ্য রাখি' পুত হোমানল,  
কর নাই পণ হ'লে প্রয়োজন  
বিশ্বের বিপক্ষে একা আমারে করিবে রক্ষা  
সর্বাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞানে ?

অৰ্জুন । দ্রুপদ নন্দিণী,  
ভুলি নাই প্রতিশ্রুতি ।  
প্রতিক্ষণ অন্তরে আমার অশ্রাস্ত বিপ্লব ।  
প্রতিক্ষণ অসহ দংশনে তার  
ক্ষত মুখে উঠে যত আর্ত হাহাকার,  
আকণ্ঠ উঠিয়া তারা মোন হয়ে যায়,  
অগ্রজের প্রতি প্রীতি অসীম শ্রদ্ধায় ।  
নর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ ।  
মানবের মুক্তি নির্দেশিতে  
আত্মবৃত্ত তাঁর ত্যাগ, দৈন্ত, বনবাস ।  
তাই নির্ব্বিবাদে মানিয়াছি নির্দেশ তাঁহার ।  
তাঁহারই নির্দেশে পুনঃ  
আমিই করিব প্রিয়া অরাতি বিনাশ ।  
আমার প্রিয়ারে যারা  
নির্য্যাতনে করিয়াছে বেদনা বিধূরা,  
সে সবারে করি সর্ব্বহারী,  
আমি একা  
পণ রক্ষা করিব নিশ্চয় ।

ব্যস্ত ভাবে কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ ।      সখা ধনঞ্জয়,  
                  ঋষি ব্যাস সানন্দে দিবেন দীক্ষা ।  
                  কি সৌভাগ্য, দিবেন তোমারে  
                  “প্রতিস্মৃতি” মহামন্ত্র শিব সাধনার ।  
                  শীঘ্র যাও ।

সাগ্রহে অর্জুনের প্রস্থান ।

এসো কৃষ্ণা ।  
ওকি চোখে জল !!!

দ্রৌপদী । কেশব !  
কৃষ্ণ ।      যাজ্ঞসেনী !  
দ্রৌপদী । কেশব !

দ্রৌপদী উদগত অশ্রুরোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন ।  
অন্তরীক্ষে করুণ বিলাপোক্তি হইল—

“সহেনা সহেনা আর, এ অশেষ দুঃখভার,  
ফুকার প্রলয়...ফুকার প্রলয় ।”

গভীর বেদনার কৃষ্ণ প্রতিহার রোধ করিলেন । অব্যক্ত বেদনার  
ঠাঁহারও চক্ষু সজল ও মুখ মলিন হইল ।

কৃষ্ণ ।      স্তব্ধ হও বসুমতী !  
                  আমি অসহায়,  
                  নহি আমি প্রলয়াধিকারী ।  
                  যাজ্ঞসেনী,

শুদ্ধ করি' সজল নয়ন,  
 দৃষ্টি পথে কর অনল বর্ষণ ।  
 জননীর গুরুব্যথা রোষানলে  
 গলিয়া বহুক শত ধারে ।  
 যাক ধনঞ্জয় লয়ে সাথে  
 কলুষনাশিনী গঙ্গাবারি সম  
 বিগলিত বেদনা প্রবাহ...  
 যাক নব ভগীরথ,  
 দিকে দিকে  
 জাগ্রত করিয়া স্পর্শে বিশ্ব চরাচর...  
 জাগুন শঙ্কর...  
 উঠুক তাণ্ডব নাদ...  
 ঘটুক প্রলয়...অথগু প্রলয় !!  
 অভ্যুত্থানম অধর্মশ্রু তদাত্মানং সৃজাম্যহম  
 পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ ছঙ্কতাম  
 ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

নেপথ্যে ব্যাস প্রমুখ ঋষিগণ বন্দনা করিলেন এবং বহু শঙ্খধ্বনি  
 হইল ।

“নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃতঃ  
 পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ।”

## ভূতীন্দ্র দৃশ্য

ঘৈত বনে নদী তীরের অপরাংশ । কাল প্রভাত । গৈরিক পরিহিত  
সশস্ত্র অর্জুনের প্রবেশ এবং বিপরীত দিক হইতে গদাস্বন্ধে বলিষ্ঠ  
দেহ সুপুরুষ ভীমের প্রবেশ । ভীমের পরিধানে বঙ্কল ।

ভীম । অর্জুন !

অর্জুন । দাদা !

ভীম । শুনি, চলিয়াছ শিব-সাধনায় !

অর্জুন প্রফুল্ল বদনে শিরাবনত করিয়া সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন ।

ভীম । এত ভয় ?

আত্মপ্রত্যয় নাই ?...চাহ দৈববল ?

হ'ল কি পাণ্ডব ?

সর্বনাশা হ্যাত ক্রীড়া,

স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ, বনবাস,

বন্য যুগ সম আত্মসংগোপন,

জননীর চোখে অশ্রু,

কুলনারী ধূলায় লুটায়,

দেশব্যাপী অত্যাচার,

তথাপি অর্জুন তুমি গাণ্ডীব ধরিয়া পৃষ্ঠে নির্বিকার !

অর্জুন । অগ্রজ !...

ভীম । যুক্তি থাক ।

শুনিয়াছি বহুবার, আর শুনিব না ।

কর্ম্ণ চাই ।

অধর্ম্ম পালিতে চাই ।

এসো সাথে, দুইজনে অস্ত্র ধরি' করি কুরুনাশ ।

অসম্মত হও, একা যাবো ।

অর্জুন । অগ্রজের অনুমতি বিনা...

ভীম । প্রয়োজন নাই ।

কৃত্রিয় নন্দন, ক্রাত্বধর্ম্য মানিব প্রধান ।

আপন অন্তরে তুমি শুনিছ না বিবেকের বাণী ?

অর্জুন । দাদা, শাস্ত হও ।

ভীম । শাস্তি কই ?

আপনারে, প্রিয় স্বজনে,রে,

আশ্রিতরে সর্ববিরক্ত করি'

ক্লীব প্রায় অপূর্ব এ শাস্তি তোমাদের ।

অপূর্ব এ আত্মপ্রবঞ্চনা,

ক্লীবত্বের ছদ্মনাম... সত্যানুসরণ !!

অর্জুন । দাদা, নিন্দনীয় নহে ধর্ম্যরাজ ।

ভীম । কোথা ধর্ম্য ?

কৃত্রিয়ের ধর্ম্য নয় অস্ত্রত্যাগ,

বৈরীভয়ে আত্মসংগোপন !

ধিক পার্থ !

স্বধর্ম্য করিয়া ত্যাগ বনে যাও কমণ্ডলু করে ।

দিব্যাশেষে

সশঙ্ক শৃগাল সম আর্তনাদে করিয়ো তর্পণ

তপন সদৃশ শত পিতৃ পুরুষের ।



অৰ্জুন । কমা কর হে অগ্রজ,  
 কমা কর দুর্বলতা ।  
 সত্য আমি কাপুরুষ ।  
 অবজ্ঞায় হাসে ওই দেবতা দানব,  
 হতমান পিতৃগণ ঘৃণাভরে বদন ফিরায়ে,  
 অতীতগরিমা-আর্ত কবন্ধ আমার ওই ডুবে যায়  
 বিশ্বুতির গাঢ় অন্ধকারে !  
 কমা কর...  
 দিব রণ, শত্রুকুল করিয়া নিধন,  
 করিব মোচন  
 অপমান, অপবাদ, অনন্ত এ ক্লেশভার ।

ভীম । ( সোল্লাসে ) সংহার...সংহার...

ভীম ও অৰ্জুন উভয়েই উত্তেজনায় স্ব স্ব অস্ত্রধারণ করিয়া বেগে  
 প্রস্থানোত্তত । ব্যস্ত ভাবে কৃষ্ণের প্রবে ।

কৃষ্ণ । ধনঞ্জয়,  
 কহিলেন ব্যাস, আগত মাহেন্দ্রক্ষণ ।  
 কি অপূৰ্ব তপোবল সখা !  
 ঋষির আশ্রানে  
 হোমাহুতি করিয়া গ্রহণ বৈশ্বানর আবির্ভূত,  
 দীক্ষাদান প্রত্যক্ষ করিতে ।  
 এসো স্বরা,  
 আশীষ নির্মাণ্য করে অপেক্ষায় আছেন মহর্ষি ।

শীঘ্র যাও, চরণে লুটায় পড় ।

মহেশ সদৃশ জেনো দিব্যজ্ঞানী ঋষি ব্যাস,

তোমাদেরই পিতামহ ।

যাও...যাও...যাও...

মত্তমুগ্ধবৎ অর্জুনের প্রস্থান ।

এসো বৃকোদর...

ভীম । কোথা যাব ?

যাক যারা চাহে দৈববল ।

আমি বুঝি,

বল বাহুবল...আত্মবল ।

কৃষ্ণ । নিশ্চয়ই । বল বাহুবল...আত্মবল ।

ফলাফল বিধাতার লীলা ।

নেপথ্যে শঙ্খঘটাধ্বনি

ওই বাজে মাজুলিক শঙ্খধ্বনি ।

নবীন তাপস পার্থ চলিয়াছে

নব কাব্য করিতে রচনা ।

তুমি অগ্রজ,

অমুজের যাত্রাক্ষণে করিবে না আশীর্ব্বাদ ?

সম্বর এ রোষ ।

এসো...

অভিমান হ্রস্ব অনিচ্ছুক ভীমকে লইয়া কৃষ্ণের প্রস্থান ।

অত্যন্ত সন্তর্পণে জটাসুর ও পটাসুরের প্রবেশ ।

জটাসুর । শুনলে ?

পটাসুর। সুবিধাই হ'ল। পাঁচটির একটি সরে পড়লো, রইল বাকি চার। জটাই।

জটাসুর। হুঁ!

পটাসুর। পারবিনে ওই খালি স্থানটা জুড়ে বসতে? ইঃ—  
যদি পারিস...ইঃ...হি হি হি রে...

জটাসুর। চুপ...তোকে অবিলম্বে ছুটে যেতে হবে ফিরে।  
মহারাজকে এই সংবাদ জানানো প্রয়োজন।

পটাসুর। স্থান খালির কথাটা?

জটাসুর। তাই—

পটাসুর। তবে আর আমাদের ভরসা কি? তুইও যেমন, ইঃ...

জটাসুর। পরিহাস নয়। শিব সাধনায় অর্জুন সফল হলে  
ভীষণ বিপদ। চলে আয়।

প্রসন্ন মুখে গৈরিক পরিহিত সশস্ত্র অর্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ ও  
বিপরীত দিকে বনপথ ধরিয়া প্রস্থান। প্রশান্ত বদনে ব্যাস পশ্চাত  
হইতে হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া আপন মনে কহিলেন,

“অবতীর্ণ নর-নারায়ণ”

এবং প্রস্থান করিলেন। বিবল ভীম ও বিমর্ষ দ্রৌপদীর প্রবেশ।  
ভীম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র পথে প্রস্থান করিলেন।  
দ্রৌপদী বসনাঙ্গলে চক্ষু মুছিলেন। অদূরে উর্বশী ও কৃষ্ণের প্রবেশ  
এবং দ্রৌপদীকে দেখাইয়া “ওই” বলিয়াই কৃষ্ণের প্রস্থান।

উর্বশী। প্রদীপ্ত দীপ শিখার স্থায় জ্যোতির্ময়ী। অবসাদের  
কোন লক্ষণই দেখছি না তো। (দ্রৌপদীর দিকে অগ্রসর  
হইয়া) ক্রপদরাজকন্যা।

জ্যোপদী । কে ?

উর্বশী । শুনিয়াছ উর্বশীর নাম ?

জ্যোপদী । তুমিই উর্বশী ? সত্য তুমি অপূর্ব রূপসী ।

উর্বশী । ইন্দ্রাণীর আদেশে আমি এসেছি...

জ্যোপদী । শচী দেবী ? ( উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ) কি আদেশ তাঁর ?

উর্বশী । দেবীর ইচ্ছা, বনবাস কালে ইন্দ্রাণীর অতিথিরূপে তুমি এসো অলকায় ।

জ্যোপদী । ( মূহূহাস্তে ) আমি ?

উর্বশী । এসো দেবী । পুষ্পক দাঁড়িয়ে দ্বারে...

জ্যোপদী । ইন্দ্রাণীকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কোরো  
উর্বশী ! তোমাকেও ধন্যবাদ ।

উর্বশী । অযাচিত স্বর্গবাসের এই অপূর্ব সুযোগ ' তুমি প্রত্যাখ্যান করবে ?

জ্যোপদী । আমার স্বর্গ কোথায় জান উর্বশী ?

উর্বশী । স্বর্গ স্বর্গে ।

জ্যোপদী । চির অনুঢ়া বালা নৃত্যগীতে যাপিছ জীবন,

তুমি কি জানিবে

বিবাহিতা রমণীর কোথায় ত্রিদিব !!

ফিরে যাও দূতী...

ইন্দ্রাণীরে অসংখ্য প্রণাম ।

মোর স্বর্গ পতির চরণে, অলকায় নয় ।

ক্রোপদীর গ্রন্থান। শ্রদ্ধাবনত শিরে উর্কশী গ্রন্থানোদ্ধতা...কৃষ্ণের  
প্রবেশ। উর্কশী বিনীত ভাবে প্রণাম করিল।

কৃষ্ণ। এর পর...

কঠিন স্বধর্ম বালা তোমার সম্মুখে।

মায়া মোহ কাম লালসায়,

অসংযমী তাপসের পতন সাধিয়া,

বহুবার তুমি সাধিয়াছ অশেষ কল্যাণ।

পার্থ যায় হিমালয়ে, শিব সাধনায়...

যাও, ব্যর্থ কর পার্থের সাধনা।

উর্কশী যুক্ত করে প্রণাম করিয়া গ্রন্থান করিল। ভীমের প্রবেশ।

ভীম। অর্থ?

কৃষ্ণ। ভীম!

ভীম। শিব সাধনায় অর্জুনকে হিমালয়ে তুমিই প্রেরণ  
করলে। (কৃষ্ণ সহাস্ত্রে সমর্থন করিলেন) তুমিই উর্কশীকে  
পাঠাচ্ছ...

কৃষ্ণ। তুমিই না বলছিলে আত্মবল দৈববলের চেয়েও  
মহত্তর।

ভীম। শতবার বলি মহত্তর।

কৃষ্ণ। মহত্তর বলেই একমাত্র আত্মবলে সংযমী পুরুষ সিংহ  
দৈববল লভের যোগ্য পাত্র। পরীক্ষা প্রয়োজন।

উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বিপরীত দিকে গ্রন্থান  
করিলেন।

## চতুর্থ দৃশ্য

বৈত বনে মদনমোহনের মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে মদনমোহনের  
প্রস্তর মূর্তি। বৃত্তাকার মন্দির ভিত্তির চতুর্দিকে বৃত্তাকার  
সোপান। কাল অপরায়। সোপানে বসিয়া স্মৃতি গাহিতেছিল।  
দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া বিগ্রহ প্রণামান্তর স্মৃতির নিকটে বসিয়া  
গীত শ্রবণ করিলেন।

মাধব, মিনতি তোমার চরণে।  
তব পদে মতি হে জীবন পতি,  
রাখিয়ো জীবন মরণে।  
অজানা এ পথে চলিতে হে প্রিয়,  
হই যদি পথহারা,  
অন্তরে তুমি বলে দিয়ো, ওগো বলে দিয়ো,  
করিয়ো না তোমাছাড়া।  
ব্যথা দিবে দিয়ো, বইব বুকে,  
আঘাত দাও তা' সহিব স্মৃথে,  
দূর করে' মোরে দিয়োনা হে নাথ,  
বিরাজিয়ো নিদ্ জাগরণে ॥

দ্রৌপদী। মধুর তোর গান...নিবাত কবচ তোর গান শুনে  
নিশ্চয়ই মুক্তি দিতো না।

স্মৃতি। তাই না কি? স্বভাটীকে বনবাস দিয়ে পাটরাণীই  
করে ফেলতো, কি বল।

দ্রৌপদী। মদন মোহনকে ভুলে থাকতে পারতি? যাক, বাবা ঠাকুর কোথায় রে?

স্বৃতি। ধর্মরাজের কুটিরে।

দ্রৌপদী। ওঁর অনুমতি হ'লে আমি মদন মোহনের পায়ে আমার সঙ্কল্প নিবেদন করে ব্রত সাক্ষ্য করবো।

স্বৃতি। তাইতো, তিন দিন উপবাসে রয়েছ, ... আমি ডেকে আনি বাবা ঠাকুরকে। তুমি বোসো। কিন্তু তোমায় একা রেখেই বা যাই কেমন করে!

দ্রৌপদী। একা কেন?

স্বৃতি। মন্দিরে ব্রহ্মচারীরা কেউ যে নাই। সবাই গেছেন ধর্মরাজের আশ্রমে বেদ পাঠ শুনতে। এখানে শুধু তুমি আর আমি, আমি গেলেই একা তুমি।

দ্রৌপদী। আর ইনি?

স্বৃতি। মদন মোহন?

দ্রৌপদী। হ্যাঁ, ওঁর বুঝি চোখ কান নাই?

স্বৃতি। পাষণ বিগ্রহ।

দ্রৌপদী। ওরে বোকা মেয়ে! এই তুমি পূজার থালায় ফুল চন্দন সাজিয়ে নিত্য ওঁর ভজন গাও!

স্বৃতি। না গো না, ভজি বলেই গাই। কিন্তু পাথরের বিগ্রহের প্রাণটাও যে পাথুরে। হুঁচার ডাকে ওঁর ঘুমও ভাঙ্গে না, চোখও খুলে না।

দ্রৌপদী। দুর্দান্ত মায়াবী দানব তোকে অচেতন করে নিয়ে গিয়েছিল বলে বলছিস?

স্মৃতি। বলছি তো।

জ্যোপদী। সসন্মানে ফিরেও তো এলি...

স্মৃতি। নিবাত কবচের কুপায়।

জ্যোপদী। নিবাত কবচের মধ্যেও কুপাময় তিনিই বিরাজ করছেন।

স্মৃতি। নিবাত গুঁর নামও শুনতে পারে না।

জ্যোপদী। তাইতো ক্রোধে অষ্ট প্রহরই খুঁজে বেড়াচ্ছে কে কোথায় নাম করে আর অষ্টপ্রহরই ক্রোধে তাঁকেই স্মরণ করছে। পরম মিত্রকেও ভুলে থাকা যায়, কিন্তু পরম শত্রুকে যে মুহূর্তের জ্ঞাপ্তও ভুলা যায় না।

স্মৃতি। বোসো, আমি আনছি ভেকে বাবা ঠাকুরকে।

প্রস্থান।

জ্যোপদী। প্রিয়তম, তোমার সাফল্য মানস করে আজ আমার ব্রত সাক্ষ হ'বে। মদন মোহনের কুপায় তুমি আসবে ফিরে পাণ্ডপত করে, হে সিদ্ধ তাপস...মদন মোহনের কুপায় পাণ্ডবের এই হুঃখ তুমি মোচন করবে কুরুনাশ করে, বীরোত্তম! ...কেও...কে...কে?

কৃষ্ণ বসনাচ্ছাদিত বর্ণাবৃত সশস্ত্র জটাসুরের প্রবেশ। জ্যোপদী সঙ্কোচে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জটাসুর। দ্রুপদ কণ্ঠা!

জ্যোপদী। আচার্য্যদেব মন্দিরে নাই।

জটাসুর। জানি।



দ্রৌপদী। আপনার প্রয়োজন ?

জটাসুর। তোমাকেই। বহুদিন অপেক্ষায় থেকে আজ সুযোগ মিলেছে। কেউ কাছে নাই। কৃষ্ণ দ্বারকায়।

দ্রৌপদী। তিনি অস্তুৰ্য্যামী। বিপন্নর ডাকে এখনই আসতে পারেন।

জটাসুর। বুজরুকী। মোটেই পারেন না।

দ্রৌপদী। দেবতা, দেবালয়ের মৰ্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এই প্রলাপোক্তি।

জটাসুর। দেবতা, দেবালয় চিরকালই মৌন দর্শক। দেবালয়ের মধ্যেই যত অনাচার। যুগে যুগে দানব বিচূর্ণ করেছে কত দেবালয়, কত সহস্র বিগ্রহ এই ভণ্ডামীকেই দণ্ড দিতে। ওরা কিন্তু কোন দিন একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করেও জানতে দেয় নাই যে কোথাও এতটুকু প্রাণশক্তি ছিল।

দ্রৌপদী। স্নেহাত্ম দেবতা মৌন থেকে ক্ষমা করেন অধম সন্তানকে, অসীম অনুকম্পায়...

জটাসুর। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ...যুক্তি স্থলর। ততোধিক সুন্দর তোমার বলার ভঙ্গী, মধু তোমার কণ্ঠস্বর...

দ্রৌপদী। নরাধম...

জটাসুর। মোটেই নয়। আমার কোন পুরুষেই কেউ নারীর বক্ষে বড় হয় নাই।

দ্রৌপদী। কে তুমি ?

জটাসুর কৃষ্ণ বসনান্ধারন ত্যাগ করিল।

জটাসুর। আমি জটাসুর...

দ্রৌপদী । মায়াবী দানব !

জটাসুর । মায়া বলে ঘেরা মন্দির প্রাক্ষণ...বৃথা কালক্ষয় ।  
আমি এসেছি তোমাকেই নিয়ে যেতে । এবার আর ভুল করবো  
না । বল প্রয়োগ করতে আমাকে বাধ্য কোরোনা, এসো...

দ্রৌপদীর দিকে অগ্রসর হইল ।

দ্রৌপদী । ক্রান্ত হও নীচাশয় । মদন মোহন...

জটাসুর । জড় বিগ্রহ কোনই আপত্তি করবে না ।

ক্ষিপ্তপদে অগ্রসর হইয়া দ্রৌপদীকে ধরিতে হস্ত প্রসারণ করিল ।

দ্রৌপদী ক্ষিপ্ততর পদে বিগ্রহের পশ্চাতে গেলেন ।

দ্রৌপদী । সাবধান, জ্বলে যাবি ।

জটাসুর । হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—জ্বলেনিতো সেই দিন  
হুঃশাসন...কৌরব সভায় । অভিনয় বৃথা নারী, চিংকার নিষ্ফল ।  
কেহ নাই বাধা দিতে...

দ্রৌপদী । আছেন দেবতা ।

বিনিম্র আছেন বিশ্বে অশ্রান্ত পবন ।

হে দেবতা, জাগো জাগো জাগো...

কোথা কৃষ্ণ বিপদ বারণ...

সশঙ্কা দ্রৌপদী বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া ছুটিলেন, জটাসুরও দ্রৌপদীর  
পশ্চাদ্ধাবন করিল ।

জটাসুর । বৃথা শ্রম, বৃথাই রোদন ।

অসার পাষণ কভু সারা নাহি দেয় ।

নাহি প্রাণ শিলা খণ্ডে...

দেখিবে কি ?

ক্ষিপ্ত হস্তে মন্দির মধ্যে রক্ষিত লৌহ দণ্ড লইয়া বিগ্রহ শিরে  
আঘাত করিতে উদ্ধত হইল।

জ্যোপদী। ক্রাস্ত হও...ক্রাস্ত হও...

বিগ্রহেরে করোনা আঘাত...

হান মোর শিরে।

জটাসুর। চেয়ে দাখ,

আঘাতে প্রস্তর খণ্ড চূর্ণ হয়ে যাবে,

প্রতিবাদ করিবে না...চেয়ে দাখ।

বিগ্রহের অঙ্গে পুনঃ পুনঃ আঘাত। ঠিক সেই সময় কৃষ্ণের প্রবেশ  
এবং ক্ষিপ্ত পদে বিগ্রহের পশ্চাতে জ্যোপদীর নিকটে গমন।

জ্যোপদী। উঃ... উঃ...ক্রাস্ত হও...ক্রাস্ত হও...

উপবাসক্লিষ্টা জ্যোপদী সইস্বাহীনা হইয়া পড়িলেন। তৎপূর্বেই  
জটাসুরের অলক্ষ্যে কৃষ্ণ জ্যোপদীর পশ্চাত হইতে তাঁহাকে বন্ধে  
ধারণ করিলেন। জটাসুরের ক্রক্ষেপে নাই। আঘাতে বিগ্রহ  
অটল অভয় দেখিয়া ক্ষিপ্তবৎ পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল।

জটাসুর। চূর্ণ করবোই। জ্যোপদীকে দেখাবই, বিগ্রহ বিগ্রহ

শুধু। দেবতা কোথাও নাই।

ছুটিতে ছুটিতে শ্বতি ও তৎপশ্চাত ভীমের প্রবেশ।

শ্বতি। ওই...ওই...জটাসুর।

ভীম। ই থাক...না থাক দেবতা, আছে বৃকোদর।

ক্রুদ্ধ ভীম একদিকের সোপানে উঠিতেই জটাসুর অপর দিকের  
সোপানে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়া পলায়ন করিবার পূর্বেই ভীম  
সবলে উহার কেশাকর্ষণ ও ভূপাতিত করিয়া দুষ্টাঘাত করিলেন।

জটাসুর। ওঃ...ওঃ... ওঃ...ওঃ...ও (মৃত্যু)

ভীম। (সরোষে তখনও পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া) না  
থাক দেবতা...আছে বৃকোদর।

জ্যোপদী সহ কৃষ্ণ তখন মন্দিরাভ্যন্তর হইতে প্রাঙ্গণে নামিয়া  
আসিয়াছেন। স্বস্তি বারংবার মদনমোহনের উদ্দেশ্যে সোপানে  
মস্তকাবনত করিয়া প্রণাম করিতেছিল।

### পঞ্চম দৃশ্য

হিমালয় নিয়ে কিরাত পল্লী। কাল শিব রাত্রির সন্ধ্যা। কিরাত  
কিরাতীগণ মাদলাদি বাজাইয়া উল্লাসে নৃত্যগীত করিতেছিল।

কণ্ঠ, মাদল, কঁাসর, বাঁশীর, ঐক্যমাদ ও নৃত্য।

কিরাতীগণ (কণ্ঠে) ...উল্লু...লুলুলু উল্লু লুলুলু লু।

কিরাতগণ (মাদলে)...ধম্ ধম্ ধম্ ধম্ ধমা ধম্ ধম্।

" (বাঁশীতে)...হরর্ হরর্ হরর্ হরর্ হরর্।

" (কঁাসরে)...ঝন্ ঝন্ ঝন্

সমবেত কণ্ঠে ...বোম্ ভোলানাথ বোম্ ভোলানাথ বোম্।

কিরাতীগণ (কণ্ঠে) ...শিবের জাগন জাগবি করে?

কিরাতগণ (কণ্ঠে) ...বাবার নাচন দেখবি যেরে...

(প্রথম পাঁচ লাইন পুনরাবৃত্তি)

কিরাতীগণ (কণ্ঠে) ...আসবে বাবা নিঝুম রাতে, জেগে থাক।

কিরাতগণ (কণ্ঠে) ...বেল পাতা জল বন ধুতুরা, তুলে রাখ।

(প্রথম পাঁচ লাইন পুনরাবৃত্তি)

নৃত্যগীতবত কিরাত কিরাতীগণের গ্রন্থান। সতুন গাণ্ডীব পৃষ্ঠে  
তাপস বেশে অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। বারংবার এই পার্শ্বত্যা পল্লী প্রদক্ষিণ করে এই একই  
স্থানে ফিরে আসছি। কেটে গেল দ্বাদশ দিবস, দ্বাদশ রজনী।  
কোথা পথ? কোন্ পথে করি আরোহণ?

কিরাতী বেশে উর্বশীর প্রবেশ।

উর্বশী। কিগো? আবার? ক'দিন থেকে কে তুমি বারবার  
এই কিরাত পল্লীর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ? কি চাও? কি মতলব?  
পরেছো গৈরিক, ধনুর্কবাণও ছাড়োনি...কে তুমি?

অর্জুন। প্রতিবারই তো বলেছি দেবী...

উর্বশী। কিরাতী বল।

অর্জুন। আমি এক সর্বস্বাস্ত্র নর।

তপস্তায় তুমি মনোহর

জানো কৈলাসের পথ

উর্বশী। সর্বনাশ! সেখানে কি মানুষ যায়? চারিদিকে  
ধূ ধূ ধূ...তুবারের স্বপ্ন। ভূত প্রেত নাগিনী যোগিনী সেথা  
নাচে তাই তাই...

অর্জুন। জানি...জানো পথ?

উর্বশী। পারবে না পথ বা'র করতে। পারবে না ও পথে  
চ'লতে। কত মুনি ঋষিই দেখলাম উঠে হটে ফিরে যেতে।  
তুমি...না হয় পরেইছো গৈরিক, মুখ ধানাতো আর লুকাতে  
পারোনি। পারবে না...ও সব মতলব ছাড়ো। তার চেয়ে  
এসো কিরাত পল্লীতে বিজ্ঞান করে ঠাণ্ডা হও।

অৰ্জুন । আমি ?

উৰ্বশী । হ্যাঁগো তুমি । এসো ।...শত্রু তোমায় নির্ধন করে থাকে, কি যায় আসে, আমি দিব অতুল ঐশ্বর্য । রাজ্য নাই... বসন্ত শোভায় সাজাইয়া দিব এই অসীম দিগন্তব্যাপী পার্বত্য প্রদেশ । শ্রদ্ধাভরে সেবিব চরণ ।

অৰ্জুন । ( অবজায় হাসিয়া ) কিরাতিনী !

উৰ্বশী । আজ শিবরাত্রি । কিরাত পাড়ায় আজ শিবের জাগন । সারা রাত নাচ গান । সারা রাত উপোস করে উৎসব... চিত্ত বিনোদন...এসো ।

### নৃত্য গীত

এসো, তরুণ তাপস, হে প্রিয় অতিথি,

এসো ফিরে, এসো ফিরে ।

আমি সারা নিশি জাগি,' প্রিয় তব লাগি'

ডাকিব গো ধূৰ্জটীরে

অশিব নাশিতে নেমে আসে শিব, আজ রাতে ।

চরণ পূজিতে জেগে থাকে জীব, ফুল হাতে ।

যদি নিদ্ লাগে সে আসার আগে .

রাখিব ধরিয়া পিনাকিরে ।

এসো ফিরে ঘরে...এসো ফিরে ।

উৰ্বশীর নৃত্যগীত শেষ হইবার পূর্বেই উদাসীন অৰ্জুন প্রস্থান করিলেন । উৰ্বশীও যত্নহাস্তে অৰ্জুনের পশ্চাদাহ্বগমন করিল ।

## দৃশ্যাস্তর

দিগন্ত বিস্তৃত তুষারাবৃত আকাশম্পর্শি হিমালয়। অত্যাচ্চ শৃঙ্গসমূহ  
হইতে গলিত তুষার স্রোত নিম্নাভিমুখে পতিত হইতেছে,  
কোথাওবা পার্শ্বতঃ স্রোতধারা সশব্দে প্রবাহিতা। অন্তরীক্ষে  
দূরাগত গভীর ঠুকার নাদ থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।  
পথান্তেষণরত অর্জুন প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামে বিহ্বল ভাবে  
চাহিয়া রহিলেন।

অর্জুন। অপরূপ রূপ, অপূর্ব সুন্দর !

ধবল তুষার স্নাত গরিমাবৃত মৌন হিমাচল।

হে অখণ্ড বিরাট গিরি, হে ছর্ব্বার,

লহ নমস্কার।

পদপ্রান্তে লুটায় নিঃশঙ্কা মুক্তা বিরাট ভারত,

তব স্নেহরসে সিক্ত বক্ষ, শ্যামলা সুফলা ;

তোমারই বিরাট রূপের প্রতিবিশ্ব বুদ্ধে,

ভারত সীমান্তে,

উচ্ছ্বসিত অসীম জলধি, অসীম শ্রদ্ধায়

আপনারে রিক্ত করি' নিত্য নব মণি মুকুতায়

তোমার অর্চনা করে।

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল ত্রিলোকের এইতো মিলন।

চ'ল... উর্দ্ধে... স্বর্গ বৈকুণ্ঠ কৈলাস,

ভূমি... মধ্যে... মর্ত্য,

পারোনি। অধে... বিস্তীর্ণ জলধি গর্ভে রসাতল।

এমো কিরাত কাটিয়াছে কত যুগ,

তুমি রহিয়াছ স্থির, অচঞ্চল, অনবনমিত ।  
কালের করাল স্পর্শে হও নাই স্নান ।  
হে অটল, হে পবিত্র গৌরব সম্ভার,  
লহ শ্রদ্ধা, লহ নমস্কার ।

অর্জুন শির নত করিয়া প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই দেখিলেন  
সম্মুখেই অদূরে দ্রৌপদী দাঁড়াইয়া আছেন ।

দ্রৌপদী । পার্থ, প্রিয়তম !

অর্জুন । একি কৃষ্ণা, তুমি !!!

দ্রৌপদী । ফিরে চল ।

যেতে নাহি দিব,  
স্বাপদ সঙ্কুল ওই হৃগম শিখরে ।

অর্জুন । কৃষ্ণা তুমি...কিস্বা মায়া ?

দ্রৌপদী । ফিরে চল ।

অর্জুন । ফিরে যাবো ?

এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করি'  
এসেছো পাঞ্চালী আমারে ফিরায়ে নিতে ?

দ্রৌপদী । জীবনে কখনও নাথ রূঢ় বাণী কহিবনা আর ।  
জানা'বনা ব্যথার বারতা ।

ফিরে চল,  
অশৈথল্য গেছে বাক, হৃৎ নাই ।

শুধু তুমিও যেয়োনা নাথ আমারে ভাজিয়া ।

( অশ্রু যোচন )



অৰ্জুন । একি বিড়ম্বনা ।

অশ্রুধারে নির্বাপিতে এলে পথের প্রদীপ ?

আমি যে তাপস, অটল সঙ্কল্প মোর ।

এই অভিযান—তোমারই কারণ...

এলে তুমি হ'তে অন্তরায় !!

জ্যোপদী । হয়োনা নির্মম ।

অতীত ডুবিয়া যাক ।

এসো মোরা দুঃজনায় বনপ্রান্তে গড়িব কুটির,

রচিব নবীন স্বর্গ...

ভূলে যা'ব অতীত জীবন দুঃস্বপ্ন সমান ।

বশুন্ধরা ভূলে যাবে পার্থ-পাঞ্চালীয়ে ।

ফিরে চল ।

অৰ্জুন । বশুন্ধরা ভূলে যাক ।

পাঞ্চালীও ভূলে যাক অতীত জীবন ।

কেমনে ভুলিব আমি

বেদনার অশ্রুধারে দৃষ্টিহারী জননী আমার

পুত্রের কল্যাণে কঁাদে অবিরাম ।

কেমনে ভুলিব আমি,

মানব কল্যাণে

দেবোপম অগ্রজ আমার সত্যপণে পরেছে বঙ্কল ।

বিশ্বপতি কেশব কাতর,

বশুমতী কঁাদে অসহায় ।

ভূলে যাব, ফিরে যাব...কতু নয় ।

তুমি কৃষ্ণা কিম্বা প্রাহেলিকা ?

কায়ী কিম্বা মায়াময় ছায়া ?

ত্রোপদীকে স্পর্শাহুভব করিয়া পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেই  
ত্রোপদীর মূর্তি অদৃশ্য হইল এবং তৎপরিবর্তে মহামায়া জ্যোতির্ময়ী  
মূর্তিতে সহাস্তে কহিলেন—

“ধন্য ধনঞ্জয় ।

আমি জগন্মাতা, দিলাম অভয় ।

অগ্রসর হও ।

সম্মুখে তোমার হের পার্শ্ব দিব্য পথরেখা ।”

মহামায়ার অন্তর্দ্বান । হিমালয় গাজে একটি দীপ্ত পথরেখা দৃষ্ট  
হইল এবং চরাচর প্রতিধ্বনিত করিয়া ঠুকার নাদ শ্রুত হইল ।  
বিস্ময়াভিভূত অর্জুন উর্দ্ধমুখী পথের দিকে চাহিতেই দেখিলেন  
উর্ধ্বে কৃষ্ণ সহাস্তে হস্ত সঙ্কেতে অর্জুনকে অগ্রসর হইতে ইদ্রিত  
করিতেছেন । “কেশব” বলিয়া অর্জুন অগ্রসর হইতেই কৃষ্ণমূর্তি  
অদৃশ্য হইল । অন্তরীকে দিব্যান্ধনাগণ সমবেত কণ্ঠে অভিনন্দন  
জ্ঞাপন করিলেন...

“স্বাগতম, হে প্রাচীনতম ঋষি নর,

স্বাগতম ! ওঁ ॥”

উল্লাসে অর্জুন পর্ত্তারোহণ করিতে করিতে প্রকাপূর্ণ কণ্ঠে বন্দনা  
করিলেন—

• “বন্দে সূর্য্যামশাক বহ্নি নয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং

বন্দে ভক্তজনপ্রিয়ং বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম ॥”

পর্তুত নিয়ে উর্দ্ধশী প্রবেশ করিয়া অর্জুনের অঙ্গসংগ করিল ।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

ব্রহ্মলোকে অশোক কানন । দূরে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল বিশ্ব-  
শিল্পী বিশ্বকর্মার বিরাট শিল্পাগার । কাল প্রভাষ । লোক-  
পিতামহ ব্রহ্মা অশোক কাননে পরিভ্রমণ রত । একটি বৃক্ষ  
মূলে বেদীর উপর বসিয়া বীণাপাণি বীণা বাজাইতেছেন...নেপথ্যে  
কষ্ট কণ্ঠে নিবাত কহিলেন, “কোথায় পিতামহ, ছাড়ো পথ ।” ..  
নিবাতের চিৎকারে বীণ উচ্ছৃঙ্খল ব্রহ্মারের পর থামিয়া গেল ।  
ব্রহ্মা বীণাপাণি পলায়ন করিলেন । ব্রহ্মা কাননাভ্যন্তর হইতে  
সম্মুখ ভাগে আসিলেন । কষ্ট নিবাত কবচ প্রবেশ করিলেন ।

নিবাত । কোথায় পিতামহ !!

ব্রহ্মা । নিবাত কবচ !

নিবাত । ( অভিবাদনাস্তর ) পিতামহ,

ফিরাইয়া লহ তব বর...

প্রসাদের ছলে চাহি নাই প্রতারণা ।

ব্রহ্মা । প্রকৃতিস্থ হও দৈত্যরাজ ।

ধীর ভাবে কহ কি কহিতে চাও ।

অশোকমূলে বেদীর উপর উপবেশন করিয়া ব্রহ্মা নিবাতকেও  
বসিতে ইঙ্গিত করিলেন ।

নিবাত । যুগব্যাপী অনশনে, অনলে সলিলে,

উর্দ্ধবাহু মৌনবাক,

অবিরাম করিলাম উগ্র তপাচার,  
তোমারি প্রসাদে তাতঃ হইতে অমর,  
গড়িতে দানব জাতি দেবতার চেয়ে মহত্তর ।  
দিয়া বর—

সংগোপনে তুমি গড়িয়াছ নর...

ব্রহ্মা । তব তপাচারে তুষ্ট আমি  
অকাতরে বর দান করিয়াছি ।

নিবাত । কিন্তু কবে তুমি শাস্তি দান করিয়াছ  
প্রবঞ্চক দেবতারে ?  
সমগ্রমে দেবতা দানব  
করিয়াছে সমুদ্র মন্থন ।  
মথিত অমৃত পাত্র করিয়া হরণ নিজে নারায়ণ  
দেবগণে সম্পূর্ণ বাটিয়া  
দানবেরে প্রবঞ্চিয়া, করে নাই অবিচার ?

ব্রহ্মা । প্রতিশোধ তার  
নিয়াছে দানব বারংবার ।

নিবাত । কশ্যপনন্দন হুই ভাই আদিত্য ও দম্বু ।  
ঊহাদেরই বংশধর...দেবতা দানব ।  
তুমি পিতামহ অন্ধেয় সবার ।  
কোন্ অপরাধে  
অব্যাহত রাখিয়াছ দানব সংহার  
ভ্রাতা দেবতার হাতে,  
দেবতারে করিয়া অমর ?

ব্রহ্মা । প্রবল দানব হস্তে পরাস্ত দেবতা  
 বহুবার আহত শার্দূল সম,  
 আপন অঙ্গের ক্ষত হেরিয়াছে সজ্জল নয়নে ।  
 দীর্ঘস্থাসে নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া  
 করিয়াছে অশেষ প্রয়াস আত্মবিনাশের ।  
 মরিতে পারে নাই দৈববলে অমর বলিয়া ।  
 ইতিহাসে তারা বেঁচে নাই  
 দেবতার অযোগ্য বলিয়া ।

নিবাত । যুগে যুগে তাপস দানব যতবার চাহিয়াছে  
 এই অসমতা করিতে মোচন,  
 নিজে নারায়ণ নর্তকীর রূপে  
 নৃত্যগীতে কামোদ্ভেদে যান্ত্রিকের পতন সাধিয়া  
 যোগ যাগ পণ্ড করে নাই ?  
 নিজে তুমি  
 তিলে তিলে তিলোত্তমা করিয়া সৃজন  
 পক্ষপাত কর নাই ?  
 কেন ? দানবের কোন্ অপরাধে  
 দেবতার প্রতারণা কর সমর্থন ?

ব্রহ্মা । পক্ষপাত করি নাই—  
 সমর্থনও করিনা ছলন  
 দেবতা দানব নর  
 যোগ পথে যেই চাহে দৈববর,  
 নৈতিক চরিত্রে যোগী যোগ্য কিম্বা নর

ইহার পরীক্ষা হয় ইন্দ্রিয় পীড়নে ।

তুষ্ট তপে আমি,

“দেবের অবধ্য” বরে তোমাতে নিবাত

করলাম শঙ্কাহীন,

তুমি কিন্তু অহংকারে, নিঃশঙ্ক বিলাসে

অব্যাহত রাখিয়াছ বিবাদ বিনাশ ।

নিবাত । আমি ভাবি নাই

“দেবের অবধ্য” বরে পরিতুষ্ট করিয়া আমারে

অন্তুরালে লিখিয়াছ অলঙ্ঘ্য নিয়তি,...

“নর হস্তে নিবাত নিধন ।”

বুঝি নাই বরচ্ছলে দিয়া অভিশাপ

পুনরায় দানবেরে করিবে বঞ্চিত ।

ব্রহ্মা । বীৰ্য্য বলে নরে বধি’ নিষ্কটক কর আপনারে ।

অকাতরে বর দান করি যোগ্য তাপসেরে ।

দৈবশক্তি অপব্যয় করে নাই যারা,

অবিনশ্বর তারা ।

ভোগ স্বার্থ ঈর্ষা গর্বে, দৈববল করিয়া সম্বল

দেবতা দানব দল

ক্লুপ করিয়াছে সাম্য শাস্তি সুশৃঙ্খলা ।

সৃষ্টি সংরক্ষণে, তাই আমি গড়িয়াছি নর ।

নিবাত । (কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিয়া) পিতামহ,

আমি জানি, বিশ্বকর্মা গড়িয়াছে,

পুষ্পক সমান ব্যোমধান ।

আমার প্রার্থনা,  
 নিরপেক্ষ মনে দিবে মোরে ?  
 ব্রহ্মা । (মুহূ হস্ত করিয়া) বিশ্বকর্মা ।  
 নীরবে শিল্পী বিশ্বকর্মার প্রবেশ

ব্যোমযান গড়িয়াছ ?  
 বিশ্বকর্মা । গড়িয়াছি প্রভু ।  
 ব্রহ্মা । নিবাত কবচ চাহে । দাও ।  
 বিশ্বকর্মা । আসুন দানবপতি ।

ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া বিশ্বকর্মার সহিত নিবাতের প্রস্থান ।  
 ব্রহ্মা । না চাহিতে সন্তানেরে চিরকাল করি দান ।  
 সন্তানের সকল আকাজক্ষা অকাতরে করিয়া পূরণ,  
 মিটল না একটি আকাজক্ষা মোর !  
 শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা...  
 “সর্বদেহে জীবনের অখণ্ড একত্ব বোধে  
 ভাত্ স্নেহ,”...  
 এই একটি আকাজক্ষা মোর কেহ মিটা’ল না !!

ব্যস্ত ভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ ও অভিবাদন ।

ইন্দ্র । পিতামহ !  
 ব্রহ্মা । দেবরাজ !  
 ইন্দ্র । নিবাতেরে দিলে ব্যোমযান !!!  
 ব্রহ্মা । নিবাত চাহিল ।

- ইন্দ্র । পিতামহ,  
তব বরে দেবতার অবধ্য নিবাত ।  
তারি ফলে চলিয়াছে দেবলোকে অবাধ পীড়ন ।
- ব্রহ্মা । বহু পূর্বে তার দেবতারা হয়েছে অমর ।
- ইন্দ্র । দানব প্রবল ।
- ব্রহ্মা । দেবতারা কেন দুর্বল ?
- ইন্দ্র । নিবাত নিশ্চয় ।
- ব্রহ্মা । দধিচীর অস্থি দিয়া গড়া তোমার বজ্রাস্ত্র,  
বরুণের পাশ, যমদণ্ড, কুবেরের গদা,  
সেনাপতি ষড়ানন করে শক্তি,  
অষ্টবসু, সম্বরাদি চারি মেঘ,  
দেবতা তেত্রিশ কোটি...  
নহে নব কিশলয় !  
একক নিবাত এত ভয়ঙ্কর ?
- ইন্দ্র । পুষ্পক আশ্রয়ে শূন্যপথে করিয়াছি তাহারে দমন ।  
পিতামহ, সেও যদি ব্যোমপথে করে আক্রমণ,  
দেবলোক ধ্বংস হয়ে যাবে ।
- ব্রহ্মা । দেবরাজ, সৃষ্টি মোর কাজ ।  
সৃষ্টি রক্ষার দায়িত্ব তোমার ।
- ইন্দ্র । সত্য পিতামহ ।  
কিন্তু দুর্দমনীয় দানব নিবাত তব বরে ।
- ব্রহ্মা । দেবতারই বংশধর তারা  
হয়েছে দানব, দেবতারই অবিচারে ।



অলস বিলাসী ভোগী সেচ্ছাচারী দেবতার হীনাদর্শে  
গঠিত-জীবন জীবকুল স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে ।

অত্যাচারে মর্ন্মাহত যারা বিশ্বময় জাগিয়াছে তারা ।

বিদ্রোহীর নির্যাতনে কাঁদে বশুন্ধরা ।

কাঁদে পুত্রহারা, পতিহারা, সর্বহারা সতী ।

দবরাজ, তারাও তো আমারই সন্তান ।

সুশাসনে লোক রক্ষা কর ।

নাহি পার,

যাক, ধ্বংস হয়ে যাক !

ধ্বংসের বিলাসী যারা,

দ্বন্দ্বে ঘেঁষে উন্মাদ যাহারা

তারা ধ্বংস হ'লে... আক্ষেপ কিসের ।

ইন্দ্র । পিতামহ, স্থির হও, শাস্ত হও ।

(পদতলে পতিত হইয়া) স্নেহগুণে ক্ষমা কর ।

ব্রহ্মা । ( ধ্যানস্থভাবে ) আমার সৃজন শক্তি সমাহিত করি'

বহু যত্নে বহু আকাঙ্ক্ষায় গড়িয়াছি আদর্শ জীবন ।

ভিন্ন দেহে অভেদাত্মা পঞ্চ ভ্রাতা,

বীর ধীর জ্ঞানী কর্ম্মি ধার্মিক পাণ্ডব ।

ভাতৃস্নেহে তারা পঞ্চজন

নাহি ডরে শত ইন্দ্র সহস্র নিবাতে !

অভিভূতভাবে ব্রহ্মা ও বিপরীত দিকে নত শিরে ইন্দ্র গ্রন্থান  
করিলেন ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

নিবাত কবচের প্রাসাদে অভ্যর্থনা কক্ষ। কাল প্রাহ্ন। রত্নালঙ্কারা  
মহারাজী দ্বতাচী গবাক্ষ পথে দানবপতির অভ্যর্থনার সমারোহ  
দেখিতেছিলেন। নেপথ্যে বাদকগণ সন্ধান সূচক বাত্যানাদ ও  
সমবেত কণ্ঠে প্রজাসাধারণ জয়ধ্বনি করিতেছিল—

“জয়, দানব সম্রাট নিবাত কবচের জয়।”

দ্বতাচী। মহারাজ ফিরে এলেন পুনরায় স্বর্গ বিধ্বস্ত করে।  
দেবতা দানবে, আবার সমরানল জ্বলে উঠলো। ভাতৃবিরোধের  
এই অশ্রান্ত বিদ্রোহানল কবে তুমি নির্বাপণ করবে নারায়ণ!

বিজয় গর্কে উন্নতশির নিবাত কবচ সহাস্ত্রে প্রবেশ করিলেন।  
দ্বতাচী অন্ধভাবে প্রণতা হইলেন। নিবাত সপ্রেমে দ্বতাচীকে  
বক্ষে ধারণ করিলেন।

দ্বতাচী। কুশল প্রভু!!

নিবাত। (সহাস্ত্রে নীরবে সমর্থন প্রকাশ করিয়া) লোক  
পিতামহ ব্রহ্মার কৃপায় আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পুষ্পক সমান  
ব্যোমযান পেয়েছি দ্বতাচী।

দ্বতাচী। (শিহরিয়া) ব্যোমযান!!

নিবাত। (দ্বতাচীকে ছাড়িয়া দিয়া) শিউরে উঠলে যে!

দ্বতাচী। মনে পড়ে রুষ্ট মেঘনাদের শেলবর্ষণ,...মহাব্যোম  
হ’তে সে কি অবাধ ধ্বংস লীলা!

নিবাত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...বিষ্ণু বিদ্রোহী দশানন পুত্র বীর  
মেঘনাদের সে এক অপূর্ব সময়...দানব শক্তির অপূর্ব পরিচয়।  
(দ্বতাচীকে পুনরায় বাহুবেষ্টনাবদ্ধ করিয়া) এইবার...

মেঘনাদ সম মহাবোম হ'তে  
 তরলাগ্নিধারা করিব বর্ষণ  
 বিনাশিতে বনবাসী নর নারায়ণ ।

স্বতাচী । বনবাসে বিব্রত বিপন্ন তাঁহারা ।

এ সময়...

নিবাত । এই তো সময় ।

শক্র শক্র...স্নেহাস্পদ নয় ।

স্বতাচীসহ প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রস্থানোচ্ছত...উগ্রনাদের প্রবেশ ও  
 অভিবাদন । নিবাত স্বতাচীকে বাহবেষ্টনমুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসু  
 নয়নে উগ্রনাদের দিকে তাকাইলেন ।

উগ্রনাদ । মহারাজ, হত জটাসুর...এঃ...

নিবাত । হত জটাসুর!! কে করিল বধ ?

উগ্রনাদ । বুকোদর ।

নিবাত । বুকোদর!...উত্তম । আমি নিজে যাব...কর

আয়োজন । ( প্রস্থানোচ্ছত ও ফিরিয়া ) আর অর্জুন ? পটাসুর ?

উগ্রনাদ । পটাসুর গেছে হিমালয়ে, তপস্তায় বাধা দিতে ।

নিবাত । হুঁ !

উগ্রনাদ । উত্তর কৈলাসে দানব মৈনাকপতি সাহায্য করবে  
 পটাসুরকে । পারবে না ওরা একক অর্জুনকে হিমালয় থেকে  
 হটিয়ে দিতে ? পারবে না ওই নরের টুটী চেপে ধরে...হেঃ...

নিবাত । কিন্তু সাবধান, দানবের কলঙ্ক চাহি না ।

দেবতার প্রচলিত প্রথা,

প্রতারণা, গুপ্তহত্যা, কামোন্মাদনা...

এই সব ঘণ্য পথে নয়।

প্রস্থান

উগ্রনাদ। হে: হে: হে:...

প্রতারণা...প্রতারণা করে যারা কাপুরুষ।

দানব ঘাতক ছুরি মারে বুকে।

নাচে গায় আত্মহারা হয়ে...

হে: হে: হে:...

শিল্পী ময় কয় অর্জুন অপরাধেয়।

হে:...রাজ্যহারা কেন? বনবাসী কেন?

বৈরাগীর ভেক কেন?

পঞ্চবীরের মাতা সূতা কাটে...

পঞ্চপতির পত্নী কাঠ কুড়ায়...কেন? কেন?

হে: ...

প্রস্থান

স্বতাচী এতক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্না ছিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

স্বতাচী। বিপদ বারণ কৃষ্ণ, করুণায় তুমি মায়াবী জটাসুরের করাল কবল থেকে বিপন্ন সতীর মর্যাদা রক্ষা করেছো। (সম্পূর্ণ বক্ষ বসনাস্তুরাল হইতে কণ্ঠহার সংলগ্ন মণিময় ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিগ্রহ বাহির করিয়া প্রক্ষা জ্ঞাপন করিয়া) ভক্তবৎসল দেবতা, কি অপরিমেয় স্নেহ-মধুর হাসি তোমার মুখে, কি অসীম শক্তি তোমার হৃদে চক্ষে ॥ সর্বশক্তিমান, বনবাসী পাণ্ডবকে তুমিই রক্ষা করো।

প্রাসাদ অভ্যন্তর হইতে গবাক্ষ পথে নিবাত কবচ ঘৃতাচীর কণ্ঠহার  
সংলগ্ন কৃষ্ণ বিগ্রহ দেখিলেন, প্রার্থনাও শুনিলেন। এইবার অসহিষ্ণু  
পদে ঘৃতাচীর নিকটস্থ হইলেন। ঘৃতাচী আতঙ্কে বিবর্ণ মুখে  
কৃষ্ণ বিগ্রহ বগনাভ্যন্তরে লুকাইলেন।

নিবাত। চমৎকার !!!

ঘৃতাচী। তুমি !!!

নিবাত। আমি। কতদিন থেকে ওই ঘৃণ্য বিগ্রহ সংগোপনে  
বক্ষে বয়ে বেড়াচ্ছ ? কুণ্ডা কেন ? উত্তর দাও।

ঘৃতাচী। স্বামী !

নিবাত। উত্তর "দাও...কতদিন?...আমি তোমার স্বামী  
সন্তেও...

ঘৃতাচী। বৈকুণ্ঠপতির বিরুদ্ধে তোমার বিদ্বেষ...

নিবাত। হ্যাঁ, আমার বিদ্বেষ, সমগ্র দানবজাতির বিদ্বেষ  
জেনেও...

ঘৃতাচী। উত্তরাধিকার সূত্রে এই বিদ্বেষ পোষণ করে অনন্ত  
বিবাদ বিপ্লবে দানবজাতির কল্যাণই কি হয়েছে প্রভু !

নিবাত। অকারণ অকল্যাণও কমে নাই। কপট বৈকুণ্ঠপতি  
বিষ্ণু প্রতারণায় দানবকে বঞ্চিত করে, সমুদ্র মন্থনলব্ধ অমৃত  
সমস্তটাই দেবতাদের দিয়ে তাদের অমর করেছেন...অপরাধেয়  
করতে পারেন নাই।

ঘৃতাচী। সেই অপরাধে দেবতারা লাঞ্ছনাও কম পান নাই।

নিবাত। শ্রাব্য ভাগে অকারণ বঞ্চিত হ'বার সেই দিন থেকে  
দানব—দানব। দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী।

হুতাচী। কিন্তু...

নিবাত। কোনও কিন্তু নাই। সেই দিন থেকে জলে মর্ম্যদাহী প্রতিহিংসানল...জেনেও তুমি বৈষ্ণব !! নরপশুরূপে শাগিত নখবে বক্ষ বিদীর্ণ করে' পিতামহ হিরণ্যকশিপু বধ, বর্ষর বানর সঙ্গী নর রামরূপে রাবণ নিধন; আমার সুদীর্ঘ তপস্যায় ভীতার্ঘ্য ব্রহ্মার বরচ্ছলে অভিষাপ—"নর হস্তে নিবাত নিধন"...জেনেও তুমি...তুমি দানব কন্যা, দানব মহিষী লম্পট নরের মূর্তি পূজারিণী !!!

হুতাচী নীরবে শির নত করিয়া রহিলেন। নিবাত কক্ষ মধ্যে কিয়ৎক্ষণ অসহিষ্ণু পদে পরিক্রমণ করিয়া আত্মবিস্মৃত ভাবে কহিলেন,

অভিষাপ

কার অভিষাপে শিরায় শিরায় শোণিত প্রবাহে বহে  
অনন্ত এ অন্তর্দাহ !

উন্মাদ নর্ভনে তার শুনি দিবস রজনী

অবিশ্রান্ত পদধ্বনি

প্রবঞ্চিত পিতৃপুরুষের।

অন্তর্গর্হে অন্তরঙ্গ স্মৃতি তুর্য্যনাদে যেন কয়...

হিরণ্যকশিপু আমি,

আমিই রাবণ,

অসমাপ্ত বৈষ্ণব বিনাশ ত্রতে অতৃপ্ত বরশা করে

উত্তরাধিকারী আমি নিবাত কবচ,

স্নেহ প্রেম ব্রহ্মা শূণ্য প্রচণ্ড দানব।

স্বতাচী। ( সভয়ে ) মহারাজ ..

নিবাত। ( পরুষ কণ্ঠে ) উগ্রনাদ !

ব্যস্ত ভাবে উগ্রনাদের প্রবেশ ও অভিবাদন।

উগ্রনাদ। মহারাজ !

নিবাত। রাজ্যময় দামামা ধ্বনিতে প্রচার কর—কৃষ্ণ বিগ্রহের  
পূজা অপরাধ, কঠোর দণ্ডে দণ্ডনীয়।

প্রহ্মানোত্ত

উগ্রনাদ। হেঃ...দানবারি কৃষ্ণ পূজা...হেঃ...

নিবাত। ( ফিরিয়া ) প্রচার কর, অবিলম্বে সমস্ত কৃষ্ণ বিগ্রহ  
চূর্ণ করে প্রকাশ্যে বধ্য ভূমিতে দগ্ধ করতে হবে। আমার আদেশ।

উগ্রনাদ। ব্যবস্থা করছি মহারাজ। হেঃ...কৃষ্ণের শব...  
বিরাট চিতা...হেঃ...হেঃ হেঃ হেঃ...

প্রহ্মান

নিবাত। দানব কুল গৌরব পিতামহ হিরণ্যকশিপুর নামে  
প্রতিজ্ঞা কর মহারাজী, এই আদেশ প্রত্যক্ষরে পালন করবে।

স্বতাচী। মহারাজ !

নিবাত। তোমার ওই কৃষ্ণ বিগ্রহ আমার সম্মুখে...না,  
প্রকাশ্যে প্রজ্ঞা সাধারণের সম্মুখে পদাঘাতে চূর্ণ কর, এই দণ্ডে।  
( নেপথ্যে বহু দামামা ধ্বনি ) রাজ্যময় ওই দামামা নিনাদে  
আমার যে আদেশ প্রচারিত হচ্ছে, তোমাকেও তা' প্রত্যক্ষরে  
পালন করতে হ'বে, নতুবা কঠোরতম দণ্ড।

স্বতাচী। ( দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ) দানবপতির এই আদেশ  
অমান্য করার যে দণ্ড তাও প্রচার করুন মহারাজ।

নিবাত । প্রাণদণ্ড ।

স্বতাচী । আমি প্রস্তুত ।

নিবাত । আদেশ পালন কর স্বতাচী

স্বতাচী । ক্ষমা করবেন মহারাজ, পারবোনা ।

নিবাত । পারবে না !!!

স্বতাচী । না ।

নিবাত । না...উত্তম...

সরোষে করতালি...সশব্দ রক্ষিনীষয়ের প্রবেশ

নিয়ে যাও কারাগারে ।

চিন্তা কর সপ্তদিন...

সপ্তাহের পর,

হয় তুমি পদাঘাতে কৃষ্ণ মূর্ত্তি করিবে দলিত,

নতুবা কৃষ্ণারি দানব

দ্বিখণ্ডিত স্বতাচীর শব

করিবে নিক্ষেপ বৈকুণ্ঠে দ্বারকায় ।

নিয়ে যাও ।

কিংকর্তব্য বিমূঢ়া রক্ষিনীষয় ইতস্ততঃ করিতেছিল । স্বতাচী মুহূর্ত্ত কাল অপলক দৃষ্টিতে নিবাতের দিকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া রক্ষিনীষয়কে কহিলেন, “চল ।”

রক্ষিনীষয় ভীতা ভাবে স্বতাচীর উভয় পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল ।

“মা মা” ডাকিতে ডাকিতে স্বতী বলিষ্ঠ দেহ যুবক যুবরাজ নয়ন প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে কহি

নয়ন । এ কি !!!...মা !



নিবাত । নিয়ে যাও...

নয়ন । দাঁড়াও । আমি জানতে চাই পিতা...

স্বতী । নয়ন, তোমার পিতা অন্ধেয় । একচ্ছত্র দানব  
সত্রাট মাননীয় । চল রক্ষিনীগণ ।

ধীর পদে প্রস্থান...রক্ষিনীষয় অঙ্গসরণ করিল ।

নয়ন । পিতা

কষ্ট নিবাত হস্ত সঙ্কেতে নয়নকে যাইতে বলিলেন । নয়ন নিঃশব্দে  
প্রস্থান করিল । নিবাতের মুখে কঠোরতম অন্তর্ভবের ভাব প্রকট  
হইয়া সহসা দুই চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু বরিয়া পড়িল । এমন  
সময় উগ্রনাদকে আসিতে দেখিয়াই ক্ষিপ্ৰ হস্তে অশ্রু মুছিয়া  
ফেলিলেন । উগ্রনাদের প্রবেশ ।

উগ্রনাদ । মহারাজের আদেশ প্রচার করে বধ্য ভূমিতে  
জ্বলছে বিরাট চিতা...ধু ধু ধু ধু লেলীহান শিখা দাউ দাউ...

নিবাত । জ্বলছে !

উগ্রনাদ । হেঃ—কিস্ত কই ? কোথায় বৈরী কৃষ্ণের বিগ্রহ ?

নিবাত । আছে, উগ্রনাদ আছে । আমার পরম শত্রুর বিগ্রহ  
আছে আমারই শয়ন কক্ষে ।

প্রস্থানোচ্ছত

উগ্রনাদ । হেঃ...ভেঙ্গে ফেলি...দগ্ধ করি... :

বেগে রক্ষীর প্রবেশ ও অভিবাধন

রক্ষী । মহারাজ, বহু বিক্ষুব্ধ প্রজা কারাগার অবরোধ করতে  
ছুটে আসছে...

নিবাত । ( উগ্রনাদকে ) ক্ষুব্ধ জনতার প্রত্যেককে বধ কর ।  
প্রচণ্ড শেলনাদে তাদের আর্তনাদ ঢেকে দাও ।

উগ্রনাদ । হেঃ...প্রদীপের নীচেই অন্ধকার গাঢ়তম ।

হস্ত সঙ্কেতে রক্ষীকে ডাকিয়া প্রস্থান । রক্ষী উগ্রনাদের  
অহুসরণ করিল ! নিবাত আহত "ক্রুদ্ধ কেশরীর ত্রায় পরিক্রমণ  
করিতেছিলেন । নেপথ্যে উচ্চ তূর্য্যনাদ হইল...পরে শেল  
বিস্ফোরণের শব্দ হইল । প্রাচীর গাত্র হইতে বরশা লইয়া নিবাত  
উহার শাণিত ফলক পরীক্ষা করিয়া কহিলেন...

নিবাত । পিতৃদত্ত দানব বরশা,

মেটে নাই...

মেটে নাই বৈষ্ণবের শোণিত পিপাসা !

দৌবারিক ।...

দৌবারিকের প্রবেশ ও অভিবাदन

আন বন্দিনীকে...

না থাক । প্রকাশ্যেই দণ্ড প্রয়োজন ।...

বিস্মিত দৌবারিকের প্রস্থান

অবজ্ঞায় হাসে হিরণ্যকশিপু...দশানন ।

ভুলি নাই...

দানব গৌরব,

ভুলিব না, আমিও দানব ।

## হুতীক্ষু হুশ্য

হিমালয়ে অৰ্জুনের যোগাসনের নিকটস্থ পুষ্পিতা বন । কাল সন্ধ্যা ।  
কিরাতীর বেশে উৰ্বশী নৃত্য গীত মগ্না ।

অঙ্গরা !

অরুণ-বর্ণা ফুল্লরা ।

ছন্দে ছন্দে উল্লাসে নাচে লালসা,

অঙ্গে অঙ্গে উদ্দাম কাম পিপাসা,

বিলাস ব্যগ্র যৌবন মন,

সঙ্গীতময়ী মন্দিরা ।

অধরে অসীম অপরিতৃপ্ত জিগীষা,

নয়নে অশেষ চির অকুণ্ঠ প্রত্যাশা,

কুহরে কণ্ঠে মিলনাকাজক্ষা,

উচ্ছ্বাসভরা নিৰ্ব্বরা ।

নৃত্যগীত করিতে করিতে উৰ্বশী অৰ্জুনের যোগাসন সন্মুখে আসিল ।  
যোগাসনের অদূরেই পর্বত গহ্বরে অৰ্জুনের গৈরিক বসনাদি দেখা  
যাইতেছিল । একটি বৃক্ষ নিয়ে যোগাসন । হোমানল জ্বলিতেছিল ।  
উৰ্বশী যোগাসন গুছাইতে লাগিল । অনতিবিলম্বেই শুষ্ক কাষ্ঠ ও  
কুঠার স্বল্পে বন্দনা করিতে করিতে অৰ্জুন প্রবেশ করিলেন । উৰ্বশী  
সঙ্কোচে সরিয়া পাড়াইল ।

অৰ্জুন । শেখর সতীপতি শঙ্কর পশুপতি

ধূৰ্জটী লোকনাথ সুন্দরম্ । নমামি স্বম্ ॥

যজ্ঞ কাঠ ও কুঠার রাখিয়া অর্জুন উপবেশন করিলেন। উর্বশী  
কুঠার গহ্বর মধ্যে রাখিয়া আসিয়া যজ্ঞ কাঠ গুছাইতে লাগিল।  
অর্জুন বিরক্তিমিশ্র বিষয়ে উর্বশীর দিকে দেখিলেন...

অর্জুন। তুমি আছো, যাও নাই ?

উর্বশী। কোথায় যাই।

অর্জুন। কেন, কিরাত পল্লীতে...

উর্বশী। কেউ নাই।

অর্জুন। এখানেও তাই।

উর্বশী। আমি কি ঋষির তপার্কনার কোনই ব্যাঘাত করেছি ?

অর্জুন। না।

উর্বশী। তবে কেনই বা এই উদ্বেগ ?

অর্জুন। উদ্বেগ নয়, অস্বস্তি...আমি সন্ন্যাসী...এই দুর্গম  
শৃঙ্গে এসেছি নির্জনে তপস্তা করবো বলে। নিঃসঙ্গ তাপস জীবনে  
নারীর সেবা...

উর্বশী। এই সামান্য সেবা নাই বা গ্রাহ্য করলেন। আমি  
কিই বা করি !

অর্জুন। করনা ? ধ্যানের বেদী, হোমের ইন্ধন, অর্চনার  
বিশ্বপত্র কুশুম্ব চন্দন, ফলমূল জল এরাই তো নীরবে তোমার স্নেহময়  
পরিচর্যার পরিচয় দেয়।

উর্বশী। তপস্তায় আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের তুষ্টি সাধন  
করছেন। আমি না হয় সাধু সেবার সামান্য প্রচেষ্টায় একটু পুণ্য  
সঞ্চয়ের সাধনা করছি।

অর্জুন। আমি জানি, বুঝতে পারছি, ...যক্ষ রাক্ষস প্রেতের

উপদ্রব থেকে তুমিই সতর্কভাবে সর্বক্ষণ আমার যোগাসন রক্ষা করছো। কেন? কে তুমি? কিরাত পল্লীতে প্রথম দর্শনের পর থেকে, কে তুমি আমার অনিচ্ছা বিরক্তি সত্ত্বেও আমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করছো না। কে তুমি?

উর্বশী। ক'বার বলবো?

অর্জুন। বিশ্বাস হয়না তুমি কিরাতিনী।

উর্বশী। নয় কে বলছে?

অর্জুন। তোমার কণ্ঠ, তোমার সংঘম, তোমার ব্যবহার। শঙ্কা হয়...( উঠিয়া ক্ষণকাল পরিক্রমণ করিয়া ) তুমি যাও, আমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ কর। আমার বিনীত প্রার্থনা...যাও।

উর্বশী নত শিরে বসিয়া রহিল

নহ তুমি কিরাতিনী...

তুমি মায়াবিনী।

প্রত্যাষে উঠিয়া নিত্য গহ্বর বাহিরে

প্রথম তোমারে হেরি...

বসন বন্ধন হ'তে ভেসে আসে কুসুম সুবাস।

শ্রোত বন্ধে চন্দ্রমার প্রতিবিশ্ব সম,

তোমার চঞ্চল আঁখি চমকিয়া কত কথা কয়।

নিঃসংশয়,

রজনী জাগিয়া তুমি রক্ষা কর যোগাসন।

কে তুমি রমণী?

সত্য কহ উদ্দেশ্য তোমার।

উর্বশী নীরব

হুর্বেবাধ্য এই প্রাহেলিকা ।

থাক, আমিই করিব ত্যাগ এই যোগস্থান ।

অৰ্জুন গহ্বর হইতে সতুণ গাণ্ডীব, কুঠার ও গৈরিক লইয়া স্থান-  
ত্যাগ করিয়া ষাইবার উপক্রম করিতেই উৰ্বশী সনিবাসে উঠিয়া  
কহিল...

উৰ্বশী । আমি যাই... আমিই যাচ্ছি ।

নতশিরে ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

অৰ্জুন । সজল নয়ন ।

নিৰ্ব্বাকব বন মাঝে মাগিছে আশ্রয় ।

স্বাপদ সঙ্কুল শৃঙ্গ, আসন্ন রজনী,

সশঙ্কা রমণী,...

আমি ক্ষত্রিয় নন্দন দিব না আশ্রয় ?

দ্রৌপদীর স্মৃতি বক্ষে মৃত্যুর তাপস,

হইব হুৰ্বল ?

গ্রহতারা চলিয়াছে ব্রহ্মাণ্ডে একাকী

পথচ্যুত হয়নাতো কেহ

চন্দ্রমার মোহিনী প্রভায় !!

আমি কেন হারাবো সংযম ?

কিরাতিনী,

নতশিরে উৰ্বশীর পুনঃ প্রবেশ ।

কর অবস্থান ।

উৰ্বশী সানন্দে বজ্রকাষ্ঠ ওছাইতে বসিল ।

(স্বগত) কাম ক্রোধ জয় তপশ্চায় প্রথম সম্বল ।

পারিবনা...? আমি পারিবনা ?

## চতুর্থঃ দৃশ্য

দানব কারাগার। কাল মধ্য রাত্রি। বন্দিনী স্বতাচীর নির্জন  
অন্ধকার কারাকক্ষ। দূরবর্তী কক্ষের আলোকে অস্পষ্ট দেখা  
বাইতেছিল দ্বারে বিকটদর্শন সশস্ত্রা রক্ষিনীদ্বয় বিনিম্র প্রহরায়  
নিযুক্ত। অন্ধকার কারাকক্ষের মধ্যে স্বতাচী গাহিতেছিলেন।

### গীত

তোমারি গড়া এ নিখিল ভুবন, চল্ল তপন গ্রহতারা।  
নির্দেশে পড়ে জীবন লুটায় মরণের পায়ে আপনহারা।  
নয়নে চাহনি, মুখে ভাষা, প্রাণে আশা, বুকে ভালবাসা,  
পেয়ে যে পুলক, হারাণের ব্যথা, নয়তা' দেবতা তোমা ছাড়া।  
তুমি দিয়ে নাও, নিয়ে পুনঃ দাও, মুখে হাসি চোখে অশ্রুধারা।  
কক্ষের সম্মুখ ভাগে উগ্রনাদ ও প্রদীপ হস্তে রক্ষীর প্রবেশ।

উগ্রনাদ। খোল দ্বার। কে গায়?

রক্ষিনী। মহারাণী। (অপর রক্ষিনী সশব্দে দ্বার খুলিল)

উগ্রনাদ। হেঃ...মহারাণী, নির্জন কারার অন্ধকার কক্ষে  
কঠিন পাথরে শুয়ে গান...এঃ!

লোহদ্বার খোলা হইলে প্রদীপালোকে দেখা গেল নিরাতরুণা  
স্বতাচী ভূষায়ায় শুইয়া আছেন। উগ্রনাদকে দেখিয়াই স্বতাচী  
উঠিলেন। রক্ষী কক্ষ দ্বারে প্রদীপ রাখিয়া উগ্রনাদের জন্ত আসন  
আনিল। উগ্রনাদ বক্র গ্রীবায় মহারাণীর আসনের অবস্থা  
দেখাইয়া রক্ষীর আনীত আসন পদাঘাতে অপসারণ করিল। রক্ষী  
সভয়ে আসন লইয়া গেল। রক্ষিনীদ্বয় দূরে সরিয়া চক্ষু মুছিল।

উগ্রনাদ । (অভিবাদনাস্তর) মহারানী !

ঘৃতাচী । মহারাজের কুশল, উগ্রনাদ ?

উগ্রনাদ । আপনি কারাগারে !

ঘৃতাচী । আমিই বেছে নিয়েছি ।

উগ্রনাদ । দানব সাম্রাজ্যে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করে...

ঘৃতাচী । আমি ?

উগ্রনাদ । আপনি । মহারানী, প্রজার জননী, রাজ্যময়  
বিপ্লব । স্বয়ং যুবরাজ সেই বিপ্লবের নেতা ।

ঘৃতাচী । নয়ন !!!

উগ্রনাদ । দানব সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত সম্রাট...দানব কুল  
গৌরব নিবাত কবচের একমাত্র পুত্র নয়ন । বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ  
বারংবার কারাগ্রাচীর ভেঙ্গে মহারানীকে মুক্ত করতে এলো...

ঘৃতাচী । কঠোর হস্তে তাদের দমন কর...

উগ্রনাদ । মহারাজের আদেশে ক্ষিপ্ত কুকুর জানে তাদের  
বধ করা হলো...

ঘৃতাচী অশ্রুত আর্তনাদ করিলেন “ওঃ”...রক্ষিনীদ্বয় ছুটিয়া আসিল ।

উগ্রনাদ । হেঃ...(রক্ষিনীদ্বয় যথাস্থানে প্রস্থান করিল) আবার  
তারা সমবেত হচ্ছে । আবার বধ করা হ’বে । হেঃ...রাজপথে  
রাজদ্রোহী প্রজা...রাজপথময় অগণিত রাজ্যবাসীর শব...পঁচা  
শব...পুতিগন্ধে বিষাক্ত বাতাস...পিতৃদ্রোহী পুত্র কেরার...নির্জন  
কারার অন্ধকারে মহারানী ভূ-শয্যায় শুয়ে গান...হেঃ...

উগ্রনাদ কোণে ও কোণে শিহরিয়া উঠিল ।



স্বতাচী। আমি কি করবো !!

উগ্রনাদ। দানব সম্রাট নিবাত কবচ এই বিদ্রোহ দমন করতে জানেন। আমি দেখেছি মহারানী তাঁর প্রচণ্ড শক্তি বর্শার শাণিত কলকে ঝলসে উঠে বিদ্যুত বহি রেখায়...মহারানী, রাজ্যের কল্যাণে, প্রজার কল্যাণে, পতিপুত্র দানব বংশের কল্যাণে আপনার এই দণ্ডনীয় কৃষ্ণভক্তি চেপে রেখে...

স্বতাচী। উগ্রনাদ

উগ্রনাদ। প্রকাশ্যে কৃষ্ণ বিদ্বেষ সমর্থন করে এই বিপ্লব বন্ধ করুন...

স্বতাচী। এ কি মহারাজের নূতন আদেশ ?

উগ্রনাদ। আমার অনুরোধ।

স্বতাচী। বধ্য ভূমিতে অবিলম্বে আমাকে বধ করলেই তো আমাকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহী প্রজার এই বিক্ষোভ শাস্ত হয়।

উগ্রনাদ। হয় না...

স্বতাচী। তবে তারা মহারানীকে মুক্ত করার জন্য ক্ষিপ্ত হয় নাই। তারা কৃষ্ণ বিদ্বেষেরই বিদ্রোহী

উগ্রনাদ। হেঃ...পারবেন না মহারানী ?

স্বতাচী। না।

উগ্রনাদ। মহারাজের নিরাপত্তার জন্যও নয় ?

স্বতাচী। মহারাজ এই বিদ্রোহ দমন করতে সম্পূর্ণ শক্তিমান।

উগ্রনাদ। যুবরাজের জন্যও নয় ?

স্বতাচী। সর্বশক্তিমান নারায়ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'বে।

উগ্রনাদ। রাজ্যময় আপনার অমুরক্ত অগণিত প্রজার জন্তও নয়।

স্বতাচী। পুরুষানুক্রমে বিষু বিদ্বেষের ফলে তাদের এই জাগরণের জন্ত মহারাজের দণ্ডাজ্ঞা আমি সানন্দে গ্রহণ করবো উগ্রনাদ।

উগ্রনাদ। হেঃ...রক্ষী (প্রহরী ও রক্ষিনীদ্বয় ছুটিয়া আসিল) মহারাজের আদেশে কারাগারের দ্বার খোলা থাকবে। দীপ জ্বলবে। যার ইচ্ছা এসে মহারাণীকে দেখে যাক...আর জেনে যাক...কাল অপরাহ্নেই বন্দিণীর প্রাণদণ্ড হ'বে।

উগ্রনাদ নিঃশব্দে অভিবাণন ও বেগে প্রস্থান করিল।

স্বতাচী। তোমার শুভেচ্ছা পূর্ণ করার মধ্যে জটীলতার যে আড়ম্বর তুমিই সৃষ্টি কর ভগবান, তাই বুঝা যায় না। না বুঝেই দুর্বল মন তোমার স্নেহ, তোমার ক্ষমতাকেও সন্দেহ করে!

সম্ভরণে কারারক্ষীর চঞ্চবোশ নয়নের প্রবেশ এবং স্বতাচীর পদধূলি গ্রহণ।

নয়ন। মা!

স্বতাচী। নয়ন!!!

নয়ন। (ওষ্ঠে অঙ্গুলী চাপিয়া) আশ্বে, জানতে পারলেই বন্দী করবে।

স্বতাচী। কিন্তু তুমি...

নয়ন। আমি এই বেশে, তোমার উপর লক্ষ্য রেখে, এখানেই রয়েছি। সময়ান্তরে সবই তোমাকে বলবো মা। (অনুচ্চ কণ্ঠে)

প্রজা সাধারণের এক বিরাট দল গঠন করে আমরা তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করছি। শিল্পী ময় দানব তোমার এই কক্ষ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ গুপ্ত পথ খনন করছে,...প্রায় শেষ হয়ে এল। সামান্যই বাকি। হটাৎ শুনলাম, কারাঘার খোলা...যে কেউ এসে তোমাকে দেখতে পাবে...শুনলাম কালই অপরাহ্নে...দেখা যাবে...যেমন করে হোক আজই রাত্রে গুপ্ত পথ খনন শেষ করবোই...

স্বতাচী। তারপর?

নয়ন। সমবেত ভাবে উন্মুক্ত দ্বার পথে এসে আমরা এখানেই এই কক্ষদ্বার আগলে, গুপ্ত পথে তোমাকে বা'র করে নিয়ে যাবো। অথবা সমবেত ভাবে প্রকাশ্য পথেই তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবো।

স্বতাচী। মহারাজের এই আদেশের উদ্দেশ্যও তাই মনে হয়।

নয়ন। কি?

স্বতাচী। তোমায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তোমাকে বা'র করা। কৃষ্ণের প্রতি একান্ত বিদ্বেষ সত্ত্বেও তোমার প্রতি তোমার পিতার আন্তরিক স্নেহ অপরিসীম।

নয়ন। মা, তোমার হৃৎক মোচনের জ্ঞান...

স্বতাচী। আমার হৃৎক?

নয়ন। হৃৎক নয়? জীবনে এর বড় হৃৎক...

স্বতাচী। পৃথিবীতে আজ আমার মত সুখী খুব বেশী নাই।

নয়ন। সুখী!!!

স্বতাচী। সুখী...আমি তো এইই চেয়েছিলাম। আজ প্রত্যক্ষ

দেখছি ভগবান কৃষ্ণ আমার চেয়েও বেশী প্রগাঢ় রূপে তোমার পিতার চিত্ত জুড়ে আছেন। প্রত্যক্ষ দেখছি দানব রাজ্যে বিষ্ণু ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। শাস্তির অনতিকাল পূর্বেই অশান্তি চরম উৎপীড়নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

কক্ষ ভিত্তির একখানি বৃহৎ প্রস্তর সবলে উঠাইয়া ময় দানব শুভ শির উত্তোলন করিয়া কহিল...

ময়। মহারানী!

স্বতাচী। ময় !!!

নয়ন। ময়? প্রস্তুত?

ময়। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই নেমে যাওয়ার মত নিরাপদ হ'বে। ব্যবস্থা কর। ভয় নাই মা, তোমাকে বাঁচাবোই...

উত্তোলিত প্রস্তর খণ্ড বথাস্থানে রাখিয়া ময় অদৃশ হইল।

নয়ন। বিলম্ব করবো না আর। যাই। প্রস্তুত থেকে মা, আমরা আসবো সময় মত আজই রাত্রিতে।

নয়ন স্বতাচীর পদধূলি লইল। স্বতাচী নয়নের শিরশ্চুম্বন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল নয়নের শির বক্ষে চাপিয়া কহিলেন...

স্বতাচী। এসো,...এসোনা।

নয়ন। আসবোনা?

স্বতাচী অবিচলিতা ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বারণ করিলেন।

নয়ন। বলছো কি মা? অক্লান্ত পরিশ্রমে সবার প্রাণ বিপন্ন করে আমরা...

স্বতাচী। আমি তোমার মা...

নয়ন। নিশ্চয়ই...

হুতাচী। আমার আদেশ, তোমার পিতার আদেশ অমান্য করে তোমার মাকে বাঁচাবার জন্তু এই প্রতারণার পথে তুমি যেন আর এক পাও অগ্রসর হয়োনা। অস্তুর সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট বিষ্ণুর বিরুদ্ধে দানব সম্রাটের বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহেরই দংশনে এই অত্যাচার যদি সত্যি তুমি সমর্থন না কর...

নয়ন। এই অত্যাচার আমি সমর্থন করিনা, সহ্যও করবো না।

হুতাচী। তবে, আমার আদেশ, আমার মৃত্যুর পর (স্বীয় কণ্ঠ হইতে মনিময় কৃষ্ণ বিগ্রহ সহ কণ্ঠহার খুলিয়া) আমার আরাধ্য দেবতার এই বিগ্রহ (নেপথ্যে উগ্রনাদ—“হেঁ”) পরমাগ্রহে তোমার বক্ষে ধারণ করবে। প্রাণান্তেও পরিহার করবে না। প্রাণপণে বিগ্রহের মর্যাদা রক্ষা করবে।

বিগ্রহসহ কণ্ঠহার নয়নের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

নয়ন। (বাম হস্তে চক্ষু মুছিয়া দক্ষিণ হস্তে হুতাচীর পদধূলি লইয়া) মা, তোমার দু'খানি পায়ের চেয়ে বড় বিগ্রহ আমি মানি না। তোমার পায়ের ধূলি মাথায়, তোমারই সম্মুখে তোমাকে স্মরণ করে, আমি আদেশ দিচ্ছি তোমার এই বিগ্রহকে,... তাঁর শক্তিমান বিশ্বব্যাপ্তি প্রমাণ করতে, কাল অপরাহ্নে, প্রকাশ্য বধ্যভূমিতে ঘাতকের কলুষ পঙ্কিল খড়্গে আমার মায়ের পবিত্র দেহ স্পর্শ করার পূর্বেই ভূমিকম্পে যেন দানব সাম্রাজ্য তলিয়ে যায়। বাসবের বজ্রাঘাতে যেন আমার মৃত্যু হয়...অথবা তিনিই যেন তোমাকে বিপদ মুক্তা করেন।

নেপথ্যে রক্ষীগণ...“ধর ধর ধর”। উগ্রনাদ...“না...হেঃ..”

ঘুতাটী। (শঙ্কাকুল কণ্ঠে) নয়ন...

উগ্রনাদের পুনঃ প্রবেশ। ঘুতাটী সভয় শঙ্কায় উদ্ভূত আর্তনাদ দমন করিতে সবলে স্বীয় মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

উগ্রনাদ। নিরাপদে চলে গেছে মহারাণী...বিদ্রোহী নেতা যুবরাজ নয়নকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতে, হাতের কাছে পেলাম... ছোরা বা'র করে ছুটে এলাম...পারলাম না...চোখে জল এলো। হেঃ...আবার? (সবলে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া) রুদ্ধ কর লৌহদ্বার (রক্ষীগণ সশব্দে লৌহদ্বার বন্ধ করিল) নিবাও প্রদীপ (প্রদীপ নিবাইয়া গাঢ় অন্ধকার করা হইল) প্রহরিনী—(রক্ষীগণ প্রহরায় নিযুক্ত হইল)...এঃ এঃ এঃ..

উগ্রনাদ সবলে চক্ষু চাপিয়া বেগে প্রস্থান করিল। গভীর অন্ধকার কারার মধ্যে ঘুতাটী উচ্ছ্বসিতাবেগে গাহিলেন।

তোমারি গড়া এ দেহ দেবালয়, অস্তরে তুমি চির চিন্ময়,  
তুমিই জীবন মরণ মুক্তি, জন্ম জন্মান্তর ধারা—  
তোমারি গড়া এ নিখিল ভুবন, চন্দ্র তপন গ্রহ তারা।

## পঞ্চম দৃশ্য

নিবাত কবচের শয়ন কক্ষ। মণিময় পালকে শয্যা। পার্শ্বে  
রত্নখচিত দীর্ঘ দীপাধারে প্রদীপ জলিয়া জলিয়া নির্ঝাপিত প্রায়।  
কাল, রাত্রিশেষ। নিবাত শয্যা স্পর্শও করেন নাই। মুক্ত গবাক্ষ  
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নৈশাকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

নিবাত। শেষ হয়ে এলো শেষ রাত্রি। কলঙ্কিনী চাঁদ কালো  
মেঘের অন্তরালে সরে গেল। সশঙ্ক তারার দল রাজপথে শেলবিদ্ধ  
বিদ্রোহীদের মতো প্রাণাতঙ্কে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখে নিবে  
গেল। পারলাম না তো এই শেষ রাত্রিটাকে অশেষ করতে।  
আমার ভয়ে বাসব পালায়...কাল গ্রাহও করলো না।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। বায়স দল “কা কা” রব করিল। উষার  
শান্ত আলোক দৃষ্ট হইল। প্রভাতী হাওয়ায় নির্ঝাণোন্মুখ প্রদীপ  
নিবিয়া গেল। নিবাত তেমনই দাঁড়াইয়া দেখিলেন।

নিবাত। প্রভাত...এর পর মধ্যাহ্ন...তারপর অপরাহ্ন।  
অপরাহ্নে বধ্যভূমিতে...ঘূতাচী, ঘূতাচী, এখনও আমার আদেশ  
মেনে নাও। অঙ্ককার কারাকক্ষ থেকে তুমি ফিরে এসো তোমার  
প্রাসাদ কক্ষে। অবাধ্য অপরাহ্ন লজ্জান্বিত মুখে ফিরে যাক।  
দুর্কিনীত কাল পরাস্ত হোক। মেনে নাও, ফিরে এসো।

উগ্রনাদের প্রবেশ ও অভিবাদন। নিবাত উদাসীনভাবে চাহিয়া  
রহিলেন।

উগ্রনাদ। মহারাজের আদেশে অসংখ্য কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রস্তুত  
করে বধ্যভূমিতে চূর্ণ—দাহ—করা হচ্ছে...

নিবাত । পুড়ুক ।

উগ্রনাদ । অসংখ্য বিদ্রোহী নিহত ।

নিবাত । মরুক ।

উগ্রনাদ । কারার চতুর্দিকে শবের পাহাড় ..জনতার শেষ নাই ।

নিবাত । বন্দিনী ?

উগ্রনাদ । নিঃসঙ্গ কারার অন্ধকারে ভূশযায় শুয়ে গান...

নিবাত । বিগ্রহ ?

উগ্রনাদ । কণ্ঠহারে দোলে...

নিবাত । (সরোষে নিজ কণ্ঠহার সবলে ছিন্ন করিয়া) আজও  
কণ্ঠহারে দোলে দানব বিদেহ ॥ শেষ রাত্রি শেষ...অপরাক্তে...

উগ্রনাদ । মহারাজের আদেশে খুলে দিলাম কারাগার ।  
ছেলে দিলাম উজ্জল প্রদীপ...যুক্ত করে দিলাম কারার প্রবেশ  
পথ...

নিবাত । এলো...এলো ?

উগ্রনাদ । এলো...

নিবাত । এলো বিদ্রোহী নয়ন ?

উগ্রনাদ । এলো, রক্ষীরাও ছুটে এলো ।

নিবাত । বন্দী করেছে ? কোথায়,—কোথায় নয়ন ?

উগ্রনাদ । খুলে নিলাম ছোরা...

নিবাত । বধ করেছে !!! (শিহরিয়া সহসা উগ্রনাদের গ্রীবা  
চাপিয়া ধরিয়া) বধ করেছে।

উগ্রনাদ । পারি নাই ।



নিবাত । (সনিখাসে গ্রীবা ছাড়িয়া) পার নাই ।

উগ্রনাদ । চোখে জল এলো ।

নিবাত । জল এলো...(স্বীয় চক্ষু মুছিয়া) কেন আসে ?

উগ্রনাদ । যেতে দিলাম ।

নিবাত । অবাধ্য উগ্রনাদ ।

উগ্রনাদ । দশ দিন মহারাজ ।

নিবাত । বন্দিনী ?

উগ্রনাদ । দশ প্রতীক্ষায়...

নিবাত । আজই অপরাহ্নে...

উগ্রনাদ । আজই অপরাহ্নে মহারাজের আদেশ অমান্ত  
কারীদের...

নিবাত । প্রাণদণ্ড ।

উগ্রনাদ । প্রত্যক্ষরে পালন করা হ'বে মহারাজ । প্রাণান্তেও  
দুর্বল হ'বে না দানব ঘাতক ।

নিবাত । কোন কারণেই নয় । মমতায় নয়, শ্রদ্ধায় নয়,  
অহুকম্পায় নয় । কোন মাতা কোন পুত্র কোনও পিতার জন্ত নয় ।  
উগ্রনাদ, দাঁড়িয়ে কেন, শোন নাই আমার আদেশ ?

উগ্রনাদ । হে:... ( বেগে প্রস্থান )

নিবাত । উগ্রনাদ... ( উগ্রনাদের পুনঃ প্রবেশ )

যাও । ( উগ্রনাদের প্রস্থান )

উগ্রনাদ চলিয়া গেল । নিবাতের খেয়াল নাই । ক্লান্ত উগ্রনাদ  
মূর্ধি লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থীপ ও জলপাত্র নিক্ষেপ করিয়া...

নিবাত । অবাধ্য উগ্রনাদ,...যাও...যাও...  
 কুটচক্রৌ সব...সব ।  
 সবার শবের 'পরে, বুক চিরে  
 জীবনের মৃত্যু শ্রীতি আকর্ষণ করিয়া পান  
 মিটাইব অতৃপ্ত পিপাসা ।

### ষষ্ঠ দৃশ্য

দানব রাজ্যে প্রকাশ্য বধ্যভূমির অদূরে বনপথ । কাল দ্বিপ্রহর ।  
 দুইজন প্রৌঢ় দানবের প্রবেশ ।

১ম । দেখলি লাখে লাখ কৃষ্ণ মূর্তি ভাঙছে আর চিতায়  
 ফেলছে ।

২য় । হচ্ছে আর নিয়ে আসছে ।

১ম । (২য় দানবের মুখ চাপিয়া সভয়ে) বলেনা ।

২য় । উহু—

১ম । মারা যাবি বোকা...কে না জানে...বলেনা ।

২য় । কারণ ?

১ম । আবার কারণ—রাজ রাজড়ার খেয়াল...বা খুশী  
 করবে । জন সাধারণ দেখে যাও—ব্যস । কথাটি কয়ো না ।

২য় । মর বাঁচো বা ছটোরই খিচুরী পাকাও

১ম । আবার কথা !!

বৃহৎ বৃশ কাঠও মুক্ত খড়গাদি লইয়া মাতাল বাণকগণের প্রবেশ ও  
 টলিতে টলিতে প্রস্থান । প্রৌঢ় দানবদ্বয় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ।

১ম। বুঝলি ?

২য়। বলে না—

১ম। কচাৎ—

২য়। বলে না—

সভয়ে প্রস্থান

অপর দিক হইতে প্রহরী বেষ্টিত নর যানে বন্দিনী ঘুতাটীকে লইয়া  
যান বাহকগণের প্রবেশ ও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিপরীত দিকে  
প্রস্থান। ঘুতাটী ধ্যানস্বাভাবে করজোরে বসিয়া ছিলেন। বনাস্তরাল  
হইতে সস্তর্পণে নয়ন, ভীম, ঘটোৎকচ ও ময় দানবের প্রবেশ।

ময়। (অমুচ্চ কর্তে) ওই যে মহারানী...

নয়ন। নিয়ে যাচ্ছে মাকে...

ভীম। চূপ...চিন্তা নাই.. ঘটোৎকচ...

ঘটোৎকচ। পিতা!

ভান হাতে ভরবারী ও বাম হাতে চোরা খুলিয়া সকলের প্রস্থান

### দৃশ্যান্তর

প্রাসাদ কক্ষে নিবাত প্রচুর সোমরস পান করিতেছিলেন। রূপসী  
কিন্নরী বারংবার সুরা পাত্র পূর্ণ করিয়া ধরিতেছিল। নেপথ্যে  
সৈনিকগণের গমনকালীন পদশব্দ ও দামামা ধ্বনি হইল। দিগন্ত  
কাঁপাইয়া বিরাট ঘণ্টায় তিনবার শব্দ হইল। নিবাতের হস্ত  
হইতে সুরা পাত্র পড়িয়া গেল...শব্দ কর্তে কহিলেন...

### “তৃতীয় প্রহর”

উদ্যাহের স্তান্ন মুক্ত গবাক্ষ পার্শ্বে গেলেন। দূরে জনতার কোলাহল  
“—মার—মা—মার—মা—”সঙ্গে সঙ্গে শেল বিস্ফোরণের নাদ।

নিবাত পুনরায় স্বরা পাত্র লইয়া গবাক্ষ পার্শ্বে গেলেন। কিম্বরী বক্র গ্রীবায় মুহু হাসিয়া কহিল...“বিষের জ্বালা”

নিবাত। মর...বিক্রোহী মর...বৈষ্ণব মর...(পান) প্রাণদণ্ড...  
কুল কলঙ্কিনীর শাস্তি...হ্যাঁ...প্রকাশ্য বধ্যভূমিতেই ঘৃতাচীর ছিন্ন  
শির (পান) প্রকাশ করবে দানব রাজ্যে কৃষ্ণ শ্রীতির পরিণাম।  
(পান) তারপর?...আমিও যাচ্ছি...আমি যাবো...নর নারায়ণ  
মেধ যজ্ঞে...

## দৃশ্যান্তর

দর্শক বহু দানব স্ত্রী পুরুষগণের প্রবেশ ও বিপরীত দিকে বেগে  
প্রস্থান...সকলেই চিৎকার করিতেছে...

“কই রে?”

“এলি!”

“এগিয়ে চল।”

“কেরে—কে—কারা?”

“যুবরাজের মতোই তো দেখলাম।”

“ময়—ময়—ময় দানব”

“কি বিজ্ঞাট—এগিয়ে যানা”

“সর না”

“ওরে—এলি?”

“কি ভীড় রে বাবা।”

“দেখার কি বল।”

“কথার কি দরকার?”

“চল না—”

“এগো না—”

“ও বাবা—”

নেপথ্যে শেল নাহ ..সকলের বেগে প্রস্থান।

## দৃশ্যাস্তর

গভীর অরণ্য পথ।

ঘটোৎকচ ও ভীমের অত্যন্ত আক্রমণে প্রহরীগণ পলায়ন করিল। বানবাহক ভয় বান লইয়া সরিয়া পড়িল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া স্বতাচীর হস্ত ধরিয়া নয়ন ডাকিল...“মা—মা।” নেপথ্যে বহু জনতার বেগে প্রস্থানের পদশব্দ ও শেলনাদ...চিৎকার...“মার—মা—মার—মা।” ভীম ও ঘটোৎকচের প্রস্থান।

স্বতাচী। এ সব কি নয়ন?

ময়। কথা থাক মহারাগী...বাঁচিতো...

স্বতাচী। কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছি না যে...

ময়। সব বুঝতে পারা যায় না বলেই কৃষ্ণকেও বুঝা যায় না মহারাগী।

বক্তাক্ত দেখে ভীম ও ঘটোৎকচের পুনঃপ্রবেশ

ভীম। এসো মা...বিলম্ব করলে আরও অনেক বধ করতে হবে। মহারাগী, দ্বারকাপতি কৃষ্ণের নির্দেশে আমরা এসেছি তোমাকে উদ্ধার করে দেবী দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে যেতে। এসে তোমার যোগ্য পুত্র নয়নকে পেলাম...আমাদের বন্ধু ময়কে পেলাম...সহজেই কার্যোদ্ধার হ'ল। বিলম্ব নয়। এসো মা।

কপিশ্বজ প্রস্তুত। কোন চিন্তা নাই...আমি ভীম...তোমার  
সন্তান। ঘটোৎকচ, সাবধান পেছনে...

সর্বাঙ্গে ভীম, মধ্যে ঘুতাচীকে বাহুবোঁটনাবন্ধা করিয়া নয়ন এবং  
পশ্চাতে ঘটোৎকচ চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্থান।

ময়। বায়সের কা কা—শকুনী—কোয়াং !!

রক্তাক্তদেহ আহত উগ্রনাদের প্রবেশ।

উগ্রনাদ। হেঃ...হত্যা থাক...নিয়ে যাক...ওর বিষাক্ত শ্বাসে  
দানবপুরী পুড়ে যাবে...দূর হয়ে যাক।

ময়। যাক...বেঁচে থাক...

উগ্রনাদ। হেঃ...বাঁচলোই তো...

ময়। মৃত্যু না এলে মরে না...মরার সময় কেউ বাঁচে না...

উগ্রনাদ। হেঃ...

ময়। মরা...না মরা ছোটোরই নায়ক...

উগ্রনাদ। কে—কে—ময়?

ময়। ওই অলস চিতায় দক্ষ বিগ্রহের অবিনশ্বর প্রাণ...

উগ্রনাদ। হেঃ...এঃ...এঃ...এঃ

উগ্রনাদ পড়িতেছিল। ময় ধরিয়া ফেলিল। ময়ের কণ্ঠে নির্ভর  
করিয়া উগ্রনাদের প্রস্থান।

## দৃশ্যান্তর

নিবাতের পূর্কদৃষ্ট প্রাসাদ কক্ষ । আসনে উপবিষ্ট পানরত নিবাত  
আসন নিম্নে ভুলুঠিতা কিম্বরীর বক্ষে পা চাপিয়া টলিতেছেন ।  
নিবাতের বাম হস্তে পান পাত্র, দক্ষিণ হস্তে বর্শা ।

নিবাত । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...তোর বৃকেও কি কৃষ্ণমূর্তি ?

কিম্বরী । আমার বৃকে ..খালি বৃক ।

নিবাত । তবে নাচ ।

কিম্বরী । ছাড়ুন—

নিবাত । ( সবলে পায়ে চাপিয়া ) নাচ—ভূ-শয্যায় শুয়ে  
গা'—গা'—

সহসা কিম্বরীকে বর্শা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন

কিম্বরী । ( সভয়ে ) ও কি !!!

নিবাত । দানব বরশা...

নেপথ্যে—“মহারাজ”...

নিবাত কিম্বরীকে ছাড়িয়া টলিতে টলিতে সম্মুখে আসিলেন ।

কিম্বরী উঠিয়া সভয়ে পলায়ন করিল । নিবাত হস্ত সঙ্কেতে  
আগন্তুককে ডাকিলেন । মুক্ত খড়্গ হস্তে রক্তাক্তদেহ মাতাল  
ঘাতকের প্রবেশ ।

ঘাতক । মহারাজ—

নিবাত । শেষ !!!

ঘাতক । পারি নাই—( খড়্গা নিবাতের পদতলে রাখিল )

নিবাত । বন্দিনী ?

ঘাতক । যুবরাজ....

নিবাত । যুবরাজ—( ক্ষিপ্তভাবে ঘাতকের কেশাকর্ষণ করিয়া )  
খরেছিস...বধ করেছিস !!!

ঘাতক । পারি নাই—

নিবাত । ( সবলে ঘাতককে ছাড়িয়া দিয়া ) কোথায় বন্দিনী  
...নয়ন ?

ঘাতক । পারি নাই...

মাতাল ঘাতক পড়িতে পড়িতে বাহিরে যাইয়া পড়িল । ময়ের  
ঝঞ্জে নির্ভর করিয়া উগ্রনাদের প্রবেশ ।

উগ্রনাদ । নিয়ে গেল ভীম সেন...ভিখারী পাণ্ডব...এঃ...

নিবাত । কি...কি...

উগ্রনাদ । দানব রক্ষীরা আক্রমণ করেছিল...বিজ্রোহী  
সন্তানের দল ক্ষেপে এলো...তারা মরে পাহাড় হয়ে পথ রুখে  
থাকলো...দানব সম্রাটের বন্দিনী...দানব প্রজার মহারানী...যুক্ত  
করে নিয়ে গেল—নর...হেঃ...এঃ...এঃ...এঃ...

ময়ের বাহর উপর উগ্রনাদ প্রাণত্যাগ করিল । ধীর হস্তে ময়  
মৃত উগ্রনাদের দেহ নামাইয়া রাখিল ।

নিবাত ক্রোধে ক্রোধে উত্তেজনায় চিৎকার করিতে চাহিয়াও  
পারিতে ছিলেন না । বর্ষা তুলিয়া ধরিতে শিখিল হস্ত হইতে বর্ষা  
পড়িয়া গেল ।

নিবাত । ( শুককণ্ঠে ) উগ্রনাদ ( রুষ্টকণ্ঠে ) উগ্রনাদ  
( ক্ষিপ্তকণ্ঠে ) উগ্রনাদ ..

নিবাত ক্ষিপ্তের জায় উগ্রনাদের মৃতদেহ তুলিয়া সবলে নাড়িয়া



নিষ্কেপ করিলেন...উন্নাদের জায় একাধিকবার যুত উগ্রনাদও  
ময়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন...

নির্বাক শব !

ওঃ...ওঃ...কি ছঃসহ ক্ষেদ !

কি ছরপনেয় অপবাদ !!!

পত্নী...পুত্র...দানব মর্যাদা...

অন্ধকার...অন্ধকার...প্রাবুটের অন্ধকার,

আয় ..আয়...নেমে আয়...নেমে আয়,

ঢেকে দেরে এই লজ্জা...

ঢেকে দেরে এই পরাজয় !

ওঃ ওঃ ওঃ....

যুতাচী...নয়ন...কৃষ্ণ....ভিখারী পাণ্ডব...

ময় । দানব সম্রাট,

নিবাত ক্ষিপ্তভাবে কটীবদ্ধ ছোরা খুলিয়া লইলেন । মুক্ত গবাক্ষ  
পথে দৃষ্ট হইল বাহিরে গাঢ় অন্ধকারে এক বিরাট জ্যোতির্ষ্ময়  
চক্র বৃত্তাকারে অশ্রান্ত গতিতে ঘুরিতেছে । ময় সেইদিকে অঙ্গুলী  
নির্দেশ করিয়া কহিল...

“ছর্ব্বার নিয়তি চক্র”...

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

কাম্যাকারণে পর্বতশ্রেণী। কাল দ্বিপ্রহরান্ত। জী পুরুষ মজুরগণ  
পর্বতগাত্রে গহ্বর খনন করিয়া মৃত্তিকা অপসারণ করিতেছিল।  
বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্মা কার্য পরিদর্শন করিতেছিলেন।

বিশ্বকর্মা। গড়িলাম ভূনিহিত ঘর।

কিন্তু কত কাল নর

আত্মরক্ষা করিবে কেবল ভূগর্ভে গোপনে ?

তুর্দর্শ নিবাত,

ব্যোমযান নালীকের বলে,

আচম্বিতে করিবে বর্ষণ সর্বনাশী শেল।

ব্রহ্মা চা'ন পাণ্ডবের নিরাপত্তা,

কৃষ্ণ চা'ন নিবাত বিজয়।

বিনা যুদ্ধে একি সম্ভব ?

কৃষ্ণের প্রবেশ। উভয়ে উভয়কে প্রণাম করিলেন।

কৃষ্ণ। বিশ্বকর্মা,...

বিশ্বকর্মা। বিশ্বপিতা !

কৃষ্ণ। তুমি দিব্যজ্ঞানী।

ব্যোমযানে, নিবাতের আক্রমণ...

ব্যাহত করিতে দাও সক্ষম সায়ক।

বিশ্বকর্মা । হেন শক্তিমান অপূর্ব সায়ক...

কৃষ্ণ । গড়িয়াছ অতীতে তুমিই ।

বিশ্বহিতে গড়িয়াছ

নালীক, গোলক, বজ্র, শক্তিশেল,

ছর্ব্বার শতশ্লী,...

কর শিল্পী স্মৃতি আলোড়ন ।

খোল বেদ, খোল শুক্রনীতি...

তুমি গড়িয়াছ ব্যোমযান,...

তুমিই গড়িয়া দাও ব্যোমভেদী বৃহন্নালীক ।

বিশ্বকর্মা । বৃহন্নালীক...

কৃষ্ণ সহাস্রে সমর্থক ভাব প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

বিশ্বকর্মা । বেদ...শুক্রনীতি...( পরিক্রমণ )

“নালীকং দ্বিবিধং প্রোক্তং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ

তির্য্যগূর্দ্ধং, ছিদ্ৰমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকম ॥

মূলাগ্রয়োলক্ষ্যভেদি তিল বিন্দু যুতং সদা ।

সুকাঠোপাঙ্গবৃদ্ধঞ্চ মধ্যাঙ্গুলিবিলাস্তরম ॥

...এতো সামান্য নালীক । নালীক নিক্ষিপ্ত শেল মহাব্যোমে  
পৌছিবেনা ।...

গভীর চিন্তা নিমগ্ন ভাবে উপবেশন । মজ্জ্বল জ্বী পুরুষগণ কার্য  
শেষকরিয়া গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল ।

গীত

পাহাড় খুঁড়ে করবো রে ঘর, মাটির ভিতর,  
 হোসনে কাতর, কিসের ভয় ?  
 অশেষ পাহাড় শিল পাথরে দেশটা গড়া,  
 মোদের মারা সহজ নয় ।  
 আসে তো আসুক দানা, লাখে লাখ ;  
 আকাশে উড়ুক ডানা, ঝাকে ঝাক ;  
 বাঁধন হারা অনল ধারা ঢালুক তারা,  
 বাঁচবো মোরা...সুনিশ্চয় ॥

বিশ্বকর্মা । ( উঠিয়া সোল্লাসে ) পেয়েছি সন্ধান...  
 শুক্রনীতি সবিস্তারে বর্ণিয়াছে গঠন প্রয়োগ...  
 “যথা যথাত্ত্বকসারং যথাস্থল বিলাস্তরম ।  
 যথা দীর্ঘং বৃহদেগালং দূরভেদী তথা তথা ॥  
 বৃহন্নালীক সংজ্ঞস্তং কাঠবৃদ্ধ বিবজ্জিতম ।  
 প্রবাহং শকটাত্তৈস্তু স্মৃতাং বিজয়প্রদং ॥  
 ...বৃহন্নালীক...স্থল দীর্ঘ গোল দূরভেদী অব্যর্থ বিজয়ী...  
 “তথৈবানয়নৈশ্চৈব চক্রযুক্তা স্থলাগুড়াঃ  
 বায়ুশ্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা ॥”  
 ...লৌহে গড়া...শেলগর্ভ...শকটবাহন ..  
 অনায়াসে করিবে ব্যাহত বিমানাক্রমণ...

বিশ্বকর্মার প্রস্থান...সাধারণ বেশে দ্ব্যতী ও নয়নের প্রবেশ ।  
 নয়ন । এখানে এসে তোমার আরাধ্য দেবতার জীবন্ত স্বরূপ

দর্শন করেছে, অপূর্ব মহামানব পাণ্ডবাগ্রজ ধর্মরাজকে দেখেছো, রমণীশ্রেষ্ঠ দেবী দ্রৌপদীর একান্ত স্নেহ লাভ করেছে...তবুও তুমি বিষণ্ণ কেন মা ?

যুতাচী। তোমার দুঃখ হয় না নয়ন ? এঁদের স্নেহ সমাদর শ্রদ্ধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় না দানব সম্রাট এঁদেরই কি নগণ্য মনে করেন।

নয়ন। পিতার ঈর্ষা...

যুতাচী। নরনারী শ্রমিকদের অশ্রাস্ত অধ্যবসায়, নিঃস্ব পাণ্ডবের হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রাণ ঢালা উত্তম, বিপন্ন পাণ্ডবগণের নিরাপত্তার জন্ত বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্মার আগ্রহ, বিশ্বপিতা কেশবের উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করে লজ্জায় মাথা হুইয়ে পড়েনা ? নিরাপত্তার এই আয়োজন যে আমাদেরই জন্ত। দানব সম্রাট সংবাদ পাঠিয়েছেন...

নয়ন। জানি মা। দূতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি উপস্থিত ছিলাম যখন ধর্মরাজ উত্তর দিলেন, কোন কারণেই তিনি বিপন্ন আশ্রিতকে প্রত্যর্পণ করবেন না। বললেন, দানব সম্রাট যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারেন, পাণ্ডব প্রস্তুত থাকবে।

যুতাচী। অর্থ সম্পদ সৈন্য দুর্গ খাত্ত কিছু নাই। বনবাসে পর্ণ কুটিরবাসী পাণ্ডব...প্রতিপক্ষ বাসববিজয়ী দানবসম্রাট।

নয়ন। সত্য মা, লজ্জা হয়। তখন এতটা ভাববার অবসরই পেলাম না। সেদিন বধ্যভূমিতে ময় যখন এসে বললো, কৃষ্ণ ভীমকে প্রাণঠিকেরেছেন তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে, ..মনে পড়লো

কারাকক্ষে তোমার আশীর্ব্বাদ...এই অক্ষয় কবচ ( কৃষ্ণ বিগ্রহ বাহির করিয়া ) ধারণ করার পর আমিই আদেশ করেছিলাম এই বিগ্রহকে...অভিভূত হয়ে গেলাম ।

স্বতাচী । এসে অশ্রায় করেছি বাবা ।

নয়ন । অমুমতি দাও মা, আসন্ন দানবাক্রমণে পাণ্ডবের পক্ষে আমার অমুগত দানব সেনানীসহ যুদ্ধ করি...

স্বতাচী । তুমি...তোমারই পিতার বিরুদ্ধে...

নয়ন । আমারই ভুলের দণ্ড স্বরূপ,...বিশ্বপিতার নাম স্মরণ করে প্রয়োজন হয় এই যুদ্ধে প্রাণ দিব ।

স্বতাচী । নয়ন,...

নয়ন । আমি জানি মা এই যুদ্ধে এঁদের তুলনায় আমার বা আমার কয়েক সহস্র দানব সৈন্যের বেশী মূল্য নাই । তথাপি...

স্বতাচী । নয়ন, আমার পুত্র, দানব গোরব ..

স্বতাচী নয়নের শির বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন । তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল । কথোপকথন রত ভীম ও কৃষ্ণের প্রবেশ । নয়ন সংবত হইয়া পাড়াইল...স্বতাচী সঙ্কোচে স্থানত্যাগ করিলেন ।

কৃষ্ণ । গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেলাম ব্যোমযানে নিবাত একাই আসবে কাম্যকবনে পাণ্ডব বিনাশ করতে ।

ভীম । একা আসে আমিও একাই যুদ্ধ করবো ।

নয়ন । (সম্মুখে আসিয়া) বীর শ্রেষ্ঠ ভীমসেন !

ভীম । (সন্নেহে) নয়ন !

নয়ন । অমুমতি দিন পিতার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো ।

ভীম । সাবাস (নয়নকে বক্ষে চাপিয়া পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া )

সাবাস...সাবাস...বাসব বিজয়ীর যোগ্য পুত্র! অত্যাশ্রম।  
কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই যুদ্ধে আমি সেনাপতি...সুতরাং প্রথম আমিই  
যুদ্ধ করবো...আমার মৃত্যুর পর...তুমি। তার পূর্বে, এই যুদ্ধে  
কেউ অস্ত্রধারণ করবে না। কেশব, তুমিও না।

কৃষ্ণ। সেনাপতির আদেশ শিরোধার্য।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

অঙ্গরা কানন। কাল পূর্ণিমা রাত্রি। অন্ততমা অঙ্গরা চিত্রলেখা ও  
শৃঙ্গার বেশে উর্বরী প্রবেশ।

চিত্রলেখা। আবার বলছি উর্বরী, এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

উর্বরী। অঙ্গরার জীবনে কি সাধ সঙ্কল্প থাকতে নাই  
চিত্রলেখা? দেবতার নির্দেশে কামোদ্ভাদনার অভিনয়ে শত সহস্র  
তাপসের যোগ ভঙ্গ করেছি, শত সহস্র তাপস পরীক্ষায় অবিচলিত  
চিত্তে অটল সংযম রক্ষা করেছি, কখনও ভুলেও মমতা জাগে নাই।  
কামনা উদ্বেল হয় নাই।

চিত্রলেখা। নিষ্কাম চিত্তে কামজয়ী তাপসের নির্বিকল্প  
সমাধির পরীক্ষা করাইতো অঙ্গরার সাধনা। আমাদের আবার  
কাম কি, কামনা কি?

উর্বরী। চিত্রলেখা!

চিত্রলেখা। আত্মবিজয়ের প্রদীপ হস্তে আমরাই করবো  
আত্মনিবেদন...না উর্বরী, অঙ্গরা জীবনের উদ্দেশ্যইতো তা'হলে  
ব্যর্থ হয়।

উর্বশী । জানি...প্রাণ মানছে না ।

চিত্রলেখা । ব্যর্থ হ'বে অঙ্গরার আপন স্বধর্ম...

উর্বশী । ব্যর্থ কেন হবে ? সেও তো রমণী ।

প্রাণহীনা জড় পিণ্ড নয় ।

সুখ সাধ আকাজক্ষা বর্জিত চলন্ত বিগ্রহ নয় ।

বিশ্বময় রূপে রসে জাগাবে সে ভোগের কামনা

রহিয়া নিষ্কাম...চিরকাল ?

আপনারে কোন দিন করিবে না ভোগ ?

সর্বক্ষে সজ্জিত লুক কামনা বিগ্রহ

কোন দিন উন্মাদনা আনিবে না আপন অন্তরে ?

চিত্রলেখা । জীবনে যাহারা

উর্বশীর কামনুতো হ'ল ব্রতহারা

তাহাদেরি অভিশাপে

পথচ্যুতা হ'ল কি উর্বশী ?

উর্বশী । অভিশাপে !!!

দেহ দেবালয়ে জীবনের পূজা...

সর্ব অঙ্গে নাচে সুখ শিহরণ,

যৌবনের পিক সারী গাহিছে বোধন ;

এ আনন্দ ষাঁর অভিশাপে...

শতবার তাঁরে নমস্কার ।

চিত্রলেখা । তবু শেষবার কহি...

অবাধ্য এ কামনা সখী কর পরিহার ।

তোমারে সাজে না অনাহত আত্ম নিবেদন ।



উর্বশী । নিবেদন দেবতা কি চায় ?  
 দিতে হয় স্ব ইচ্ছায়...অনাহুত ।  
 পূজারিণী পূজা করে আপন কল্যাণে ।  
 চিরকাল জীবনেরে অবজ্ঞা করিব ?  
 মনে পড়িবে না,  
 আমি নারী, অঙ্গরাই শুধু নই !  
 চিরকাল লক্ষ্যহারা গন্ধ মৃগ সম  
 ভ্রমিয়াছি যে সুগন্ধ করি বিতরণ  
 সংগোপনে...

আজি তার পূর্ণ প্রস্ফুরণ  
 অস্তরে বাহিরে ।  
 সমাগত সন্তোগ সুযোগ ।  
 চিত্রলেখা...আমি নারী, ধনঞ্জয় নর ।

উর্বশী পুলকানন্দে গাহিতে লাগিল । চিত্রলেখার প্রস্থান ।

### গীত

মধুর মিলন লগনে ।  
 নির্মল চাঁদ নীরব গগনে ।  
 মন্দিরে আজি উৎসব রাতি, খোলা দ্বার,  
 মঙ্গল ঘট ছুয়ারে ছু'ধারে, দোলে আত্মমুকুল হার ।  
 পঞ্চম সুরে বাজিছে সানাই প্রাক্ষণে ॥  
 পঞ্চ শিখায় পঞ্চ প্রদীপে দেবারতি,  
 ভোগের থালায় পঞ্চ কামনা দেহ যৌবন সজ্জতি ।  
 অশুর-গন্ধ ধূপ ধূম নাচে কীর্তনে ॥ প্রস্থান

## দৃশ্যান্তর

হিমালয়ে ইজ্ঞকীল পর্বত শৃঙ্গে অর্জুনের ষোগাসন। পুষ্পিতা  
বৃক্ষশাখা নিয়ে নির্বিকল্প সমাধি মগ্ন অর্জুন। বৃক্ষ শাখাচ্যুত পুষ্প  
ও পুষ্পরেণু অর্জুনের চতুর্দিকে পড়িয়া স্তূপাকার ধারণ করিয়াছে।  
কাল পূর্ণিমা রাত্রি।

অর্জুন। (ধ্যান মগ্ন ভাবে) হে শাস্ত্রত পরমেশ, বেদ বেদান্ত  
ঋতি সাংখ্য ভাগবত, তুমিই সব। তুমি ধ্যান, তুমি ধ্যেয়। তুমিই  
সর্বার্থ সাধনা, তুমিই সিদ্ধি!...

বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং, বন্দে শিবং শঙ্করম...ওঁ শিবং...শিবং...শিবোহম  
...স্বোহম...

নীরব নৃত্যছন্দে শৃঙ্গার বেশে উর্বশীর প্রবেশ ও ধ্যানমগ্ন অর্জুনের  
ষোগাসন প্রদক্ষিণ করিয়া অলৌকিক নৃত্যাবেগে আত্মনিবেদনা-  
কাণ্ডা জ্ঞাপন। ওঁকার নাদের সহিত অর্জুনের সর্বাঙ্গ এক  
একবার শিহরিয়া উঠিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্জুনের 'ধ্যানভঙ্গ'  
হইল। উর্বশী প্রেমাবেগে বাহু প্রসারিত করিল...

উর্বশী। ধনঞ্জয়!

অর্জুন। কে...কে...কার কণ্ঠস্বর?

উর্বশী। আমি...প্রিয়তম...আমি।

অর্জুন। এ কে? কিরাতিনী? একি উচ্ছৃঙ্খল বেশ?

কতবার ভাবিয়াছি তুমি কিরাতিনৌ নও!!

উর্বশী। আমি উর্বশী...ধনঞ্জয়...আমি উর্বশী।

উর্বশী আবেগ কল্পিত বাহু প্রসারিত করিয়া প্রেম জ্ঞাপন করিল

অৰ্জুন । জীবন মন্দিরে যেথা জাগেন দেবতা,  
তুমি সেথা অন্তরের রূপ, পুলকের বাণী ।

উৰ্বশী । আমি...

তুমি জানো...আমি অতৃপ্ত কামনা...  
অটুট যৌবনা...

অৰ্জুন । জানি...

তুমিও তো জানো কিরাতিনী  
আমি এক সৰ্বস্বাস্ত নর,  
আৰ্ত্ত দীন, হৃষ্কর মৃত্যু উপাসক ।

উৰ্বশী । আমিও ব্যথার্ত্ত প্রাণে আসিয়াছি...

দীর্ঘকাল করিয়াছি সংযম পালন,  
হৃদয় মানেনা আর ।  
তোমারে স্মরিয়া ফুটিয়াছে বিকচ কুসুম ;  
সৰ্বদেহে জাগিয়াছে অসংযমী ক্ষুধার্ত্ত যৌবন ।  
হে সুন্দর...প্রিয়...প্রিয়তম...জীবন দেবতা !

অৰ্জুন । অবসন্ন দেহ মন,

ব্যর্থতার কালিমা কুৎসিত !  
জাগো তুমি রসঘন হে আনন্দময়,  
জীর্ণ শুষ্ক অঙ্গে মোর জালিয়া অনল,  
তুলে ধর অন্ধকারে পথের প্রদীপ ।

উৰ্বশী । প্রেমালোকে আমিই করিব দূর  
ব্যর্থতার অমানিশা...

অফুরন্ত রূপ রস অনন্ত যৌবন দিব,

আত্ম নিবেদনে ।

এসো...দূর কর অসহ দূরত্ব প্রিয়,

ভাঙ্গে ব্যবধান...

অর্জুন । হে শঙ্কর, অনাদি মহান,

সর্ব জীবে তুমি শিব, তুমিই বিরাজমান ।

সহসা যোগাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পুষ্পিতা বৃক্ষশাখা হইতে কৃতাজ্জলি-  
পূর্ণ পুষ্প লইয়া...

কঠিন সাধন পথে,

অগণিত সাধকের অতৃপ্ত সম্ভোগ স্পৃহা,

অনন্ত আক্ষেপ দাহী রুদ্রানলে গড়া তুমি

তাপসের অপূর্ব তপতী,

লহ নতি, লহ পুষ্পাজলী !

উর্কশীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান । উর্কশী নৈরাশ্রে ও ব্যথায় অশ্রুট  
আর্তনাদ করিয়া বেত্রাহতার ত্রায় সরিয়া গেল ।

উর্কশী । পার্থ, প্রিয়তম !

পুষ্পাজলী নিতে চাহি নাই...

দিতে চাই...দিতে চাই...আমার সর্বস্ব ।

নহ শিশু...নহ তুমি অবোধ কিশোর...

প্রত্যাখ্যান করিয়ো না ।

অর্জুন । সৃষ্টির সে কোন্ প্রভাতে,

অশান্ত উচ্ছ্বাসময়ী সাগর সৈকতে

উঠিলে উর্বশী, তুমি অরুণ বরণা,  
 আনন্দের জীবন্ত প্রতিমা ।  
 তোমার চরণাঘাতে তুমি সেই দিন,  
 ভাঙ্গিয়াছ মোহাছন্ন জীবনের ঘুম ।  
 তুমি যে মা জীবের জননী !  
 যুগ পূর্বে ছিলে তুমি পুরুষ মহিষী  
 আমি পুরু বংশধর...তোমার সন্তান ।  
 বাসবের প্রিয়া তুমি, হে স্বর্গ শোভনা,  
 আমি যে মা ইন্দ্রের তনয় ।

উর্বশী । এ নহে ধরণী...  
 গণ্ডীবদ্ধ নহে স্বর্গ, নন্দন কানন ।  
 ভুলে যাও তুমি পুরু বংশধর,  
 ভুলে যাও উর্বশীর ভূত ভবিষ্যত...  
 তুমি নর, আমি নারী উন্মুখ কামনা...  
 হয়োনা নিষ্ঠুর...

অর্জুনের পদতলে পতন

অর্জুন । ( সসম্মুখে উর্বশীকে উঠাইয়া ) উন্মাদিনী,...  
 দীর্ঘকাল ছদ্মবেশে মোন স্নেহে  
 সন্তানেদের নিরাপদে রাখি,  
 আজি কি মা ব্রতশেষে করিবে ছলনা ?

উর্বশী । ওরে নিজ্জীব, ওরে ক্লীব...

উর্বশী গর্জিয়া উঠিল । কিন্তু অর্জুনের প্রশান্ত সহাস্তমুখ দেখিয়া

পরক্ষণেই ভগ্ন হৃদয়ে ক্রন্দনাবেগ চাপিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।  
অর্জুন কিয়ৎক্ষণ উদাস নয়নে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন...

অর্জুন। হে সর্বব্রহ্ম মহাকাল!

তুমি জানো...তুমি ক্রমা কোরো।

বাণেশ্বরাক্করিপো হর লোকনাথ,

সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদৌশ রক্ষ ॥

## তৃতীয় দৃশ্য

কাম্যকবন প্রান্ত। কাল প্রান্ত। ব্রাহ্মণঘরের প্রবেশ।

১ম। তাক লাগে?

২য়। লাগে।

১ম। লাগে?

২য়। লাগেনা? সে। করে এসে আকাশ থেকে শেল  
নিষ্ক্ষেপ...আর সব সর্বনাশ। একি যুদ্ধ? থাঃ...

১ম। নূতন কি? রাম রাবণের যুদ্ধে মেঘের আড়াল থেকে  
মেঘনাদ...শুনেছিস তো? কি?

২য়। শুনেছি।

১ম। এও তাই। নূতন কিছুই নয়। সেই রামায়ণী যুগ  
থেকেই ব্যোমযানও ছিল এবং...

২য়। আরও এবং...

১ম। ব্যোমযান থেকে শেল নিষ্ক্ষেপ করতে নালীকও ছিল।

২য়। বলছো...কিন্তু সব খানেই ওরা বলছে শর, শরাসন।  
পুণ্ডরীকাক্ষ থেকে ধূম্রলোচন পর্য্যন্ত সব যোদ্ধাই মারতো শর।

১ম। মারতোই তো...শর...অর্থ যুদ্ধাস্ত্র, শুধু মাথায় তিন  
কোণাকার ফলক আটা তীর নয়।

২য়। শরাসন...?

১ম। সেই বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধাস্ত্রের আসন অর্থাৎ

২য়। আশ্রয়...

১ম। তবে?

২য়। তবেই এক একজনের হাতে এমন ব্যাপকভাবে বিনাশ  
ধ্বংস ব্যাপার গুলো বুঝে স্বীকার করা সহজ হয়।

১ম। এবং...

২য়। আবার এবং?

১ম। ওই যে উর্দ্ধে ব্যোমযান, তাকেই লক্ষ্য করে দূরভেদা  
বৃহন্নালীক চালু ছিল...

২য়। চাকার উপর গোটা তাল গাছটা...

১ম। তাল গাছটা...গোল্লা ঢুকাও, পলতে জ্বালাও...ব্যস্

২য়। ফ স্ স্ স্ স্...গ্রুন্ !!

নেপথ্যে সাক্ষেতিক বংশীধ্বনি।

১ম। বাজেরে...

২য়। বাজে ভূগর্ভে পালা'বার সাক্ষেতিক বাঁশী। আঝ  
এলো ব্যোমযানে...নিবাত কবচ...

১ম। শীগগীর চলে আয়।

ভীত ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান। নেপথ্যে চলন্ত ব্যোমধানের শব্দ এবং কোলাহল...

“এলোরে এলো এলো”

নেপথ্যে বহু দূর হইতে নিবাত কহিলেন,...

“কোথায় তস্কর ভীম ?

কোথা নর...কোথা নারায়ণ ?”

চক্রসংযুক্ত যানে বৃহন্নালীক ঠেলিয়া ঘটোৎকচ ও তৎপশ্চাত ভীমের বেগে প্রবেশ।

ভীম। এগিয়ে চল...আরও...

বৃহন্নালীক ঠেলিয়া লইয়া ঘটোৎকচ ও ভীমের প্রস্থান। নেপথ্যে দূরগত কণ্ঠে নিবাত...

“কোথা বুকোদর...”

নিকটে শেল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড নাদ। আহত জনতার কোলাহল। উর্দ্ধে ও চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নয়নের প্রবেশ ও একটি বৃক্ষাস্তরালে অবস্থান। নেপথ্যে স্তুতাটী...“নয়ন, নয়ন !”...বেগে ক্রুরের প্রবেশ...

কৃষ্ণ। হানো ভীম...হানো শেল...আবার...আবার।”

বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে মুহুমূর্হঃ শেলনাদ। দূরগত কণ্ঠে নিবাত...

“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

ওরে নির্বোধ নর,

আমি নিবাত কবচ ! বাসব বিজয়ী।”



সশঙ্কা ঘৃতাচীর প্রবেশ ।

ঘৃতাচী । নয়ন...নয়ন...কোথায় উন্মাদ...

নয়ন । এই যে মা ।

তুমি কেন রণক্ষেত্রে এলে ?

ঘৃতাচী ছুটিয়া নয়নের নিকটে গেলেন

ঘৃতাচী । চলে আয়...

নয়ন । দেখ, ওই দূরে উর্দ্ধে ব্যোমযানে পিতা ।

নিম্নে ভূতলে ভীম, কি নির্ভীক ।

চলিয়াছে দ্বৈত রণ ।

চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নাঙ্গ নর আর্ত বেদনায় ।

হের ওই ক্ষিপ্রগতি, স্মিতানন প্রশান্ত কেশব,

সঙ্গে নিঃশঙ্কা সেবিকা দল...

বিপন্ন সেবায়...অশ্রান্ত নির্ভয় ।

কেশবের মুখে কি কঠোর নেতৃত্ব,

চোখে কি অব্যক্ত বেদনা ।

ঘৃতাচী শ্রদ্ধায় যুক্তকরে প্রণাম করিলেন । অদূরে বিকট শেলনাদ  
ও কোলাহল...নেপথ্যে ভীম সোল্লাসে..."এইবার"

নয়ন । ও কি !!!,

ঘৃতাচী । ও কি !!! ওই...

নয়ন । অব্যর্থ সন্ধানী ভীম শেল বিদ্ধ করিয়াছে...

দেখি...দেখি...অপেক্ষা কর মা ।

বেগে গ্রহান :

ঘুতাটী। যেয়োনা নয়ন। দাঁড়াও...দাঁড়াও...

নয়নের পশ্চাদাহুগমন।

কৃষ্ণ ও তৎপশ্চাত স্মৃতি ও সঙ্গিনী সেবিকাদলের প্রবেশ ও বিপরীত  
দিকে বেগে প্রস্থান। কালিমাবৃত ভীম ও তৎপশ্চাত ঘটোৎকচের  
প্রবেশ।

ভীম। বিদ্ধ বোমযান ..

ঘটোৎকচ। ওই যে পড়ছে...ওই...( প্রস্থানোত্তত )

ভীম। ( বাধা দিয়া ) থাক, শত্রু আহত, আমরা ক্ষত্রিয়।  
ধর্মরাজকে জ্ঞাপন কর যুদ্ধের ফলাফল...

ভীমের প্রস্থান। ঘটোৎকচ বিপবীত দিকে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ-  
স্বয়ের প্রবেশ।

১ম। হুম্ হুম্ হুম্...ফ স্ স্ স্ স্...গুম্।

২য়। ( দুই বাছ প্রসারিত করিয়া এক পদে ঘুর পাক দিয়া )  
ফু র্ র্ র্ র্...ধপ্।

১ম। বাঁচা গেল।

২য়। রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

১ম। মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?

২য়। খুব হৈ হল্লা করে এসে শিঙ্গা ফুঁকে শেষে...ফু র্ র্ র্ র্  
...ধপ্।

১ম। ধপাস্ ধপাস্ ধপ্।

উভয়ে উভয়ের স্বন্ধে হাত দিয়া প্রস্থান

## দৃশ্যস্তর

ঘন গভীর অরণ্য । পার্কৃত্য উপত্যকা । কৃষ্ণ ও স্মৃতির প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । অনেক দূরে পড়েছে মনে হয় । তবুও ছাখ আবার  
খুঁজে...আমিও দেখছি...

উভয়ের প্রস্থান...অপর দিক হইতে নয়ন ও স্মৃতাচার প্রবেশ ।

নয়ন । খুঁজে পাচ্ছিনা তো মা । গভীর অরণ্য, দৃষ্টি চলে না ।

স্মৃতাচারী । পড়ে তিনি নিশ্চয়ই আহত হয়েছেন...

নয়ন । বৃহন্নালীকের শেলাঘাতে...

স্মৃতাচারী । ( শিহরিয়া ) নয়ন...

নয়ন । অধীর হয়েনা মা । ব্রহ্মার বরে পিতা অবধ্য...

স্মৃতাচারী । অবধ্য দেবতার...

নয়ন । ভীম...কৃষ্ণ...এরাও দেবতা ।

স্মৃতি ও তাহার সঙ্গিনী সেবিকামলের প্রবেশ । স্মৃতিকে দেখিয়াই  
স্মৃতাচারী উদ্বেল চিত্তে উহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ।

স্মৃতাচারী । স্মৃতি...মা...মা...

ফলিয়াছে বুঝি অলঙ্ঘ্য নিয়তি...

স্মৃতি । এসব কি বলছো মহারাণী ?

( সঙ্গিনীগণকে ) অগ্রসর হও ।

( সঙ্গিনীগণের প্রস্থান )

তোমরা এখানে কেন ? নয়ন, আশ্রম ত্যাগ করে, মাঝে নিয়ে এই  
গভীর পর্বতারণ্যে...নিরাপদ নয় । কৃষ্ণের বারণ ছিল ।

নয়ন । পিতার ব্যোমযান শেলবিদ্ধ দেখে...পিতারই সন্ধানে  
আমরা এখানে এসে পড়েছি । খুঁজে পাচ্ছি না ।

স্বতাচী । খুঁজে পেতেই হবে । নিশ্চয়ই তিনি আহত ।

স্মৃতি । বহু অনুসন্ধান করেও আমরা তাঁর কোনই সন্ধান  
পেলাম না । কৃষ্ণ বলছেন, মহারাজ নিবাত অক্ষত দেহেই ফিরে  
যাচ্ছেন...এবারকার মত ।

নয়ন । আমরাও ফিরে যাই চল মা ।

স্বতাচী । চল পুত্র ।

স্মৃতি । শত্রুর দেশে আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না ?

স্বতাচী । ( কাতর কণ্ঠে ) স্মৃতি !

স্মৃতি । ( স্বতাচীকে জড়াইয়া ) তবে যাচ্ছো ?

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ । স্মৃতি, একি তোমরাও এখানে নয়ন !

স্বতাচী । কোথায় মহারাজ ?

কৃষ্ণ । চতুর্দিকে প্রেরিত চরগণের মতে মহারাজ নিবাত কবচ  
স্বদেশাভিমুখেই ফিরে গেছেন । বহু দূরে তাঁর ভগ্ন ব্যোমযান  
পড়ে আছে । কেহ আহত হওয়ার কোনও নিদর্শন নাই ।

স্বতাচী । ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কৃষ্ণকে প্রণামান্তে ) দয়াময়...

কৃষ্ণ । কোন চিন্তা নাই মা ।

নয়ন । ( কৃষ্ণের সম্মুখে নত-জান্নু হইয়া ) কেশব !

কৃষ্ণ । ( স্নেহে নয়নকে উঠাইয়া ) বল নয়ন ।

নয়ন । অনুমতি দাও, দেশে ফিরে যাই ।

কৃষ্ণ । কেন কি হ'ল ? মহারাণী...

স্বতাচী । অন্তর্যামী দেবতা !...

নয়ন । নরদেহে তুমি অবতীর্ণ নারায়ণ জ্ঞানে, আমার পিতা তোমার পরম শত্রু...আমার মাতা তোমার পরম ভক্ত । মায়ের আদেশে, মায়ের আশীর্বাদ ( কৃষ্ণ বিগ্রহ বাহির করিয়া ) তোমার এই পবিত্র বিগ্রহের পূর্ণ মর্যাদা প্রাণান্তেও রক্ষা করতে আমি প্রতিশ্রুত ।

কৃষ্ণ । কোনটাই তো ক্ষুব্ধ হয় নাই বৎস ।

নয়ন । প্রতিশ্রুতি পালনে আমার আত্মশক্তির কোনই পরীক্ষাও হয় নাই । স্বদেশ ছেড়ে তোমার বিগ্রহ নিয়ে তোমারই আশ্রয়ে পালিয়ে এসে...

কৃষ্ণ । পলায়ন কর নাই । আমরাই তোমাদের এনেছি...

নয়ন । এসে আমরা তোমার বিশ্বব্যাপী শক্তির শ্রদ্ধা করি নাই । এসে আমরাই আমাদের আরাধ্য দেবতার প্রতি একান্ত আনুগত্য, নিঃশঙ্ক নির্ভরতার বিশ্বাস প্রকাশ করি নাই । প্রতিশ্রুতি মত এই বিগ্রহের মর্যাদা রক্ষায় একান্ত আগ্রহের কোনই পরিচয় দিই নাই । ক্ষমা কর, অনুমতি দাও ।

স্বতাচী । অনুমতি দাও দেবতা ।

কৃষ্ণ । তাই হ'বে । 'এসো, ধর্ম্মরাজ আর দেবী দ্রৌপদীকে বলা প্রয়োজন । তোমরা তাঁদেরই অতিথি ।

সকলের গ্রহণ ।

## ভক্ত্যর্থ দৃশ্য

নিবাত প্রাসাদে নাট মন্দির। কাল রাত্রি। অগণিত দীপ ও  
পুষ্পমালায় প্রাসাদ সুসজ্জিত...স্থানে স্থানে দীর্ঘ ধূপাধারে ধূমায়-  
মান ধূপ চন্দন। সুসজ্জিত...দানবগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট।  
কিন্নরীগণের নৃত্যগীত চলিতেছিল। মর্মরাসনে ময় ও মজ্জী  
শঙ্খমুখ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

### গীত

তুফান তোল, নাচো গাও।  
চোখ ঠারো, ঘাড় নাড়ো,  
মাইরী ?...ছাড়ো, মাথা খাও।  
রুণু বুম্বু বুম্বু...রুণু বুম্বু বুম্বু...পায়ে বোল্  
উচ্ছ্বাস ভরা...বুকে দোল্...  
পিউ পিয়া পিউ পিয়া,...  
কুহরে পাপিয়া ( মুখে চুম্বনের শব্দ করিয়া )  
...আরও দাও ॥

দৌবারিকগণ চাপাকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল...“মহারাজ !!!”  
সমবেত দানবগণ...“মহারাজ ?” বলিতে বলিতে বাহির হইয়া  
গেল। কিন্নরীগণও প্রস্থান করিল। শঙ্খমুখও “মহারাজ”  
বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল। একমাত্র ময় ভাবমগ্ন ভাবে  
পূর্বস্থানেই বসিয়া রহিল।

ময়। প্রতি বৎসর, পিতামহ ব্রহ্মার বরে দানবাধিপতি  
নিবাত কবচ দেবতার অবধ্য বর লাভের স্মরণীয় দিনের এই  
বার্ষিক উৎসব...দেবাসুরের দুর্ব্বার বিনাশ বৃত্তিকেই ক্রিপ্ত করে।

মৃত্যুকেই কি মহান করে আঁকে । বেঁচে থেকে জীবনের সর্ব্বাঙ্গ  
ক্ষুরণাগ্রহ ভয়ে সঙ্কুচিত বিবর্ণ হয়ে যায় । কি কুৎসিত ॥

উদ্ধত নিবাত কবচ ও তৎপশ্চাত শঙ্খমুখের প্রবেশ । ময় উঠিয়া  
অভিবাদন করিল ।

নিবাত । কিসের উৎসব ?

ময় । ‘দেবতার অবধ্য বর’ বার্ষিকী...

নিবাত । দানব বিদ্বেষী দেবতার সে এক অপূর্ব্ব ছলনা ।  
বন্ধ কর । নিবাও প্রদীপ । ভবিষ্যতে...বৎসরের এই দিন,  
প্রবঞ্জনাল্লান শিরে শোকচিহ্ন করিব ধারণ ।

এক একটি করিয়া প্রদীপ নিবিতে লাগিল

শঙ্খমুখ । প্রভু, ধরা পদানতা ?

নিবাত । রথচ্যুত, পরাজিত আমি ।

শঙ্খমুখ । পরাজিত ॥

নিবাত । জীবনে প্রথম পরাজিত নিবাত কবচ ।

দেবতারই চক্রান্ত নিশ্চয় ।

দিয়া ব্যোমযান, বিশ্বকর্মা নিজে,

যানভেদী নালৌক গড়িয়া দিল পাণ্ডবেরে ।

খল ব্রহ্মার...খল শিন্নী...

ময় । ( ভাবমগ্ন ভাবে ঘাড় নাড়িয়া ) খল নয় মহারাজ ।

শিন্নী...শিন্নী...গড়াই সাধনা তার ।

শিশুর পুতুলও গড়ে, তার সমাধিও গড়ে

নির্বিবকার প্রাণের উল্লাসে-

নিবাত । ( ময়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ) রাজ্য নাই,  
রক্ষী নাই, বনবাসী ভিখারী পাণ্ডব,...

শঙ্খমুখ !

শঙ্খমুখ । মহারাজ !

নিবাত । সমবেত, সুসজ্জিত কর দানব সেনানী ।

দৈববর...ব্যোমযান...প্রয়োজন নাই...

কোনও প্রয়োজন নাই ।

স্মরণাতীত কাল পূর্ব হ'তে

যে প্রত্যয়, যে আত্মশক্তিতে দানব দানব,

বিশ্বত্রাস বাসব বিজয়ী...

সেই শক্তি বলে ভারত নাশিব ।

দেখি কৃষ্ণ কত খল,

বুকোদর...কত শক্তিমান ।

সহসা প্রাচীর গায়ে বিলম্বিত তূর্য্য লইয়া উচ্চ তূর্য্যনাদ করিলেন ।

শঙ্খমুখ ব্যস্ত ভাবে প্রস্থান করিল । নিবাত প্রাসাদাভ্যন্তরে  
প্রস্থানোত্তত, উর্ব্বশীর প্রবেশ ।

উর্ব্বশী । বিশ্বজয়ী দানব সম্রাট !

নিবাত । ( ফিরিয়া ) কে ?

উর্ব্বশী । পুনরায় চলিয়াছ ভারত বিনাশে...

আর তোমার নিধন ত্রিতে অটল যান্ত্রিক

যদি জয়ী হয়,

পার্শ্ব যদি লভে পাণ্ডপত,

কে রক্ষিবে তোমার জীবন ?



নিবাত । (অবজ্ঞায় মুহু হাসিয়া) ও...অর্জুন ?  
 শিবে তুবি' চাহে পাণ্ডপত নাশিতে কোঁরব ।  
 নরের ছুরাশা...

উর্বশী । ভয়ার্ত্ত বাসব চাহে নাশিতে দানব ।  
 তুমি জানো,  
 ইন্দ্রের তনয় পার্থ, কৃষ্ণ সখা, পরম বৈষ্ণব ।  
 ভুল করিয়োনা,  
 আগে অর্জুনেরে বন্দী কর,  
 রাখ কারাগারে ।  
 তারপর ভারতাভিযান ।

ইতিমধ্যে শঙ্খমুখ পুনঃ প্রবেশ করিল । ময় অহুসন্ধিৎসু ভাবে  
 নিরীক্ষণ করিতেছিল ।

নিবাত । শঙ্খমুখ !

শঙ্খমুখ । মহারাজ !

নিবাত । জানো পার্থের সংবাদ ?

কি করিল পটাসুর ?

শঙ্খমুখ । পটাসুর পারে নাই ।

অভেদ্য তুষার গিরি অতিক্রম করি'

হিমালয় শিরে পৌঁছিতেও পারে নাই ।

ময় । প্রচণ্ড সে শীতে

প্রমত্ত বিক্রম চাই ।

অটুট সংযম চাই ।

শঙ্খমুখ । পটামুর ফিরে নাই ।  
 পটামুর ছাড়ু,  
 গুনিলাম ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে  
 মোহিনী উর্বশী ।

টলে নাই তাপস অর্জুন ।

নিবাত । জানো কোথায় অর্জুন ?  
 শঙ্খমুখ । গুনিয়াছি ইন্দ্রকীল শৃঙ্গশিরে ।  
 অত্যন্ত দুর্গম স্থানে ।

উর্বশী । আমি জানি ।  
 আমি দেখাইব পথ ।

নিবাত । তুমি...কে তুমি ?  
 শত্রু কিম্বা মিত্র দানবের ?  
 কে তুমি ?

ময় । ইনিই উর্বশী ।

নিবাত । উর্বশী !!  
 অথবা উদ্বেল নীলাশু ভীরে  
 দানবেরে প্রবঞ্চিতে  
 মোহিনী নর্তকী বেশে নারায়ণ ?

উর্বশী । আমি উর্বশী ।  
 প্রতিহিংসা...  
 ব্যর্থতার প্রতিশোধ চাই ।

নিবাত । (সহসা কটিবদ্ধ ছোরা বাহির করিয়া) এই নাও,

অস্ত্র হাতে কর অঙ্গীকার

নিজ হস্তে করিবে সংহার...

উর্বশী । (শিহরিয়া) সংহার !!!

নিবাত । (সহাস্র মুখে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া) পার্থ সংহার ।

প্রতিহিংসা...ব্যর্থতার প্রতিশোধ ।

উর্বশী । ( সজল চক্ষে ) না না সংহার নয় ।

নিবাত । বিদায় উর্বশী...

বুঝা কালক্ষয় করিয়ো না ।

ময় । এই যে এই দিকে দ্বার—

উর্বশী । গর্ক্বাক্ষ দানব ..

নিবাত । স্পর্দ্ধা নর্ভকীর !

আমি নিবাত কবচ,

বিলাসী বাসব নই ।

নিবাত অঙ্গুলী নির্দেশে দ্বার দেখাইলেন । উর্বশী নতশিরে  
প্রস্থান করিল ।

নিবাত । শঙ্খমুখ ! বাহিনী প্রস্তুত ?

শঙ্খমুখ । প্রস্তুত মহারাজ ।

নিবাত গর্ক্বোন্নত শিরে প্রস্থান করিল । শঙ্খমুখও তাঁহার  
পশ্চাদ্ভাঙ্গসরণ করিল । বাহিরে রণবান্ধ বাজিয়া উঠিল । শ্রেণী-  
বদ্ধরূপে সৈনিকগণের গমন শঙ্ক ও রণ বান্ধনাদ ক্রমশঃ অস্পষ্ট  
হইল । ময় কিয়ৎক্ষণ গবাক্ষ পথে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল ।

ময় । অবোধ্য...

এই সৃষ্টি...আর সংহার।

নির্ম্মম...উচ্ছৃঙ্খল...

কি কুৎসিত !!

শঙ্খমুখের পুনঃ প্রবেশ।

শঙ্খমুখ। ভাবছো ময় ?

ময়। জয় কি পরাজয় উত্তেজিত করে বেশী ?

শঙ্খমুখ। জয়।

ময়। ( মাথা নাড়িয়া ) পরাজয়। জয়ে উল্লাসের উদ্গাদনা আছে। উৎপীড়নের উত্তেজনা নাই। বিনাশের জগ্ন ক্ষিপ্ততা নাই।

নয়ন ও ঘৃতাচীর প্রবেশ।

নয়ন। ময় !

ময়। কে...কে...যুবরাজ...মহারাণী !!!

শঙ্খমুখ বিষ্ময় দমন করিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল এবং অবিলম্বেই পুনরায় প্রবেশ করিয়া ঘৃতাচীকে অভিবাদন করিল।

শঙ্খমুখ। মা মা !!

ঘৃতাচী। মহারাজ ?

নয়ন। পিতা ফিরেন নাই ?

শঙ্খমুখ। হৃর্কর্ষ দানব বাহিনীর পুরোভাগে একটু পূর্বেই চলে গেলেন মহারাজ...

ঘৃতাচী। আবার কোথায় ?

নয়ন। পুনরায় কাম্যকবনে ?

শঙ্খমুখ। ( মাথা নাড়িয়া ) হিমালয়ে...

স্বতাচী । হিমালয়ে !!!

শঙ্কর । ইন্দ্রকীল পর্বত শিখরে তাপস অর্জুন...

স্বতাচী । (অক্ষুট আর্তনাদ করিয়া) ময় !

ময় । (ব্যগ্র উৎকণ্ঠায়) মা, মহারানী...

স্বতাচী । তুমি জান অর্জুনের পরাক্রম ।

তুমি জান...ময়, তুমি নিশ্চয়ই জান...

ময় । জানি মহারানী ।

স্বতাচী । কেন যেতে দিলে...কেন যেতে দিলে ?

ছুটে যা' নয়ন...

আন...ফিরাইয়া আন তোর জনকেরে ।

ময় । হেন শক্তি বিধাতারও বুঝি নাই মহারানী ।

অনিবার্য দৈববাণী

“দেবতার অবধ্য নিবাত...নর হস্তে হইবে নিহত ।”

স্বতাচী । ( ক্রন্দনাবেগ চাপিয়া ) নয়ন...

নয়ন । অসম্ভব নয়

ওই বাণী নরের কল্যাণে,

কৃষ্ণ সখা পাণ্ডব কল্যাণে

সাবধানী বাণী ।

অনাহত—অনিহত ফিরিয়াছে

দানব সম্রাট...নরলোক হতে ।

ময় । দানব কুমার,

এ নর সে নর নয় ।

নর জাতি নয় ।

অবিনশ্বর ঋষি নর ।  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিশক্তির সমন্বয়  
 স্থিতধী ব্রাহ্মণ ।  
 আমি জানি,  
 আমি দেখিয়াছি খাণ্ডব দাহন কালে ..  
 ধনঞ্জয়...সেই নর ।  
 নর দেহে অবতীর্ণ ঋষি নর ।  
 নয়ন । হোক সেই নর অমিত বিক্রমী ।  
 আমি যাব ।  
 পরাভূত করিব তাঁহারে ।  
 শঙ্কামুখ অস্ত্র অশ্ব দাও ।  
 পদধূলি দাও মাতা ।

নয়ন ঘুতাচীর পদধূলি গ্রহণ করিল । ঘুতাচীর দুই চক্ষে অবিয়ল  
 অশ্রু ঝরিতেছিল । নয়নকে বক্ষে চাপিয়া তাহার শিরশ্চুষন  
 করিলেন ।

ঘুতাচী । কোথা যাবি অবোধ বালক ?  
 নয়ন । মা...

ঘুতাচী । মায়ের মিনতি,...স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি স্বদেশ  
 স্বজাতি প্রাণপণে রক্ষা কর আসন্ন সঙ্কটে । মায়ের আশীর্ব্বাদে  
 তোমার স্নানাসনে দানব জাতি সগৌরবে বেঁচে থাক ।...ময় দানব ।

ময় । মহারাণী !

ঘুতাচী । এসো যাই । দেখি যদি এখনও কিরা'তে পারি

বিপন্ন পতিরে। শঙ্খমুখ, রহিল নয়ন। না না শুনিবনা...অবাধ্য  
হয়োনা নয়ন। রক্ষা কর স্বদেশ স্বজাতি। এসো ময়।

সকলের প্রস্থান।

### পঞ্চম দৃশ্য

হিমালয় নিম্নে কিরাত পল্লী। কাল প্রভাত। জনৈক কিরাত  
প্রবল ভাবে মাদল বাজাইয়া বিপদ ঘোষণা করিতেছিল। দলে  
দলে কিরাত কিরাতীগণ আসিয়া সমবেত হইল।

১ম। কি কি কি হ'লরে ? কিসের মাদল ?

২য়। কি গেলরে ? কিসের মাদল ?

৩য়। কে কে কে এলোরে ? কিসের মাদল ?

বাদক। আশুন ..

সকলে। কোথায়...কোথায় ?

বাদক। ওই...ওই যে পাহাড়ে...ইস্ ( প্রস্থান )

সকলে। তাইতো ..ওই তো...ইস্ ইস্

৩য়। কি ধোঁয়ারে...

১ম। পাহাড়...বনে...দাবানল।

২য়। শিবের পাহাড়...

৩য়। সহজ ব্যাপার...ইস্

আরও দুই তিন জনের প্রবেশ

১ম। কিরে কি দেখলি তোরা ?

২য়। শুনলি কিছু ?

৩য়। বুঝলি কিছু ?

৪র্থ। ই স্ স্ স্ স্...

৫ম। যোগীর গায়ে ভক্ ভক্

১ম। ভক্ ভক্ ?...

২য়। কি ভক্ ভক্ ?

৪র্থ। সেই যে যোগী...বাবাঠাকুর।

৫ম। সেই যে এলো ধনু কাঁধে...

সকলে। তার কি হ'ল ?

৪র্থ। ধ্যানে বেহুঁস...গা থেকে তার...

৫ম। ই স্ স্ স্...গা থেকে তার কি আগুন...ই স্ স্...

১ম। জ্বলছে ?

১ম। ভক্ ভক্ করে বেরোচ্ছে আগুন ধক্ ধক্ !

৪র্থ। পুড়ে গেল বাবার পাহাড় বন জঙ্গল সব।

১ম। নেবাই চল...

৩য়। বাজা মাদল...

সকলে। বাজা মাদল..

১ম। ওরে আয় আয়...দল বেঁধে চল।

২য়। পাহাড় বাঁচা...বস্তি বাঁচা...নেবাই চল...

মাদল বাজাইয়া কিরাড কিরাডীগণের নৃত্যগীত



## গীত

রে রে রে রে রে রে হুম্ ।

হুম্ কি ধুম কি খুন কি সরকি,

খুন ঢেলে ঢাক ধুম ।

ধনুর ছিলায় মার কষে টান,

মার মার মার মার খিচে বাণ ।

ঘুরিয়ে কুঠার করে দে সাবার,

ধুম ধুমাকার বাবার পাহাড়

ভেঙ্গে দে শিবের ঘুম ।

কারারা কারারা ঝুম—কারারা কারারা ঝুম ॥

প্রস্থান ।

নেপথ্যে—

“ইস্‌স...সামাল...সামাল

পাগলা বরা...খবরদার...মার...মার ।”

## মঠ দৃশ্য

কাল অপরাহ্ন । ইন্দ্রকীল শৃঙ্গে অর্জুনের যোগাসন । চতুর্দিকে বৃক্ষ  
পত্রাদি দগ্ধীভূত । ধূমায়মান একটি বৃক্ষ নিম্নে মৃন্ময় শিবলিঙ্গ বিগ্রহ ।  
অদূরে শরাসন হস্তে অর্জুন । সম্মুখেই এক যুত বরাহ । বরাহ  
অঙ্গে বিদ্ধ শর দ্বয় । নেপথ্যে তখনও কোলাহল...

“মার...মার...মরেছেরে...বাস্‌ খতম ।”

অর্জুন । ( দক্ষিণ হস্তযুত শর তুণে রাখিয়া ) হ্রস্ব বরাহ !

কিরাত বেশে শিব ও কিরাতী বেশে পার্শ্বতীর প্রবেশ ।

শিব । ভয় নাই...

অর্জুন । করিয়াছি বধ...

শিব । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

পার্বতী । বলিস কিরে ?

শিব । কেমন যোগীয়ে ?

প্রাণ ভয়ে যোগ ছেড়ে...

অর্জুন । বিপন্ন কিরাত পল্লী, আর্তনাদে করিল ব্যাকুল...

শিব । বাঁচাতে বিপন্ন যোগী...করিয়াছি বধ ।

অর্জুন । ( অবজায় ) তাই নাকি ?

শিব । এই তো আমার শর ।

রহিয়াছে তোরও শর,

চন্দ্র ভেদি' অঙ্গ বিধে নাই ।

অর্জুন । ভালো করে ছাখ্ । আমি অর্জুন ।

শিব । রাখ্ ।

পার্বতী । বলিস কিরে ?

শিব । অহংকারে কি যে কয় ?

আমি না করিলে বধ,

খণ্ড খণ্ড করি যেই দেহ

ক্ষিপ্ত পণ্ড করিত ভক্ষণ,

এখনও তারি মাঝে 'আমি' জ্ঞান,

অহংকার ॥

অৰ্জুন । চূপ কর ।  
 ব্যর্থকাম অৰ্জুনের শর,  
 নব সত্য আবিষ্কার  
 করে এক নগণ্য নিশাদ !

পার্বতী । বলিস কিরে ?  
 শিব । কোন্ যোগীরে ?  
 পুনরায় করিবি পরথ ?

অৰ্জুন । আয় ।

পার্বতী । ওরে থাক ।

অৰ্জুন । সন্ধান ?

শিব । আমি তোরে, তুই মোর প্রাণ ।

অৰ্জুন । মরিবি নিশ্চয়...

শিব । মরি,  
 তুই হ'বি মৃতুঞ্জয় ।

অৰ্জুন । প্রস্তুত ?

শিব । প্রস্তুত ।

আমি বৃদ্ধ বশ্য ব্যাধ,

তুই যুবা, শাবক সমান ।

তুই আগে মার ।

অব্যর্থ সন্ধানী তুই, লক্ষ্য কর ;

আমার গলার দোলে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালা,

বিদ্ধ কর...বিদ্ধ কর...বুঝি শক্তিধর ।

কিরাত রূপী শিব কজ্জাকের মালা দোলাইয়া সোজায়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অৰ্জুন। ( পার্শ্বতীকে ) সর...

পার্বতী সহাস্তে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অৰ্জুন ক্রমাগত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শিব তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন। অৰ্জুনের একটি শরও শিবের অঙ্গে বিদ্ধ হইল না। নৃত্য গীত রত কিরাত কিরাতিগণ প্রবেশ করিল এবং শিবের নৃত্য দেখিয়া সোজায়ে মাদল বাজাইতে লাগিল। প্রবেশ কালীন গীত—

“রে রে রে রে রে রে হুম্  
কারারা কারারা হুম্।”

শ্রাস্ত অৰ্জুন ঘৰ্ম্মাক ললাট মুছিলেন।

অৰ্জুন। একি বিস্ময় ?

ব্যর্থ লক্ষ্য, ব্যর্থ প্রতি শর,  
অবজ্ঞায় নাচে বুদ্ধ কে ওই কিরাত ?

পার্বতী। কিরে, ফুরাইল শর ?

অৰ্জুন। চূপ, ফুরায়না গাণ্ডীবির তুণ...

কিরাতগণ। চালাও...চালাও...

অৰ্জুন। (সরোষে) থামাও মাদল...যাও।

কিরাত কিরাতিগণ উচ্চ হাস্ত করিয়া প্রস্থান করিল।

শিব। এইবার আমি মারি...

অৰ্জুন। তিষ্ঠ ব্যাধ।

মুহূর্তের অবসর দাও।

দিব রণ

‘স্মরি’ ইষ্টদেবে, এই শেষ বার।

একি প্রহেলিকা !!

শিব। বেষতো, ডাকনা।

পার্করী। একটু জিড়ো’ না।

অর্জুন। ( বৃক্ষ নিয়ে শিব বিগ্রহের সম্মুখে নত জামু হইয়া )  
হে শঙ্কর, অর্জুনের জ্ঞান গর্ব খ্যাতি চূর্ণ করিয়াছ। ব্যর্থ করিয়াছ  
যোগ যাগ সঙ্কল্প সাধনা। আর কেন ? পাণ্ডপতি, লহ এই শেষ  
অর্ঘ্য মোর। সতুণ গাণ্ডীব...অর্জুনের জীবন মরণ...

সতুণ গাণ্ডীবে শির স্পর্শ করিয়া শিব মূর্তির পায়ে সমর্পণ করিয়া  
অর্জুন ভূমিন্তে শিরে প্রণাম করিলেন। ইতি মধ্যে কিরাত রূপী  
শিব ও কিরাতী রূপী পার্করী শিব বিগ্রহের পশ্চাতে আসিয়া  
দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা মূম্বয় শিব মূর্তি অদৃশ্য হইল। তৎপরিবর্তে  
এবং কিরাত কিরাতীর স্থলে শিব ও পার্করীর মূর্তি দৃষ্ট হইল।  
অর্জুন প্রণামান্তে উঠিলেন—

শিব। (সহাস্ত্রে) মারি শর...

অথবা মারিবি আরও ?

অর্জুন। (বিশ্বয়ানন্দে বিহ্বল ভাবে) একি...একি অপরাধ !!

ধবল তুষার জিনি’ খেত শাস্ত হে শিব শঙ্কর,

হে জননৌ বরাভয়া ত্রিলোক-বিজয়া,

সন্তানের বৃথা দস্ত চরণে দলিয়া,

এলে কিরাতের ছলে...

ক্ষমা কর মহেশ্বর,

কমা কর জগন্মাতা,

আমি শরণাগত...

শিব ও পার্কতীর চরণে পতিত হইলেন।

শিব। কৃষ্ণ সখা তৃতীয় পাণ্ডব!

অৰ্জুন যুক্ত করে উঠিলেন!

অৰ্জুন। বিশ্বেশ্বর!

পার্কতী সন্নেহে গাণ্ডীব ও তুণ উঠাইয়া অৰ্জুনের স্বন্ধে পরাইয়া

দিলেন। অৰ্জুন প্রকৃতপক্ষে পার্কতীর পদধূলি মাথায় দিলেন।

শিব। তুষ্ট আমি। লহ বর।

অভীষ্ট তোমার?

অৰ্জুন। হে সর্বব্রহ্ম পরমেশ।

শিব। জানি, চাহ পাণ্ডপত।

নিষ্কপণে সেই শৈবশর, বিশ্বনাশ হয়।

বড় ভয়ঙ্কর।

আণবিক রুদ্ধ তেজোগর্ভ পাণ্ডপত !!

সংহত সে বিলয় বহ্নি বিস্ফোরণে,

আণবিক বিকর্ষণে,

বিশ্বময় অনন্ত জীবাণু, অখণ্ড জীবন,

তুণ সম দগ্ধ করে...

নিশ্চিহ্ন, বিগুপ্ত করে।

চাহ অস্ত্র বর...

অৰ্জুন নীরব রহিলেন

বিশ্বের একাধিপত্য...

সশরীরে স্বর্গবাস...

অমরতা...

দিব্যজ্ঞান..

দিব্যানন্দ ?

অর্জুন । কিছুই চাহিনা দেব ।

তপস্ত্যার পুরস্কার আমি লভিয়াছি ।

লভিয়াছি মাতৃ পদধূলি ।

পার্বতী । ধনঞ্জয়,

তুষ্ট শিব । চাহ অশ্রু বর ।

অর্জুন । জগন্নাথ,

তুমি জান সন্তানের মর্শ্বব্যথা ।

তুমি সতী, তুমি সীতা, তুমিই সবিতা ।

তুমি জান,

মর্শ্বাহত আমি সতী লাঞ্ছনায় ।

করিয়াছি পণ,

জননীর অশ্রুধারা করিব মোচন,

পাঞ্চালীর মুক্ত কেশ করিয়া রঞ্জন

নরাদম কৌরব শোণিতে ।

বিশ্বের বিপক্ষে একা দিব রণ,

সংহার করিব একা সে সবারে,

ছলনায় যারা,

সর্ব্বহারা করিল পাণ্ডবে ।

পাণ্ডপত, শুধু পাণ্ডপত চাই,  
 অশ্রু কাম্য নাই ।  
 আমিও প্রলয় চাই সমগ্র ভারতে ।  
 উচ্ছ্বল অনন্ত জীবাণু পুড়ে যায়, যাক ।  
 পুড়ে যাক পাপ পঙ্কিলতা,  
 নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক  
 মাতৃজোহী ভাতৃজোহী দেশজোহী যারা,  
 আত্মবলে বেঁচে থাক অবিনশ্বর যাহা ।

শিব । উত্তম, দিব পাণ্ডপত...  
 প্রয়োগাধিকার মাত্র একবার ।  
 লভিবেনা একাধিক বার ।

অর্জুন । আমিও চাহিনা দেব, একাধিকবার ।

শিব । তথাস্থ...পাণ্ডপত...

অন্তরীক্ষে অবরুদ্ধ তেজ নির্গমনের শব্দ শ্রুত হইল । চরাচর যেন  
 এক দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইল । মহাব্যোম ঝঙ্কত করিয়া ঔকার  
 নাদ ধ্বনিত হইল । হস্ত প্রসারণ করিয়া শিব বেগবান বিদ্যুচ্ছটা  
 সদৃশ তেজোময় পাণ্ডপতাস্ত্র ধারণ করিয়া কহিলেন...

ঋষি নর,

নাও শৈব শর...পাণ্ডপত ।

অর্জুন । ( নতজানু হইয়া যুক্ত করে পাণ্ডপত গ্রহণ করিলেন )

সত্যং শিবম্ স্তন্দরম্ !

অধশ্চ মণ্ডলাকার, অনন্তরূপম্ !

নমামি স্বম্ ।



শিব ও পার্বতী উভয়েই নীরবে অর্জুনকে আশীর্বাদ করিলেন ।  
অর্জুন পাশুপত পৃষ্ঠে বিলম্বিত তুণে রাখিয়া উঠিলেন । পার্বতীর  
অস্তর্ভান । সহসা নেপথ্যে বহু কণ্ঠে কোলাহল...

“রক্ষা কর, রক্ষা কর দয়াময় ।

রক্ষা কর শিব, ত্রিলোক বিনাশ ।”

অর্জুন । একি...অকস্মাৎ একি কোলাহল !!!

নেপথ্যে দূরগত কণ্ঠে নিবাত...“চল কৈলাস ।”

“ ” ” দানবগণ...“চল কৈলাস ।”

রক্তাক্ত দেহে বিচলিত দেবরাজ ইন্দ্রের বেগে প্রবেশ ।

ইন্দ্র । দেবাদিদেব পাশুপতি,

ত্রক্ষার কুপায় দেবের অবধ্য-প্রাণ নিবাত কবচ,

বিশ্বস্তু করিয়া স্বর্গ,

অবরোধ করিল কৈলাস ।

পরাজিত দেবসেনা,

ব্যর্থ বজ্র ।

প্রাণাতঙ্কে স্বর্গবাসী মাগিছে আশ্রয় ।

দয়াময়,

রক্ষা কর...সর্বলোক ধ্বংস হয় ।

শিব । দেবতার অবধ্য নিবাত

নহে কি অবধ্য মোর ?

ইন্দ্র । লোকাভীত...জানাভীত

অনন্ত তোমার শক্তি ।

তুমি রুদ্র...তুমিই সংহার ।

কৃপা কব । ( শিবের পদতলে পতন )

অথবা সংহার কর দেবকুল ।

নিপীড়িত অমর জীবন বিড়ম্বনা সার ।

অর্জুন । দেবতার অবধ্য নিবাত...

আমিতো দেবতা নই ।

কুদ্র নর ;

মহেশ্বর, আজ্ঞা দাও,

দেবের অবধ্য জনে করি সংহার ।

ইন্দ্র । পারিবেনা ।

হুর্জয়ী নিবাত ।

করাল ভৈরব বজ্রে ক্রক্ষেপণ করেনা ।

অর্জুন । মৃত্যুঞ্জয় দিয়াছেন মূর্ত শৈবশর ।

দিয়াছেন প্রয়োগাধিকার...

শিব । মাত্র একবার ।

অর্জুন । ভুলি নাই...

শিব । পূর্ণ হয় নাই তোমার কামনা ।

নিবার এ উদ্বেজনা ।

বনবাসে গ্লান মুখে তোমার স্বজন,

ব্যথিতা জননী, লাঞ্ছিতা পাঞ্চালী

আছে অপেক্ষায় পথ পানে চাহি' ।

অপেক্ষায় আছেন কেশব,

নতশির, মৌন বাক, ব্যাধার্ত, ব্যাকুল ।

অৰ্জুন । ভুলি নাই ।

রিক্ত জীবনের কথা, জ্যোপদীর ব্যথা

কিছু ভুলি নাই ।

কিন্তু হেথা,

সশঙ্ক বাসব, সর্বস্বান্ত স্বর্গবাসী

প্রাণাতকে মাগিছে আশ্রয়,

দিগন্ত ছাপিয়া ওই উঠিয়াছে

বিপন্নের আর্ত হাহাকার ;

অস্তিম সঙ্কটে তাঁরা মাগে পরিত্রাণ ।

আমি ক্ষত্রিয় সন্তান...তাও ভুলি নাই ।

বিশ্বের কল্যাণে,

রক্ষিব কৈলাস নিবাত বধিয়া ।

ত্রিপুরারি,

আপ্তা দাও, হানি পাশুপত ।

শিব সহাস্তে নীরবে সম্মতি প্রদান করিলেন । অৰ্জুন ক্ষিপ্রহস্তে

শিবের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন ।

নেপথ্যে দূরগত কণ্ঠে নিবাত, “ওই কৈলাস...আলো...গুড়ে বাক ।

ইন্দ্র । ওই উন্মাদ নিবাত কবচ ।

শিব । অভিশপ্ত স্বর্গ দ্বারপাল বীরশ্রেষ্ঠ জয় ।

হিরণ্যকশিপু...দশানন...নিবাত কবচ ।

শিব ও তৎপশ্চাত ইন্দ্রের প্রস্থান ।

## সপ্তম দৃশ্য

ইন্দ্রকীল পর্বত শৃঙ্গের পাদদেশ। কাল সন্ধ্যার পূর্বকণ...দূরে  
আকাশস্পর্শি তুষারাবৃত হিমালয় মধ্যে রক্তিম বৃত্তাকার সূর্য্য অন্ত  
গমনোন্মুখ। রক্তিমচ্ছটায় তুষার স্তূপের নানাহানে বিভিন্ন বর্ণ।  
রণবাস্ত সহকারে দানব সৈনিকগণ প্রবেশ করিয়া উপত্যকা পথে  
অগ্রসর হইল। ক্ষিপ্র পদে জ্যোতির্ময় কবচাবৃত দেহ, নিবাত কবচ  
প্রবেশ করিয়া একটি শৃঙ্গের উপর দাঁড়াইলেন। নিবাতের বাম  
বাহুতে উজ্জল ঢাল, দক্ষিণ হস্তে বর্শা। কটিতে তরবারী ও ছোরা।  
রণবাস্ত নাদ স্বগিত হইল।

নিবাত। জালাও কৈলাস। ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ  
বিশ্বস্ত করে তোমরা অপূর্ব বীৰ্য্যের পরিচয় দিয়েছো। তোমরা  
অপরাধেয়। দানব দুর্নিবার। দানব দানব।

সৈনিকগণ। দানব দানব। ধ্বংস কর সব।

নিবাত। আমার বিজয়ী সৈনিকগণ, তোমরা ভুলবে না,  
অশ্রায় যুদ্ধে বারংবার দেবতারা দানব হত্যা করেছে।

সৈনিকগণ। প্রতিশোধ চাই।

নিবাত। বারংবার জাতির শোণিতে গড়া দানব সম্পদ ধূলিস্থাৎ  
করেছে।

সৈনিকগণ। প্রতিশোধ চাই।

নিবাত। নির্ভীক দানব, প্রতিশোধ নাও।

সৈনিকগণ। জালাও কৈলাস।

রণবাস্ত সহকারে দানব সৈনিকগণের অগ্রগমন।

বেগে ঘুতাচী ও তৎপশ্চাত ময়ের প্রবেশ ।

ঘুতাচী । ফেরাও ... ফেরাও ... আমার মিনতি ... ফেরাও  
সেনানী । অব্যাহত থাক কৈলাস ।

নিবাত । অব্যাহত থাক কৈলাস !!! ঘুতাচী, জয়যাত্রা পথে  
আজীবন অনড় কণ্টক... কুল কলঙ্কিনি !

ঘুতাচী । ( নিবাতের পদতলে পড়িয়া ) স্বামী, প্রভু,  
দানব গৌরব, অপরাধ ক্ষমা কর ।

কিন্তু দণ্ড দাও, বধ কর ।

তথাপি ফিরিয়া যাও...

একান্ত মিনতি মোর ।

কৈলাস-শিখরে কৃষ্ণসখা ঋষি নর...

নিবাত । 'কৈলাস শিখরে কৃষ্ণসখা'...

তারও কণ্ঠহারে দোলে বুঝি

দানবারি লম্পট বিগ্রহ ?

কৃষ্ণ বিলাসিনি...নির্লজ্জা রমণি...

ক্রোধে আত্মহারা নিবাত সহসা ঘুতাচীর বক্ষে বর্শা বিদ্ধ করিলেন ।

ঘুতাচী আত্মনাশ করিয়া ভূপতিতা হইলেন । ব্যস্তভাবে ময়  
ঘুতাচীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ।

ময় । মা মা...মহারাণী...

ঘুতাচী । স্বামী, প্রভু, প্রিয়তম,

তথাপি ফিরিয়া যাও...মিনতি চরণে...নারায়ণ !

মৃত্যু

দূর পর্বত মধ্যে সূর্যাস্ত হইল ।

ময় । নিবে গেল । দানব সম্রাট, কি করিলে !!

দানব সৌধের অগ্নান প্রদীপ...

নিবে গেল...নিবে গেল ।

আত্মবিস্মৃতভাবে প্রশ্নান ।

নিবাত । অগ্নান প্রদীপ নিবে গেল ।

স্বতাচী...

দানব সৈনিক...

স্বতাচী...স্বতাচী...

দানব...

দানব সেনানী...

কৈলাস শিখরে নর...

উদ্ভাদবৎ বর্ষা উত্তত করিয়া প্রশ্নানোত্তত...

সহসা অবরুদ্ধ প্রবল তেজ নির্গমনের শব্দ উঠিল এবং সেই ক্রম বর্ধমান শব্দ ছাপাইয়া শত সহস্র বজ্রপাত নাদ হইল । চতুর্দিক ধুমাবৃত হইল । অবিলম্বে চরাচর গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল । মুহমূহঃ বিদ্যুতায়নি জলিয়া উঠিতে লাগিল । বিদ্যুতায়িতে দৃষ্ট হইল আহত নিবাত চিংকার করিতেছেন ।

“হানিয়াছে শৈবশর...স্বতাচী...শৈবশর হানিয়াছে নর...

স্বতাচী...”

বিদ্যুতালোকে দৃষ্ট হইল কবিবাক্ত নিবাত টলিতে টলিতে স্বতাচীর শবের উপর পতিত হইলেন...অদূরে অপর পর্বত শৃঙ্গে শয়ান করে অর্জুন ও প্রশান্ত শিব ।

দৈববাণী...

“নিহত নিবাত ।

অভিশাপ মুক্ত হ’ল জয় ।

নিবার প্রলয় ।”

বিদ্যাতালোকে দৃষ্ট হইল অৰ্জুন উর্দ্ধে হস্ত প্রসারণ করিলেন। চরাচর ঝঙ্কত করিয়া ওঁ কার নাদ শ্রুত হইল। সর্বভূক বহির ধ্বংসনাদ ক্রমশঃ শাস্ত হইল, ক্রমশঃ অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত হইল। চতুর্দিকে বিধ্বস্ত পর্কত বৃক্ষাদি...ইত্যন্তঃ বিক্টিপ্ত বিচ্ছিন্নাঙ্গ দানবগণ ..নিহত নিবাত ও যুতাচীর শিখরে নীরবে আশীর্বাদরত বিষ্ণু মূর্তি...অৰ্জুন পাশুপতাস্ত্র শিবের চরণে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন। বিষ্ণু মূর্তির অন্তর্দান ও কৃষ্ণ মূর্তির আবির্ভাব।...

শিব । আদর্শ সংযমী বীর পার্থ,

তুমিই ক্ষত্রিয় ।

প্রীত মনে নিঃসংশয়ে

পাশুপত প্রয়োগাধিকার দিলাম তোমাতে,

যতবার করিবে স্মরণ,...

বিশ্বের কল্যাণে, দুর্জয় বিনাশে ।

শিবের অন্তর্দান

প্রণামান্তে উঠিয়া ফিরিতেই অৰ্জুন দেখিলেন বাহু প্রসারিত করিয়া কৃষ্ণ আসিতেছেন। উভয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন।

.. যবনিকা...

# শ্রীঅতুলানন্দ রায় প্রণীত

## যাছুকর

একাক্ষ রূপক নাটিকা

২য় সংস্করণ...এক টাকা

১৩৪৬ সালে

স্বনামখ্যাত যাছুকর প্রোঃ রাজা বোসের পরিচালনায় “রয়েল এন্টারটেনামেন্ট”  
কর্তৃক বহুস্থানে অভিনীত। স্কুল কলেজ ও গ্র্যামেচার ক্লাবে অভিনয়োপযোগী।

### সংবাদ পত্রের অভিযন্ত

প্রবাসী...যাছুকর পাঁচটি দৃশ্বে সম্পূর্ণ একটি রূপক নাটিকা। ভীল  
সর্দার মংকর অহিংসা ও প্রেমের বলে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী দেবতার  
আশ্বালনকে ব্যর্থ করিয়াছিল। দেবতা নিজেই দানবতুল্য বলিয়া বুঝিতে  
পারিয়াছিলেন এবং মহুশ্বত্বের মহিমার কাছে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য  
হইয়াছিলেন। মহুশ্বত্বের এই মহিমাই ভীল সর্দারের যাত্র, তাই পরাভূত  
দেবতা তাহাকে যাছুকর আখ্যা দিয়াছেন। ভাদ্র, ১৩৫৭

যুগান্তর...যাছুকর পাঁচটি দৃশ্বে সম্পূর্ণ সুন্দর রূপক নাটিকা। ভীল সর্দার  
মংকর চরিত্র চিত্রণ অপূর্ব...যাছুকর রচনায় বহুকাল পরে “পানিপথ” প্রণেতা  
যশস্বী নাট্যকার শ্রীঅতুল রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

আনন্দবাজার...যাছুকর একখানি রূপক নাটিকা। অল্প পরিসরের  
মধ্যে নাট্যকার তাঁহার নাটকের পাত্র পাত্রীর চরিত্রগুলিকে সুন্দর ভাবে  
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভীল সর্দার মংকর চরিত্র চিত্রণ অতীব মনোরম  
হইয়াছে। ২-১০-৫০

### গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান...অরোরা টোঙ্গ এণ্ড এজেন্সিস, জলপাইগুড়ি,  
কলিকাতার ঠিকানা...১৪, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা, ১

১১এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে আর, কে, পার্মিশিং কোং  
কর্তৃক মুদ্রিত।



শ্রীঅতুলানন্দ রায় প্রণীত

## পানিপথ

১৩২৪ সালে

মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত  
পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

চতুর্থ সংস্করণ

এক টাকা চার আনা

প্রাপ্তিস্থান—

স্বলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিংপুর রোড,

কলিকাতা।

\*.\*

স্ববিখ্যাত সংবাদ পত্র “Bengali”, ১৩২৪  
সালের ২১শে আশ্বিন, লিখিয়াছেন—

Monomohan Theatre was simply packed on Saturday last to witness a new piece entitled “Panipath”. The historic battle ground of Panipath has been the rise and fall of several dynasties.....the wheel of fortune is cleverly turned by the author (Sri Atulananda Rai) and a well known chapter in the history of Moslem India is manipulated with realistic touches that speak well for the author’s imagination and dramatic talent..... There is a lesson conveyed also, namely the value of Hindu-Moslem unity which makes a tremendous appeal to the audience. “Panipath” is one of the most gripping pieces that ever held the house spell-bound.

---

---

for  
**NEAT PRINTING**

**POWERFUL ADVERTISING  
DESIGNS, LAYOUTS & BLOCKS**

**NEWSPAPER ADVERTISING  
ANY WHERE IN INDIA**

**EDITING OF ADVERTISING  
LITERATURES & CIRCULARS**

**DRAFTING & TYPING OF  
BUSINESS LETTERS & DOCUMENTS**

**OF ALL DESCRIPTIONS  
PLEASE CONSULT  
AND ENTRUST**

**AURORA**

**ART & ADVERTISING CO.**

**PUBLICITY EXPERTS FOR OVER 30 YEARS**

**14, HARE STREET, CALCUTTA, 1  
Estd. 1921. Phone. City. 3589**

---

---